Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.06.07 07:55:10 -07'00'

সম্পূর্ণ উপন্যাস

তিন জালিয়াত এবং এক মিথ্যেবাদী

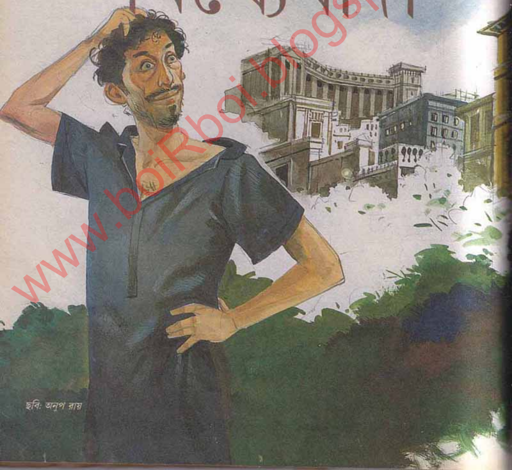

ছবি: অনুপ রায়

www.boiRboi.blogspot.com

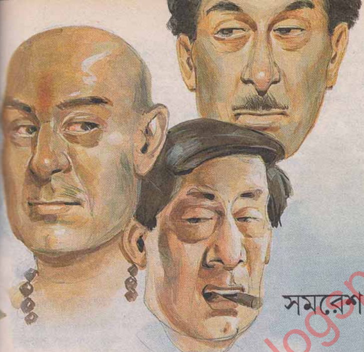

সমরেশ মজুমদার

কাল রাতে জবর বৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে মেঘের হাঁকাহাঁকি। রাত ফুরিয়ে গেলেও সকালটা ঠিক সকাল হয়ে এল না। একটা ভিজে ভিজে ছায়ায় জড়ানো দিন শুরু হল।

আকাশে যে মেঘ গম্ভীর হয়ে ছড়িয়ে আছে তার যেন কোনও দায় নেই। না বৃষ্টি নামাবার যা সরে গিয়ে পৃথিবীতে রোদ নামাবার। অথচ ঘড়িতে এখন আটটা বাজে।

www.boiRboi.blogspot.com

জলপাইগুড়ি শহর কলকাতা নয়। এখানে পাহাড় নেই, উঁচু নিচু রাস্তা নেই, কিন্তু এত বৃষ্টিতেও কলকাতার মতো জল জমে না। বাইরের ঘরে অর্জুন ফর্মটা নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েই বসেছিল। চালসার কাছে রেস্টি নামে একটা বিরাট রিসর্ট তৈরি হয়েছে। একটি সর্বভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডুয়ার্সের টুরিস্টদের জন্যে অত্যাধুনিক বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা করেছেন সেখানে। মোট আটত্রিশটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর, কনফারেন্স রুম, তিনরকমের খাবারের রেস্টুরেন্ট, জিম, বার, টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন কোর্ট এবং একটি বড়সড় সুইমিং হল রয়েছে সেখানে। এই রেস্টির নিরাপত্তার দায়িত্ব একজন বিশেষজ্ঞের হাতে দিতে চায়। এই অঞ্চলে অর্জুনের খ্যাতির কথা শুনে কোম্পানি তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সঙ্গে পাঠানো ফর্মটি পূর্ণ করে যে-কোনও কাজের দিনে সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তাকে রেস্টিতে চলে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। কথা বলে সন্তুষ্ট হলে তাকে নিয়োগ করা হবে। আপাতত সব মিলিয়ে মাসে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হবে।

ফর্মটিতে তার সম্পর্কে বিশদে জানতে চাওয়া হয়েছে। দু'জন পরিচিত মানুষকে দিয়ে তার সম্পর্কে ভাল কথা লেখাতে হবে। প্রস্তাব শুনে মা খুব খুশি। অর্জুন এতকাল যা করেছে তাতে তিনি গর্বিত হলেও মনে তার অশান্তি আছে। ছেলের নিয়মিত রোজগার নেই, এই চিন্তা তাঁকে প্রায়ই বিষণ্ণ করে তোলে। তাই কুড়ি হাজার টাকা মাইনের চাকরির সুযোগ এসেছে বলে তিনি খুব খুশি। বাইরের ঘরে ঢুকে ছেলেকে বসে থাকতে দেখে বললেন, "যা বাবা, তোকে তো শহরের সব গণ্যমান্যরাই চেনেন, ফর্মটা ভর্তি করে আন।"

অর্জুন তাকাল, "তুমি চাইছ এই চাকরিটা আমি করি?"

"বাঃ, এত ভাল মাইনে, বাড়ির কাছে, করবি না কেন?"

"মা, এই চাকরি করলে আমি একটা জায়গায় বন্দি হয়ে থাকব।"

"আচ্ছা, চাকরি মানেই তো তাই। এই যে তুই একটার পর একটা সমস্যার সমাধান করে বেড়াচ্ছিস ক'জন তোকে টাকা দেয়। যে তোকে সমাধান করতে ডাকল দেখা গেল সে নিজেই দোষী। একটা টাকাও পেলি না। এরকম অনিশ্চিত জীবন ক'দিন কাটাবি?" মা বললেন।

"তা ছাড়া তুমি ভাবছ কী করে আমি গেলেই চাকরিটা হয়ে যাবে! আমার তো সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। সাধারণত পুলিশ বা মিলিটারির অফিসাররা অবসর নেওয়ার পর এই ধরনের চাকরি করে থাকেন।" অর্জুন বলল।

"তা হলে তোকে ডাকল কেন?"

"সেটাই তো আমি ভাবছি। মিছিমিছি যাওয়া হবে, তা ছাড়া যাঁদের দিয়ে সার্টিফিকেট লেখাব তাঁরা যখন শুনবেন চাকরিটা হয়নি তখন তাঁরা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলবেন," মাথা নাড়ল অর্জুন।

"না ওসব কিছুই হবে না। এই চাকরিটা তোর হবেই," মা জোর দিয়ে বললেন।

অর্জুন অবাক হল, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

"স্বপ্ন কেন দেখব? কাল বিকেলে কালীবাড়িতে গিয়ে ভোলা মহারাজের পায়ের ধুলো নেওয়ার ভাগ্য হয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

"কে এক ভোলা মহারাজ কী বলল—।"

"চুপ কর। উনি থাকেন গোমুখের কাছে আশ্রমে। বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষ।"

"তা তিনি এত জায়গা থাকতে জলপাইগুড়িতে কী করছেন?"

মা জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। বোঝা গেল খুব রেগে গেছেন।

অর্জুন হাসল। তারপর চিৎকার করল, "ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দিও।"

বাইরে পা বাড়ানোমাত্র হিমবাতাস গায়ে লাগল। এত যে বেলা হয়েছে তা বোঝার উপায় নেই, ছায়া যেন আরও ঘন হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কদমতলায় এসে সে জগুদাকে দেখতে পেল। জগুদা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চা খাচ্ছেন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখতে পেয়ে তিনি হাঁকলেন, "এই যে হিরো, চা বলবে?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "না।" তারপর কাছে গিয়ে বলল, "কিছু কথা ছিল!"

"কী ব্যাপার? জরুরি?"

"তেমন নয়। কবে—।"

"ঠিক আছে, আমি এখন অঘোর ঘোষের বাড়িতে যাব। তুমিও চলো, রিক্শায় বসে তোমার কথা শোনা যাবে।" হাত তুলে রিক্শা থামালেন জগুদা।

অঘোর ঘোষ শহরের অন্যতম বড়লোক। কয়েকটি চা-বাগানের মালিক। জগুদা সাধারণত এরকম লোকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। অর্জুন বলল, "আপনি নিশ্চয়ই কোনও দরকারি কাজে যাচ্ছেন, আমি না হয় পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"না, না। আমার ব্যক্তিগত কোনও দরকারে নয়। চলো না, তোমারও অভিজ্ঞতা হবে।" রিক্শায় জগুদা উঠে পড়লে অর্জুন অনুসরণ করল।

রিক্শা চলতে শুরু করলে জগুদা বললেন, "এঃ, খুব ভুল হয়ে গেল। ছাতা সঙ্গে নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। যাকগে, বলো, তোমার কথা শুনি।"

অর্জুন চাকরির ব্যাপারটা বলল। তার নিজের বিশেষ ইচ্ছে নেই, কিন্তু মা চাইছেন বলে উপেক্ষাও করতে পারছে না। অবশ্য সে চাকরিটা যে পাচ্ছেই এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।

জগুদা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "মাইনেটা ভাল। রেস্টি তো বিশাল ব্যাপার। ওরা যখন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তখন নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। আচ্ছা, তুমি যদি চাকরিটা পাও তা হলে বলে নেবে যে, ভাল না লাগলে তিনমাস পরে ছেড়ে দেবে। ওরাও নিশ্চয়ই প্রথমেই তোমাকে পার্মানেন্ট করবে না। টেম্পোরারি পিরিয়ড তো থাকেই। যাক ভালই হয়েছে। যাচ্ছ যখন তখন অঘোরবাবুর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট এখনই নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।"

"অঘোরবাবু—?"

"হ্যাঁ। এই শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ধনী। তোমাকে নিশ্চয়ই চেনেন!"

"হ্যাঁ। একটা অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসেছিলাম, গল্প করেছিলেন।"

"ও, তা হলে কোনও প্রবলেম নেই," জগুদা বললেন।

অঘোর ঘোষের বাড়ি প্রায় দেড় বিঘে জমির ওপর। কাছাকাছি যেতেই অর্জুন দেখতে পেল, তাঁর বাড়িতে বেশ কিছু মানুষ এখন এসেছেন। গেট খোলা, দারোয়ান দাঁড়িয়ে, কিন্তু রিক্শা ছেড়ে ভেতরে ঢোকার সময় লোকটা কিছু বলল না। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি, রিক্শা দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাশে বাগান। কয়েক পা হাঁটতেই মনে হল, কেউ বক্তৃতা করছেন। মাইকে যে স্বর ভেসে আসছে সেটা অবশ্যই জোরালো নয়। বাড়ির পাশের মাঠে শামিয়ানার তলায় ছোট মঞ্চের সামনে চেয়ার পেতে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঞ্চে বসে মাইকের সামনে মুখ রেখে যিনি কথা বলে চলেছেন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। মানুষটির গায়ের রং টকটকে ফরসা। মাথায় টাক। পরনে সাদা ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি। অর্জুনদের এগিয়ে যেতে দেখে বৃদ্ধ একটু চুপ করলেন। দর্শকরা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁদের দেখল। প্রথম সারির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অঘোরবাবু হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে নিঃশব্দে দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। জগুদাকে অনুসরণ করে অর্জুন তার একটায় গিয়ে বসল।

বৃদ্ধ আবার কথা শুরু করলেন, "লোকে বলে অমুক বড় কবি, অমুক

www.boiRboi.blogspot.com

বড় শিল্পী। কেন বলে? না সেইসব কবি শিল্পী মহৎ সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই নমস্য। কিন্তু আমি যদি বলি এই ভুবনে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং চলে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্রষ্টা কে? কী নাম তাঁর? বলো, কে তিনি?"

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল, কিন্তু কেউ মুখ খুলল না।

বৃদ্ধ বললেন, "সবাই বলে এভাবে বলা শক্ত। স্রষ্টাদের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় নাকি, যে মেপে বলবে কার বেশি ওজন? তানসেন বড় না মাইকেলেঞ্জেলো? কে বিচার করবে? কীভাবে বিচার করবে? ঠিক। ঠিক কথা। কিন্তু আমি বললাম আমার প্রশ্নের উত্তর তো সোজা। জলের মতো। এই যে বললাম জলের মতো, কিন্তু জল কি সোজা? যখন বাণ আসে, ঘরবাড়ি ভাসিয়ে দেয়, মানুষ পশু ডুবে মরে, তখন কি জলকে সোজা বলে মনে হয়? তা হলে? জলও কঠিন। কিন্তু ঝরনার পাশে গিয়ে দাঁড়াও, জল সোজা! এও হয়, আবার হয় না। কিন্তু আবার প্রশ্নের জবাব তো একটাই।"

চোখ বন্ধ করলেন বৃদ্ধ। পিন পড়ার শব্দও বোধ হয় শোনা যাবে এখন। অর্জুন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ইনি কে?"

জগুদা সেইভাবে জবাব দিলেন, "ভোলা মহারাজ।"

ভোলা মহারাজ বললেন, "মনে করুন সেদিনটার কথা। মানুষের জন্ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা দল বাঁধতে শেখেনি। অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না। জঙ্গলে জঙ্গলে কোনওমতে বেঁচে আছে। তাদের শত্রু শুধু বাঘ সিংহ নয়, ডাইনোসরও। এর ওপর একজন মানুষ অন্যজনকে দেখলেই আক্রমণ করছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তখন তারা বুঝতে পারল, বাঁচতে হলে একা থাকা চলবে না, দল বাঁধতে হবে। হল ছোটখাটো দল। এ-দলের সঙ্গে ও-দলের লড়াই। হাতে উঠল গাছের শক্ত ডাল, তাই দিয়ে আত্মরক্ষা, আক্রমণ। কিন্তু তাতেও রক্ষে নেই। জঙ্গলে থাকায় জলে ভিজতে হয়, পশুর পেটে যেতে হয়। মানুষ গুহা খুঁজল। গুহামানব হয়ে গেল। আর সেই সময় একদিন আকাশ থেকে বাজ পড়ল, পুড়ে গেল কিছু জঙ্গল। নদীতে বান এল, ভাসল চারধার। অজগর এসে গিলে খেল গুহার ভেতর থেকে কিছু মানুষকে। তখন একটি মানুষ, রাগে আক্রোশে আকাশের দিকে তাকাল। তখন অন্ধকার। রাত শেষ হচ্ছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। লোকটি দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে তার নিজের ভাষায় কিছু বলতে চাইল। তখনই সূর্যদেব দেখা দিলেন পূর্ব দিগন্তে। জঙ্গলের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। চারপাশ দেখা গেল স্পষ্ট। লোকটি অবাক হয়ে গেল। আকাশের দিকে দু'হাত তুলে চিৎকার করলেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আবার যখন রাত নামল তখন অন্ধকারে জড়োসড় সেই মানুষটি চেঁচাতে লাগল আকাশের দিকে হাত তুলে। সারারাত চেঁচানোর পর যখন ভোর হল তখন তার সঙ্গীরাও উল্লসিত হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে চেঁচাতে লাগল। এইভাবে মানুষ ভগবানের জন্ম দিল।" বৃদ্ধ একটু হাসলেন। সামনের গ্লাসে রাখা জলে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "ওই মানুষটির মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভয়ে রাগে দুঃখে সে নিজের অজান্তেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর সমস্ত স্রষ্টাদের মধ্যে ওর মতো বড় স্রষ্টা আর কেউ নেই। কেন নেই?"

বৃদ্ধ তাকালেন দর্শকদের দিকে, "কেন নেই? কারণ সেই মানুষটি যদি সেদিন ঈশ্বরকে সৃষ্টি না করতেন তা হলে মানুষ পৃথিবী থেকে মুছে যেত। আমরা যিশুকে পেতাম না। বুদ্ধকে পেতাম না, হজরত মহম্মদকেও না। এই যে মানুষ অসহায় হয়ে পড়লেই ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর ওপর নির্ভর করে বলেই বেঁচে থাকতে পারে, এটা সম্ভব হত না। এই অবধি শোনার পর অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন না মানুষ ঈশ্বরকে? আমি বলি, মানুষ না থাকলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায় থাকত? ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাকে দর্শন করেছেন। অথচ চণ্ডীদাস বললেন, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এখন প্রশ্ন হল, এই মানুষ কোন মানুষ? কী ধরনের মানুষ?" বৃদ্ধ তাকালেন।

অর্জুন লক্ষ করছিল সবাই খুব মন দিয়ে ওঁর কথা শুনছেন। ভদ্রলোকের বাচনে এমন একটা সরস ভঙ্গি রয়েছে যে, শুনতে খুব ভাল লাগে। আজই মা বলেছেন এঁর কথা। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। গতকাল মা এঁর কথা শুনতে গিয়েছিলেন কালীবাড়িতে। সেই আদিকালে মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকে পেয়েছিল তার বর্ণনা করলেন চমৎকার। শুনলে মনে হবে ইনি ঈশ্বরের মহিমার বিরোধী। এঁর কাছে মানুষই শেষ কথা। কিন্তু সেটা এবার করতে চাইলে ইনি ভক্ত পাবেন না। তা হলে সংসার ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে সাধনা করছেন কেন? অর্জুন শুনল, "মানুষ তো একই রকমের। হাত পা মাথাওয়ালা চেহারা। শুধু কারও গায়ের জোর কম, কারও বেশি, কারও বুদ্ধি কম, কারও বেশি। তফাত এটুকুই? না। কারও বোধ আছে, অনুভব শক্তি আছে, হৃদয় আছে, কারও সেটা নেই। ওই বোধ, অনুভবশক্তি আর হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে কেউ যিশু হন, কেউ বুদ্ধ, কেউ মহাবীর, কেউ চৈতন্যদেব। এইসব মানুষরা মানুষ হয়েও ঈশ্বরের চেয়ে কম সত্যি নন। কিন্তু এইসব মহামানুষের সংখ্যা তো বেশি নয়। আমরা যারা ওঁদের মতো ক্ষমতা নিয়ে জন্মাইনি তারা কী করে? এর উত্তরও সহজ। পরীক্ষায় কেউ কেউ নব্বুই পঁচানব্বুই পায়, পাক না। ষাট পেতে হলে যে পরিশ্রম,

www.boiRboi.blogspot.com

সংসর্গ থেকে মনকে সরাও। সবসময় নিজেকে বলবে, একটা সারমেয় পৃথিবীতে জন্মায় কিন্তু তার সঙ্গে তোমার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটাকে প্রমাণ করতে হবে। মানুষ হতে হবে। জয় জগদীশ হরে! জয় জগদীশ হরে। জয় জগদীশ হরে।"

একটু একটু করে গলার স্বর চড়ায় উঠছিল তাঁর। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে দর্শকরা সেই চড়া স্বরে গলা মেলালেন, "জয় জগদীশ হরে।"

ভোলা মহারাজ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার নমস্কারের ভঙ্গি করে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই অঘোর ঘোষ এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলে তিনি আশীর্বাদ করলেন, "জ্ঞানী হও।" সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ভোলা মহারাজ অঘোর ঘোষকে নিচু গলায় কিছু বললেন। অঘোর ঘোষ দুটো হাত ওপরে তুলে থামালেন সবাইকে, "এখন নয়। আপনার যদি কষ্ট করে বিকেল চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে আমার এখানে পায়ের ধুলো দেন তা হলে মহারাজ আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন। এখন ওঁকে বিশ্রাম নিতে দিন।"

এক বৃদ্ধ তবু নাছোড়বান্দা, "আমি ঠিক বুঝতে পারি না কাকে ডাকব? কৃষ্ণ না কালী, শিব না নারায়ণ, আবার দুর্গা না জগদ্ধাত্রী?"

ভোলা মহারাজ হাসলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' কথা বলতে বলতে তিনি অঘোর ঘোষের সাহায্যে লন থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

এতক্ষণে জগুদা কথা বললেন, "লোকটাকে চেনো? হাড়কিপ্টে বললে কম বলা হয়!"

"কোন লোকটা?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"ওই যে, কাকে ডাকবে বুঝতে পারছে না।" জগুদা এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধের সামনে, "আপনি কী ভাগ্যবান, দারুণ জবাব পেয়ে গেছেন। আর কোনও সমস্যা রইল না।"

"বহুরূপে তো আছেনই, কিন্তু কোন রূপটা যে আসল—।"

"আপনার সামনে এখন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে?" জগুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার সামনে? তুমি!"

"তা হলে আমাকে ছেড়ে অন্যত্র খোঁজার দরকার নেই!"

"অ্যাঁ! তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ জগু?"

"মোটেই না, উনি যা বলে গেলেন তাই পালন করছি। এই যেমন আপনি আমার সামনে আছেন? আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও ঈশ্বর খুঁজতে যাব না।" জগুদা সিরিয়াস।

"অ্যাঁ! কী যা তা বলছ?" ভদ্রলোক হতভম্ব।

"আমি কিছু বলিনি। উনিই এ-কথা আপনাকে বলে গেছেন। আপনাকে যখন পেয়ে গেছি তখন একটা দায়িত্ব নিতেই হবে।" জগুদা বললেন।

বৃদ্ধ বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ তার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝিয়ে বলছি। আমি শুনেছি উনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। আপনি শোনেননি?" জগুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ। সেরকমই তো সবাই বলছিল।" বৃদ্ধ তখনও ধন্দে।

"আপনি বললেন কাকে ডাকবেন তা বুঝতে পারছেন না। উনি হেসে বললেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে ছেড়ে কোথায় ঈশ্বর খুঁজছ? বলেননি?"

"হ্যাঁ। বলেছেন।" মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ।

"তা হলে আপনার কাছে তখন ঈশ্বর হয়ে কে ছিলেন? তিনি। তাই না?"

"হ্যাঁ। তাই তো দাঁড়ায় ব্যাপারটা।"

"আবার আমি যখন খুঁজছি তখন আমার সামনে আপনি দাঁড়িয়ে।"

"ধ্যাত। উনি হতে পারেন, আমরা তো সাধারণ মানুষ। তা দায়িত্ব নেওয়ার কথা কী বলছিলে?" বৃদ্ধ যেন বাস্তবে ফিরে এলেন।

"অঘোরবাবু তো আপনার খুব কাছের মানুষ। ওঁকে বলুন না নিরিবিলিতে একবার ভোলা মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে।" জগুদা বললেন।

"কেন?" কপালে ভাঁজ পড়ল বৃদ্ধের।

"অর্জুন এদিকে এসো।" জগুদা ডাকতেই অর্জুন এগিয়ে গেল।

"একে চেনেন? এ অর্জুন। সত্যসন্ধানী।"

"অ। তুমি অর্জুন? নাম শুনেছি। গোয়েন্দাগিরি করো?"

অর্জুন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই জগুদা বললেন, "ঠিক তা নয়। তবে ওই আর কি! এই অর্জুন একটা চাকরি পেতে চলেছে। কিন্তু তার জন্যে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার। ভোলা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতাম কার কার সার্টিফিকেট পেলে ওর চাকরি হবে!"

"সর্বনাশ! উনি যদি আমাকে দেখিয়ে দেন? আমি তো ওর চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুনেছি বিলেত না আমেরিকা কোথায় গিয়েছিল। সেখানে কী করেছে তাও জানা নেই।"

বৃদ্ধ যখন প্রবলভাবে মাথা নাড়ছেন তখন অঘোরবাবু ফিরে এলেন, "না দাদা, রাজি হলেন না।"

থমকে গেলেন বৃদ্ধ, "সে কী! কেন?"

অঘোরবাবু বললেন, "সন্ধেবেলায় উনি মায়ের বাড়িতে যাবেন।"

"মায়ের বাড়ি?"

"মানে যোগমায়া কালীবাড়ি।"

"অ।" বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না। জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন গেটের দিকে।

অর্জুন তখন অঘোরবাবুকে নমস্কার করে সার্টিফিকেটের কথা বলল। ভদ্রলোক বললেন, "আমার সার্টিফিকেট পেলে তোমার যদি চাকরি হয় তা হলে নিশ্চয়ই দেব। তবে আজ তো ব্যস্ত আছি, কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।" তারপরেই খেয়াল হল তাঁর, "কোথায় চাকরি।"

"রেস্টিরিসর্ট-এ। সিকিউরিটি অফিসার। হয়তো হবে না—" অর্জুন বলল।

"রেস্টি তো বিশাল ব্যাপার। দু'কোটি টাকার প্রজেক্ট। মাইনেপত্র নিশ্চয়ই ভাল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় আমার পাওয়ায় চান্স কম," অর্জুন বলল।

"একটু দাঁড়াও তোমরা।"

অঘোরবাবু এগিয়ে গেলেন তখনও যাঁরা দাড়িয়ে গল্প করছেন তাঁদের কাছে। কেউ কেউ ভোলা মহারাজের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে অঘোরবাবু জানালেন, "উনি মায়ের বাড়িতে বসে সবার সঙ্গে কথা বলবেন, এখানে নয়।"

শেষ লোকটিকে বিদায় করে অঘোরবাবু বললেন, "এসো।"

তাঁকে অনুসরণ করে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। বিত্তবান মানুষের বিত্তের পরিচয় বাড়ির নির্মাণে স্পষ্ট। একটি ঘরের দরজা ভেজানো, তার ওপাশে ভারী পরদা। দরজায় টোকা দিলেন অঘোরবাবু, "মহারাজ!"

"কে ওখানে?" ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

"আমি অঘোর।" খাটের গায়ে পৌঁছে অঘোরবাবু বিনীত গলায় বললেন।

"ও, আসতে পারো।"

দরজা খুলে পরদা সরালেন অঘোরবাবু, যেন অন্যের বাড়িতে এসেছেন। "আমার সঙ্গে দু'জন পরিচিত মানুষ আছে। খুব ভদ্র।"

"অনুমানে বুঝেছ, না আচরণে?" গলার স্বরে কৌতুক।

"জগুকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। অর্জুনকে অল্প জানি, তবে ওর কথা অনেক শুনেছি।"

"অর্জুন! তৃতীয় পাণ্ডবের প্রকৃত চেহারা স্বয়ং ব্যাসদেব বুঝতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারেননি হে। আমার এখন কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, তুমি তা জেনেও নিয়ে এসেছ যখন, তখন ডাকো। আসুক।"

অঘোরবাবু ইশারা করে ভেতরে পা বাড়ালে ওরা অনুসরণ করল। ঘরের একপ্রান্তে মাটিতে পাতা মোটা গদির ওপরে বসেছিলেন ভোলা মহারাজ। এখন ওঁর পরনে গেরুয়া লুঙ্গি আর উর্ধ্বাঙ্গে গেরুয়া চাদর।

জগুদা এগিয়ে গিয়েও থেমে গেলেন, প্রণাম করতে হলে গদির ওপর উঠতে হয়। জুতো খুলে সেটা করবেন কিনা ভাবছিলেন। ভোলা মহারাজ বললেন, "ওই মুশকিল! বাঁধন থাকলেই তা খুলতে নত হতে হয়। আরে বাঁধনমুক্ত হতে হলে নত হবে শুধু ঈশ্বরের কাছে, বুঝলে। তোমরা ওই বেঞ্চিতে বোসো।" হাত বাড়িয়ে ওপাশে রাখা একটি বেঞ্চি দেখিয়ে দিলেন তিনি।

জগুদা নমস্কার করে বেঞ্চিতে বসলে অর্জুন নমস্কার করল।

ভোলা মহারাজ অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যুবকটি কে?"

"ওর নাম অর্জুন, ওর নেশা এবং পেশা রহস্যের সমাধান করা। এই জেলায় ও খুব বিখ্যাত।" অঘোরবাবু গদির প্রান্তে বসেছিলেন।

"বাঃ। শার্লক হোমস না ফেলুদা?" ভোলা মহারাজ তাকালেন।

অর্জুন হাসল, "আপনি দুই যুগের দুটো বিখ্যাত কল্পিত চরিত্রের নাম বললেন। আমি ওঁদের কারও মতো নই।" কথা বলার সময় অর্জুন লক্ষ করল, ভদ্রলোকের পায়ের পাতা থেকে গোড়ালির ওপরের অংশ পর্যন্ত চামড়ার রং অন্য জায়গা থেকে বেশি ফরসা।

"ভাল কথা। তা কোন রহস্যের সমাধান করতে তোমার এখানে আগমন?"

"মহারাজ, ও একটা সমস্যায় পড়েছে।" অঘোরবাবু বললেন, "একটা বড় কোম্পানি ওকে চাকরির জন্যে দরখাস্ত করতে বলেছে। হতেও পারে, নাও হতে পারে। আপনি যদি ওকে একটু আশ্বাস দেন তাই এসেছে।"

"কী আশ্চর্য। আমি আশ্বাস দিলে যদি চাকরি হত তা হলে ভারতবর্ষের কোনও মানুষ বেকার থাকত না।" চোখ বন্ধ করলেন ভোলা মহারাজ, "পিতা মাতা?"

"বাবা নেই, মা আর আমি থাকি।"

"চাকরি করলে তো রহস্যের সমাধান করার স্বাধীনতা থাকবে না বাবা!"

অর্জুন চুপ করে থাকল।

চোখ খুললেন ভোলা মহারাজ, "মুখে বলব অথচ চাকরিটা হল না, তোমরা বলবে এ কীরকম কথা! আঁ? দাও ঠুকে দরখাস্ত, দ্যাখো কী হয়!"

অঘোরবাবু হাসলেন, "ব্যস, ওতেই হবে।"

"আর কিছু প্রশ্ন আছে তোমার?"

"শুনেছি আপনি গোমুখের কাছে থাকেন!" অর্জুন বলল।

ভোলা মহারাজ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"ওখানেই কি আপনার আশ্রম?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেখানে কোনও রহস্য নেই।"

অঘোরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "এবার ওকে বিশ্রাম করতে দাও।"

অর্জুন আবার ভোলা মহারাজকে ভাল করে দেখে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল। পেছনে জগুদা আর অঘোরবাবু। আঘোরবাবু বললেন, "এই প্রথম আমার বাড়িতে এলে, একটু চা খেয়ে যাও।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, না। আমি খুব কম চা খাই।"

শামিয়ানার আশপাশে এখন কোনও লোক নেই। অর্জুন দাঁড়াল, "আপনার সঙ্গে ভোলা মহারাজের আগে পরিচয় ছিল?"

"হ্যাঁ। আমার একটা নেশা আছে। তীর্থ করার নেশা। কেদারনাথ বদ্রীনাথ বারদশেক গিয়েছি। গোমুখে তিনবার। হরিদ্বার লছমনঝোলায় কতবার গিয়েছি তা নিজেরই মনে নেই। বছরপাঁচেক আগে গোমুখ যাওয়ার পথে, মহারাজের কথা কানে আসায় ওঁর আশ্রমে গিয়ে প্রণাম করেছিলাম। দেখেছিলাম ওখানে থেকে সাধনা করেন অন্য সাধুসন্ন্যাসীদের মতো কথা বলেন না। ঈশ্বরের চেয়ে মানুষের ওপর আস্থা বেশি। খুব ভাল লেগেছিল। তারপরে আরও ক'বার গিয়েছি। বারংবার অনুরোধ করেছি আমার ওখানে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্যে। শেষ পর্যন্ত এবার উনি এলেন। শর্ত হল, ওঁকে বিরক্ত করা চলবে না। নিজের খাবার নিজে রান্না করে খাবেন। কোনও অনুরোধ করে ওঁকে বিব্রত করা চলবে না।" অঘোরবাবু বললেন।

"ওখানে ওঁকে কী পোশাকে দেখেছেন?"

"প্রচণ্ড ঠান্ডা তো। গায়ে কম্বল জড়িয়ে থাকতেন।"

"চুল কাটাতেন কোথায়?"

"মানে?"

"ওঁর মাথার চুল তো আমাদের মতোই ছাঁটা।"

"হয়তো কোনও শিষ্য কেটে দেয়। উনি পাহাড়ের নির্জনে থাকেন বটে, কিন্তু অন্য সাধুদের মতো ছাই মেখে জটাধারী হয়ে থাকেন না। উনি ভগবানকে ডাকেন যুক্তি দিয়ে।"

জগুদা চুপচাপ শুনছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কতদিন থাকবেন?"

"যেদিন মন উঠবে চলে যাবে।" অঘোরবাবু বললেন।

"আপনাকে কিছু বলেননি?" জগুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

"কী ব্যাপারে?" গম্ভীর হয়ে তাকালেন অঘোরবাবু।

"উনি শুনেছি বাক্‌সিদ্ধ। যা বলেন মিলে যায়। আপনার ব্যাপারে কিছু মিলেছে?"

"এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে কথা বলতে চাই না।" অঘোরবাবু আলোচনা শেষ করতে চাইলেন, "অর্জুন তুমি যদি সন্ধ্যায় যোগমায়া কালীবাড়িতে আসো তা হলে আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। আমি সেখানে থাকব।"

রিকশায় উঠে জগুদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল?"

"একটু অন্যরকম কিন্তু বৃষ্টি নামবে।" অর্জুন বলল।

"মানে?"

অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। মেঘগুলো আরও কাছে নেমে এসেছে। জগুদা বললেন রিক্‌শাওয়ালাকে, " তাড়াতাড়ি পা চালা রে বাবা, নইলে ভিজতে হবে।"

পা শব্দটা কানে যেতেই অর্জুন বলল, "ভোলা মহারাজ মোজা পরেন এবং সেটা বেশি সময় পায়ে থাকে।"

"গোমুখের ঠান্ডায় মোজা পরাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে তো ওঁর পা খালি ছিল।"

"হ্যাঁ। পায়ের চামড়ার রং দু' জায়গায় দু'রকম বলেই তো বোঝা গেল। সাধুসন্ন্যাসীরা মোজা পরে সাধনা করেন এটা আমি জানতাম না।" অর্জুন বলল।

জগুদা বললেন, "যাই বলো, ভদ্রলোককে আমার ভাল লেগেছে। বেশ যুক্তি আছে ওঁর কথাবার্তায়। ভগবান-ভগবান আবেগে ভেসে যান না।"

"কিন্তু উনি আঙুলে আংটি পরেন।"

"কই দেখলাম না তো।" জগুদা অবাক।

"এখন খুলে রেখেছেন। আঙুলে দাগ আছে। একটা নয়, তিনটে আঙুলে। গোমুখের আশ্রমে নিয়মিত আংটি না পরলে ওই দাগ হয় না। 'যদি আংটি পরা অভ্যেস হয় তা হলে এখানে এসে খুলে ফেলেছেন কেন?' অর্জুন যেন নিজের মনেই কথা বলছিল।

"ওঃ। তুমি আজকাল দেখছি কোনও ব্যাপারকেই সহজ মনে নিতে পারো না।" জগুদা অর্জুনকে বকলেন, "ভোলা মহারাজ তো বললেনি তাঁর সঙ্গে বিশুর দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধ ওঁকে ভোলাদা বলে ডাকতেন।

www.boiRboi.blogspot.com

জিবাবার মতো গুলগাপ্পা মারেননি। তাই না?"

"তা ঠিক। তবে ওঁর বক্তৃতা শুনলে মানুষ বুঝতেই পারবে না উনি কাকে শ্রেষ্ঠ মনে করছেন, মানুষকে না ভগবানকে? মানুষকে সেবা করেই যদি ঈশ্বরসেবা করা হয় তা হলে কষ্ট করে ওই বরফের পাহাড়ে আশ্রম বানিয়ে আছেন কেন? ভারত সেবাশ্রমের মতো কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেই তো পারেন।" অর্জুনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই রিকশা কদমতলার মোড়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এবং তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢোকার আগেই একটু ভিজে গেল ওরা। রিকশাওয়ালার তাপ-উত্তাপ নেই। মাথায় গামছা বেঁধে বৃষ্টির মধ্যেই দোকানে এসে জগুদার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে গেল।

এখন প্রায় দুপুর। চায়ের দোকানে খদ্দের কমে গেছে। দু'জন লোক দু'দিকের বেঞ্চিতে বসে। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, "চা দেব জগুদা?"

"দাও। এসো অর্জুন। এসব কথা ছাড়ো, একটা সার্টিফিকেট আজ পেয়ে যাচ্ছ, আর একটা দরকার। রায়সাহেবকে বলো। অতগুলো চা-বাগানের মালিক, জলপাইগুড়ির গণ্যমান্যদের মধ্যে অবশ্যই উনি একজন। তুমি চাইলে কখনওই না বলবেন না।" জগুদা বেঞ্চিতে বসলেন।

রায়সাহেবের নামটা মনে ছিল না, অর্জুন মাথা নাড়ল, "কিন্তু উনি তো বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকেন, এখন যদি এখানে না থাকেন—।"

ওপাশে বসে একটা লোক বৃষ্টি দেখছিল। সেভাবেই বলল, "আছেন।"

জগুদা লোকটির দিকে তাকালেন, "উপেন, গুল মেরো না।"

উপেন তাকাল, "এটা সত্যি বলছি দাদা।"

"তুমি যা বলো তার দশটার মধ্যে পৌনে দশটাই গুল।" জগুদা বিরক্ত।

"সে আপনি বলতে পারেন। তবে এটা ওই পৌনে দশ আর দশের মধ্যে পড়বে। একটু আগে আমি নিজের চোখে দেখলাম গাড়িতে বসে আছেন রায়সাহেব।" উপেন জোর দিয়ে বলল।

জগুদা অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে উপেনের আলাপ নেই?"

অর্জুন বলল, "দেখেছি—।"

"এই শহরের শ্রেষ্ঠ গুলবাজ। ও নিজেই নিজেকে মিথ্যে বলে।" জগুদা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জড়ো করল উপেন। "দাদা যখন বললেন তখন মানতেই হবে। তবে বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, হয়তো বলে ফেলি। তবে রায়সাহেবের কথাটা একদম সত্যি।"

অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। একজন লোক স্বীকার করছে যে, সে মিথ্যে কথা বলে, কিন্তু বুঝতে পারে না। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কী করেন?"

উপেন ওইভাবে হাতজোড় করে সবিনয়ে বলল, "আজ্ঞে, কথকতা।"

"মানে!" অবাক হল অর্জুন।

"ছাইকথা। ব্যাটা গুবাজ।" জগুদা বললেন, "উপেন বেশ নাটক করে কথা বলতে পারে। যা বিশ্বাস করে না তা মুখস্থ করে রেখেছে। গ্রামের লোকজনকে টুপি পরিয়ে সেগুলো শোনায়। তুমি ভাবো ও গীতা শোনাচ্ছে, ভাগবত শোনাচ্ছে। তার অর্ধেক কথা ওর নিজের। বানিয়ে বানিয়ে যোগ করে। লোকে বুঝতে না পেরে পঞ্চাশ টাকা ওকে দেয়।"

উপেন হাসল, "পঞ্চাশ দেয় আপনি জানলেন কী করে?"

"তোমার মুখেই শুনেছি।"

"সেটাও তো গুল হতে পারে। হয়তো একশো দেয়, বলেছি পঞ্চাশ।"

"এই করে আপনার চলে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"ঠাকুর চালিয়ে নেন। বুড়োবুড়িরা আমার খুব ভক্ত। তবে সব শহরের বাইরে আমি কখনও খাপ খুলি না।" উপেন হাসল।

"এখানে কোথায় থাকেন?"

"নাগরাকাটায়। খবর পেলাম কালীবাড়িতে নাকি এক সাধু এসে উপদেশ দিচ্ছেন। কাল দিয়েছেন, আজও দেবেন। তাঁর কথা শুনব বলে এসেছি। আপনাদের দয়ায় আমি ভাল নকল করতে পারি। উনি যা বলবেন তা একবার শুনেই আমি তুলে নেব। লোকে নতুন নতুন কথা শুনতে চায়। শুনেছি এই সাধুর বাণীর খুব প্রশংসা করছে। ওঁকে নকল করলে আমার ব্যবসা বাড়বে। এটা কিন্তু খুব সত্যি কথা। একটাও মিথ্যে নেই।" উপেন বলল।

"সাধুর নাম ভোলা মহারাজ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।"

চা এল। দু'কাপ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল," চা খাবেন না?"

"এক কাপ বাজেটে ছিল, ওটা হয়ে গেছে।" উপেন বলল।

"আপনি এটা নিন। আমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"তা হলে দিন। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা উচিত নয়," উপেন এগিয়ে এসে চা নিল।

জগুদা বললেন, "বেশ চালিয়ে যাচ্ছ।"

চায়ে চুমুক দিয়ে উপেন বলল, "আচ্ছা, আমাকে এত অপছন্দ করেন কেন বলুন তো? মিথ্যে কি আমি একা বলি? স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেননি?"

"একবার বলেছেন। তাতেই স্বর্গে যাওয়া আটকে গিয়েছিল।" জগুদা বললেন।

"হে হে হে।" হাসল উপেন, "পাপ এমন জিনিস একবার করলেও যা দশবারেও তা। ধরুন, একটা লোক একজনকে জঘন্যভাবে খুন করল, আদালত তার ফাঁসির হুকুম দিল। সে যদি একশোটা লোককে খুন করত তা হলে ওই একই শাস্তি হত। তাই না?"

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে জগুদা বললেন, "বলি হে অর্জুন, দ্যাখো, ও যদি সত্যি বলে, পথেই তো রায়সাহেবের অফিস পড়বে। পরে দেখা হবে।"

জগুদা চলে গেলেন। উপেনের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "দেখি আপনার কথা সত্যি হয় কিনা।" উপেন হাসল।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনের মজা লাগছিল। একটা লোক খামোখা মিথ্যে বলে যায়? কোথায় যেন সে পড়েছিল এটা একধরনের অসুখ। যে লোক নিজের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলে সে তো ঘুমোলেও মিথ্যে স্বপ্ন দেখবে। দুর! অর্জুন মাথা নাড়ল, স্বপ্ন আবার সত্যি হয় নাকি।

গেট পেরিয়ে তেতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়াল অর্জুন। চা কোম্পানির অফিস। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পিয়নকে রায়সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, " সাহেব তো কলকাতায় গিয়েছেন।"

"ও। কবে আসবেন?"

"আজ কালের মধ্যেই তাঁর আসার কথা।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। জগুদার কথাই ঠিক। উপেনের পক্ষে সত্যি কথা বলা সম্ভব নয়। অথচ লোকটা জোর দিয়ে বলল সে নিজের চোখে রায়সাহেবকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছে। অর্জুন নীচে নেমে আসতেই একটা গাড়ি গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সে অবাক হয়ে দেখল পেছনের দরজা খুলে রায়সাহেব নামছেন। তাকে দেখতে পেয়ে রায়সাহেব বললেন, " আরে অর্জুন, তুমি এখানে!"

ঠিক জবাব না দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কলকাতা থেকে আসছেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ। দার্জিলিং মেল লেট ছিল। কেন?" রায়সাহেব তাকালেন।

"শহরে কি অনেকক্ষণ এসেছেন?"

"না। এই ঢুকলাম। কেন জিজ্ঞাসা করছ বলো তো?"

"না। তা হলে একজন ভুল দেখেছিল। আচ্ছা, আমি না হয় পরে আসব।" অর্জুন বলল।

"তা এসো, কিন্তু প্রয়োজন থাকলে এখনই বলতে পারো।" রায়সাহেব বললেন।

"একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার। আবার।"

"ও শিওর। তার মানে তুমি চাকরির দরখাস্ত করছ?"

"হ্যাঁ। সবাই বলছে।"

"কোথায়?"

"চালসার কাছে রেস্টি রিসর্টের সিকিউরিটি অফিসার।"

রায়সাহেব মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "তোমাকে আসতে হবে না। আমি একটু পরে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনের মনে হল তার চাকরি করতে চাওয়াটা রায়সাহেব ঠিক পছন্দ করলেন না। এর আগে চাকরি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। অতগুলো চা-বাগানের মালিক যিনি, তিনি ইচ্ছে করলেই তাকে চাকরি দিতে পারেন। চা-বাগানের ক্লার্কের চাকরির মাইনে খারাপ নয়। কোম্পানি থেকে কোয়ার্টার্সও দেওয়া হয়। কিন্তু রায়সাহেব বলতেন, "নো অর্জুন, তোমাকে ওই চাকরিতে মানায় না। তুমি সত্যসন্ধানী, তোমার সম্মান অনেক বড়।"

সন্ধের মুখে কালীবাড়িতে গেল অর্জুন। গিয়ে দেখল লোকে লোকারণ্য। বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ। অর্জুন জানে তার মা ওই বয়স্কদের মধ্যে বসে আছেন। অঘোরবাবুর গাড়িতে ভোলা মহারাজ এলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে সসম্মানে মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে গেল। সঙ্গে অঘোরবাবু। বারান্দায় জলচৌকির পেছনে ভোলা মহারাজের আসন পাতা হয়েছে। সামনে মাইক। তিনি আসনে বসতেই সব গুঞ্জন থেমে গেল। দেখতে খারাপ লাগে বলেই বোধহয় অঘোরবাবু বারান্দায় উঠলেন না।

ভোলা মহারাজ মুখ খুললেন, "মায়েরা আপনারা আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। উপস্থিত শ্রোতাদের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আজ সকালে আমি বলেছিলাম, ভগবানকে সৃষ্টি করেছে মানুষ, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।' এই দাবি মানুষই করতে পারে। আবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কে? না ভগবান। কিন্তু কোথায় সৃষ্টি করেছেন তিনি? এই পৃথিবীর একটি বিশেষ জায়গায়। সেখানে জন্মে ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে কি মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে? না। তা হলে চিনের মানুষের চেহারার সঙ্গে আফ্রিকার মানুষের চেহারার মিল থাকত। বনমানুষ থেকে মানুষের যে বিবর্তন ঘটেছিল তা পৃথিবীর সর্বত্র, সেখানে জল মাটি অরণ্য ছিল, সেখানে একই ভাবে ঘটেছে। শিশু জন্মে কেঁদেছে ওঁয়া বলে। এক ভঙ্গিতে। তারপর বড় হওয়ার সময় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার ওপর পড়েছে। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ হলুদ, আবার কেউ শ্যামলা। অন্তত কয়েক হাজার বছর ভারতের মানুষ জানত না আফ্রিকার মানুষদের কথা। ব্রিটেনের মানুষ জানত না জাপানিদের কথা। যে যার মতো একটু একটু করে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই যে দেশ অনুযায়ী মানুষের আলাদা চেহারা, আলাদা ভাষা, আলাদা প্রতিক্রিয়া তা কি ভগবান জেনেশুনে করে দিয়েছিলেন? তারপরে যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ কেউ বেশি কেউ কম সভ্য হল তখন তারা সৃষ্টিকর্তার নামকরণ করল যে যার মতো করে। কেউ বলল গড, কেউ আল্লা, কেউ ভগবান। কিন্তু সবাই ভগবানকে প্রথম ডেকেছে ভয় পেয়ে। রাতের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে, সূর্যদেবকে তাড়াতাড়ি পুব আকাশে দেখার জন্যে। তখন সূর্যদেবই ছিলেন তাঁদের কাছে একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু রাতের অন্ধকারে অথবা বাদলের দিনে যখন সূর্যদেবকে দেখা যায় না তখন মানুষ আরও বড় কেউ আছেন কল্পনা করে তাকে ডাকতে লাগল। ওই বড়জন হলেন গড, ভগবান অথবা আল্লা। কিন্তু কেন? কেন সবাই পরমপিতাকে এক নামে ডাকতে পারল না? এর উত্তর হল সবাই এক ভাষায় কথা বলে না। বেশ তো। নাই বলুক। জলকে পানি বলুন অথবা ওয়াটার বলুন, জলের স্বাদ কি বদলে যাবে তাতে? আমরা ভগবানকে ডেকে যে আনন্দ পাই, স্বস্তি পাই, শান্তি পাই, একজন খ্রিস্টান গডকে ডেকে ঠিক একই রকমের আনন্দ শান্তি স্বস্তি পান। আমাদের ডাকার পদ্ধতি একরকম, ওদের অন্যরকম। কিন্তু কেন আমরা ভগবানকে ডাকি? যাঁকে আমরাই সৃষ্টি করেছি তাঁকেই কেন ডাকি? কারণ মানুষ মনে করে তিনিই সর্বশক্তিমান। মাটি খুঁড়ে জলকে আবিষ্কার করল মরুভূমির মানুষ। সে আবিষ্কর্তা, কিন্তু জল তাকে জীবন দিল। জল তার থেকে শক্তিশালী।

"তা তো হল। আমরা ভগবানকে চাক্ষুষ করতে চাইলাম। না পেরে কল্পনা করে নিলাম তাঁর মূর্তি। একটা নয় অনেক। কেউ কালী, কেউ কৃষ্ণ, কেউ শিব, কেউ নারায়ণ। আর ভাবি এঁরাই হলেন ভগবান। কেউ গোলোকে থাকেন, কেউ স্বর্গে। নরকে থাকেন যম। এঁরাই সব। কিন্তু যাঁরা শিব, নারায়ণ, কালীর নাম শোনেননি, গডকে ডাকেন আল্লাকে ডাকেন অথচ গড বা আল্লার কোনও মূর্তি তৈরি করেননি কারণ কল্পনা সেখানে পৌঁছয়নি। তাঁরা তো সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ পাচ্ছেন। আমি শৈব না বৈষ্ণব না শাক্ত কোন পথে যাব বলে চিন্তিত তখন তো তাদের কোনও অসুবিধে নেই শুধু একজনের শরণাপন্ন হতে। আমরা যদি মনে করি ওঁরা শিব, দুর্গা, কালীর অস্তিত্ব যখন জানেন না তখন ওদের কাছে ভগবান পৌঁছবেন না তা হলে আমাদের মতো মূর্খ আর কেউ/নেই।"

অর্জুন ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। ভিড় উপচে পড়ছে রাস্তায়। মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনছে ভোলা মহারাজের কথা। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা জাদু আছে যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। হঠাৎ উপেনকে দেখতে পেল সে। ভিড় থেকে সরে একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। অর্জুন এগিয়ে যেতেই উপেন খুক খুক করে হাসল।

"হাসছেন কেন?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, এ তো আমার বাবা।" উপেন বলল।

"মানে?'

"কালীবাড়িতে এসে কী বক্তৃতা করছে শুনেছেন? খ্রিস্টান, মুসলমান, হিন্দু সব এক করে দিচ্ছে। মা-কালীর সামনে দাঁড়িয়ে বিধর্মীদের স্বর্গে পাঠাচ্ছে।" রুষ্ট দেখাল উপেনকে।

"আপনি ওঁর কথার মানে ধরতে পারেননি?"

"কেন? আমি বাংলা বুঝি না!" উপেন মাথা নাড়ল, "এইসব কথা বুঝি। আলফাল অনেক কথা বলে মানুষকে উল্লু বানিয়ে শেষে বলবে মা-কালীই সব, তার পুজো করুন। আরে মশাই, কত আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম ওঁর কথা মুখস্থ করে নেব বলে, সব জলে গেল!"

"কেন? দেখুন না, সবাই কেমন মন দিয়ে শুনছে। আপনি মুখস্থ করে নিলে নিশ্চয় আপনার ব্যবসা বাড়বে।" অর্জুন হাসল।

"পাগল। লোকে আমার পিঠের চামড়া খুলে ডুগডুগি বানাবে।"

"কেন?"

"এসব কথায় শহরের লোক মজা পায়, হজম করে। গ্রামের মানুষ সোজাসাপটা, ঘোরানো পেঁচানো কথার মানে বুঝতে পারে না। সেখানে আমি দেবদেবীদের ছোট করছি। ব্যস, আমার ব্যবসার তেরোটা বেজে যাবে।" জিভ দিয়ে একটা শব্দ বের করল উপেন, যেটা হতাশ হলে কেউ কেউ করে থাকে।

"কথাগুলো ভাবার মতো। আচ্ছা, আপনার কর্মস্থল কোথায়?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"মালবাজার থেকে বিনাগুড়ি পর্যন্ত।"

www.boiRboi.blogspot.com

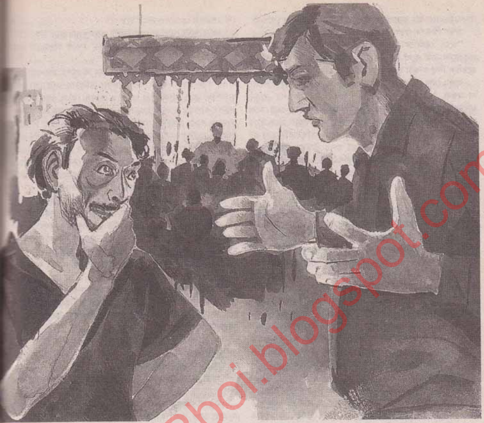

"তা হলে কাল ফিরে যাচ্ছেন?"

"কাল? না, না, আজই যাব নাগরাকাটায়।"

"আজ? এত রাতে বাস পাবেন কী করে?" অর্জুন অবাক।

"ট্রাক পাব। সারারাত ধরে চলে।" উপেন চলে গেল।

অঘোরবাবু কথা রেখেছিলেন। অর্জুনের চরিত্রের সুখ্যাতি করে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে এনেছিলেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে তাঁর কাছ থেকে অর্জুন সেটা পেয়ে গেল।

সেই রাত্রে বাড়ি ফেরার পর মাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখল অর্জুন। কথা বলে জানতে পারল আজ ভোলা মহারাজের কথা শুনে তিনি বেশ বিভ্রান্ত। মানুষ যদি ভগবানকে সৃষ্টি করে থাকে তা হলে ভগবানের মহত্ত্ব কমে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া ভগবানকে ডাকা মানে তাকে সৃষ্টি করা? এ কেমন কথা! এর আগে যে সমস্ত সাধুজন কালীবাড়িতে ধর্মকথা শোনাতে এসেছেন তাঁদের কেউ এমন কথা বলেননি। অর্জুনও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। ভোলা মহারাজ এমন ধোঁয়াশা তৈরি করছেন কেন?

রায়সাহেব সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্জুন দরখাস্ত এবং সার্টিফিকেটগুলো রেস্টির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল। আজ দিনটা পরিষ্কার। পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে অর্জুনের মনে হল অঘোরবাবুর বাড়িতে গিয়ে ভোলা মহারাজের সঙ্গে কথা বলা যাক। ওঁর আঙুল আর পায়ের ব্যাপারটা যে সন্দেহ তার মনে তৈরি করেছে সেটাই একটু যাচাই করা যাক।

আজ বাইক নিয়ে বেরিয়েছিল অর্জুন। অঘোরবাবুর বাড়িতে পৌঁছোলে সময় লাগল না। গেট বন্ধ। দরোয়ান বলল অঘোরবাবু বাড়িতে নেই, ভোলা মহারাজ ভোরবেলায় হিমালয়ে ফিরে গিয়েছেন। প্রশ্ন করে জানা গেল, অঘোরবাবুর ড্রাইভার ভোলা মহারাজকে নিয়ে অন্ধকার থাকতেই শিলিগুড়ির দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। অঘোরবাবু খানিক আগে শহরের মধ্যেই কোনও কাজে গিয়েছেন।

হতাশ হল অর্জুন। ভোলা মহারাজের আকস্মিক চলে যাওয়ার কারণ ভেবে পাচ্ছিল না।

চিঠি এল রেস্টি থেকে। সামনের সোমবার সকাল দশটায় অর্জুনের ইন্টারভিউ। মা বললেন, "এখনও দু'দিন সময় আছে। জেনারেল নলেজের বইগুলো নিয়ে বোস। অনেকদিন ওদের সঙ্গে তোর তো কোনও সম্পর্ক নেই।"

অর্জুন হাসল, "পৃথিবীর কোথায় কখন কী ঘটে গেছে, ঘটছে, দু'দিনে আমি কী করে তা মুখস্থ করব? তা ছাড়া বই-এ নেই এমন বিষয় নিয়ে যদি প্রশ্ন করে? তার চেয়ে যা জানি তার মধ্যে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব, নইলে বলব, জানি না।"

চায়ের দোকানে বসে জগুদা তাকে সমর্থন করলেন,

www.boiRboi.blogspot.com

"জামাইঠকানো প্রশ্ন করলে বুঝবে তোমাকে চাকরিটা দিতে চায় না।"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কীরকম?"

"ধরো, তোমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের মহাকাব্যে এমন একজনের নাম বলো যাকে সিকিউরিটিম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু কাজটা করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। কী জবাব দেবে?"

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। ভাবতে চেষ্টা করল। তার সুযোগ দিলেন না জগুদা, "ভেবে লাভ নেই শ্রীমান লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র যখন সোনার হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন তখন গণ্ডি কেটে সীতাকে তার মধ্যে থাকতে বলেছিলেন আর ছোটভাইকে বলেছিলেন পাহারা দিতে যাতে বাইরের কেউ এলে সীতাকে বিরক্ত না করে। সিকিউরিটি অফিসার লক্ষ্মণ সেই ডিউটি ঠিকঠিক না করায় রাবণ সীতাকে হরণ করতে পেরেছিল। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সিকিউরিটিম্যান হিসেবে ব্যর্থ। এরকম প্রশ্ন করলে স্বয়ং বাল্মীকি জবাব দিতে পারতেন না। অতএব ভেবে লাভ নেই।"

চালসায় পৌঁছতে বড়জোর একঘণ্টা সময় লাগে। তিস্তা পেরিয়ে দোমহনি হয়ে লাটাগুড়ির রাস্তায় সাতসকালে বাইকে উড়ে যেতে বেশ ভাল লাগছিল। গোরুমারা ফরেস্টের পাশের রাস্তাটা খুব নির্জন। মসৃণ পিঠের রাস্তাটার দু'পাশে ঘন জঙ্গল, কোনও লোকবসতি নেই। একটা বাঁক ঘুরতেই প্রাণপণে ব্রেক চাপল অর্জুন। ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা বিশাল চেহারার হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। হাতিটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময় যদি হাতিটা তেড়ে আসে তা হলে বাঁচার জন্য দৌড়নো ছাড়া কোনও উপায় নেই। অর্জুন নড়ছিল না। হাতিটাও দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। এবং তখনই অর্জুন দেখতে পেল, রক্তের ধারা নেমে এসেছে হাতির মাথার একটু নীচ থেকে। বেশ আহত হয়েছে হাতিটা। মিনিটদুয়েক বাদে হাতিটা টলতে টলতে জঙ্গলে ঢুকে গেল। যেহেতু শরীরে কোনও অস্ত্র বিঁধে নেই তাই কেউ ওকে গুলি ছুড়ে আহত করেছে।

চালসায় পৌঁছে অর্জুন সোজা চলে গেল ফরেস্ট অফিসে। রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করে আহত হাতির কথা জানাল। শোনামাত্র ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক কোন জায়গায় সে হাতিকে দেখেছে জেনে নিয়ে জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে টেলিফোনে রিপোর্ট করলেন। এখনই ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে হাতিটিকে ঘুম পাড়িয়ে ওর ক্ষত পরীক্ষা করতে হবে, চিকিৎসা শুরু হবে। কিন্তু হাতি সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করে। এর সঙ্গীরা কোথায় গেল? অন্য হাতিদের আওয়াজ যখন অর্জুন শোনেনি তখন এই হাতি কি একা? হাতি একা ঘোরে যখন তার মস্তিষ্ক অসুস্থ হয়!

রেস্টির হদিস নিয়ে ফরেস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল অর্জুন। হাতিটা সুস্থ না অসুস্থ এ নিয়ে ওরা গবেষণা করুক, কিন্তু অর্জুনের মনে হল আহত হাতিটা রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সাহায্যের আশায়। যদিও মানুষ তাকে আহত করেছে তবু ও জানে মানুষই তাকে সুস্থ করতে পারে।

রেস্টি সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না অর্জুনের। চালসার জনবসতির একটু ওপরে বিশাল জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে রিসর্টটি। চারপাশ উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। চওড়া লোহার গেটে পাহারাদার। গেট থেকে মোরামের পথ চলে গেছে ভেতরে। দু'পাশে ফুলের বাগান। ব্যাডমিন্টন এবং টেনিসের কোর্ট। বাগানের ডানদিকে ছোট ছোট দোতলা কটেজ। বাঁ দিকে ইউ প্যাটার্নের দোতলা যার সামনেই সুইমিং পুল। অফিস ঘরটিতে ঢুকে অর্জুন দেখল দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। এঁদের ভাবগতিক বলে দিচ্ছিল যে এঁরা এখানে নবাগত। এইসময় একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা ভেতরের দরজা থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, "ইয়েস!"

অর্জুন রেস্টি থেকে পাঠানো চিঠিটা ভদ্রমহিলার হাতে দিল। তিনি সেটা দেখে বললেন, "প্লিজ এখানে বসুন, এখনই আপনাকে ডাকা হবে।"

দেওয়ালে সুদৃশ্য ওয়াল পেপারে ঘন জঙ্গলের মাঝখানে বয়ে যাওয়া ঝরনার ছবি। অর্জুন চেয়ারে বসল। টেবিলের ওপর রাখা একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। হঠাৎ পাতাটা চোখে পড়ল। কাগজটা ছাপা হয়েছে দিল্লি থেকে। দেরাদুনের একটি সংস্থা জানাচ্ছে অসাধু প্রমাণিত হওয়ায় তারা কয়েকজন কর্মীকে বিতাড়িত করেছে। তাদের নামে এফ আই আর করাও হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা আত্মগোপন করে রয়েছে। কেউ যদি সন্ধান পান তা হলে দেরাদুন পুলিশ বা সংস্থার ঠিকানায় যেন খবর দেন। নীচে চারজনের ছবি। চারজনেরই মুখে দাড়ি। মাথায় পাগড়ি না থাকায় পাঞ্জাবি কি না বোঝা যাচ্ছে না। পঁয়তাল্লিশ থেকে তিরিশ হচ্ছে ওদের বয়স।

অর্জুন হাসল। এরা দাড়ি কামিয়ে ফেললে কীরকম চেহারা দাঁড়াবে? এদের কারও চোখে চশমা নেই, কপালে কোনও দাগ নেই। ছবি ছাপা হয়েছে জানলে ওরা নির্ঘাত দাড়ি কামিয়ে ফেলবে এবং সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়বে না। চারজনের একজনের চোখের মণি কটা। সে কাগজটার ছাপার তারিখ দেখল। ছ' মাস আগে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এমনও তো হতে পারে এই ছ' মাসের মধ্যে ওরা ধরা পড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা ওপাশের এক ভদ্রলোককে ডেকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছেন। অর্জুন দেখল দ্বিতীয়জন একটু অস্থির হয়ে পড়েছে। চোখাচোখি হতেই লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি মিলিটারি না পুলিশ?"

"এই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন তো? তা হলে ওটাই কোয়ালিফিকেশন।"

"না। আমি কোনওটাই নই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা!" লোকটি এমনভাবে বলল যেন পথের বাধা কমে গেল।

একটু পরে প্রথম লোকটি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কোনও কথা না বলে চলে গেল। মহিলা দ্বিতীয়জনকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। অর্জুনের মনে হল এখানে আসাটা পণ্ডশ্রম হবে। সিকিউরিটির ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে সে কোনও টেকনিক্যাল জবাব দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় লোকটি বেরিয়ে গেলে মহিলা এসে মাথা নেড়ে তাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। অর্জুন উঠল। মহিলাকে অনুসরণ করে একটা প্যাসেজ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল সে। একটা পরদা ফেলা দরজার সামনে পৌঁছে মহিলা তাকে হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বলল। পরদা সরাল অর্জুন।

একটা লম্বা টেবিলের পেছনে তিনজন বসে আছেন। দেখলেই বোঝা যায় একই পরিবারের মানুষ। আশি থেকে তিরিশ এঁদের বয়স। পোশাক ধোপধুরস্ত। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "ভেতরে আসতে পারি?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "আসুন।"

পৌঢ় বললেন, "বসুন।"

তিনজনেই সামনে খুলে রাখা ফাইলের দিকে তাকালেন। বৃদ্ধ মুখ তুললেন, "আপনি অর্জুন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার বায়োডেটায় লেখা রয়েছে আপনি সত্যাসন্ধানী। তার মানে আপনি কি গোয়েন্দা?"

"না। আমি রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করি। যা সত্যি তাই খুঁজতে চাই।" অর্জুন বলল।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কতদিন এই প্রফেশনে আছেন?"

"অনেক বছর। প্রথমে আমি একজনের সহকারী ছিলাম।"

"কার?"
"অমল সোম। তিনি বাইরে চলে যাওয়ার পর একাই—।" অর্জুন [illegible] করল না।
এবার যুবক জিজ্ঞাসা করল। "সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে আপনার কি অভিজ্ঞতা আছে?"
মাথা নাড়ল অর্জুন,"না। নেই।"
"তা হলে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন কেন?" যুবকের গলায় বিস্ময়।
"আমি অ্যাপ্লাই করিনি। ওই ফর্ম আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। পাওয়ার পর ভাবলাম যতদিন ভাল লাগবে ততদিন চাকরিটা পেলে করতে পারি। আর-কাজটা যদি পাই তা হলে ঠিকঠাক করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।" অর্জুন সহজ গলায় বলল।
যুবক প্রৌঢ়ের দিকে তাকাল, "এটা কী করে সম্ভব? ইনি অ্যাপ্লাই না করে ফর্ম পেলেন কী করে? ফর্ম ওঁর কাছে কে পাঠাল?"
প্রৌঢ় বললেন, "স্পেশ্যাল কেস হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এই ভদ্রলোক উত্তর বাংলায় রহস্য সমাধানকারী হিসেবে অত্যন্ত বিখ্যাত। [illegible]য়েল অর্জুন, সাধারণত সিকিউররিটিম্যান হিসেবে মিলিটারি ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত অফিসারদের রাখা হয়। আমাদের রেস্টির আয়তন কম নয়। আগামী সোমবার গভর্নর আসবেন উদ্বোধন করতে। দুইজন অতিথির জন্যে আমরা তৈরি। যাঁরা এখানে থাকবেন তাঁদের নিরাপত্তা এবং রেস্টির সুনাম বজায় রাখার দায়িত্ব আমরা কর্নেল বাসুর ওপর দিয়েছি। কিন্তু বাসুর বয়স হয়েছে। তিনি আর্মি থেকে অবসর নিয়েছেন বারো বছর আগে। কিন্তু এখনও অত্যন্ত কার্যক্ষম। আমরা ওঁকে সাহায্য করার জন্যে একজন তরুণকে চাইছি।"
অর্জুন চুপ করে থাকল। এই ব্যাপারটা তার জানা ছিল না।
বৃদ্ধ বললেন, "আপনাকে ফর্ম পাঠানো হয়েছে আমার নির্দেশে। মাসখানেক আগে আমি আমেরিকায় ছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে রেস্টি নিয়ে কথা হয়। তিনিই আমাকে আপনার নাম রেফার করেন, ঠিকানাও দিয়েছিলেন। দেখলাম তিনি আপনার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করেন। ভদ্রলোককে সবাই মেজর বলে জানে।"
অর্জুন কৌতূহলী হয়ে শুনছিল। এবার হেসে মাথা নাড়ল।
প্রৌঢ় বললেন, "আপনি আমেরিকা এবং লন্ডনে গিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। তা ছাড়া মেজর যখন আপনাকে রেকমেন্ড করেছেন আমরা আর চিন্তা করছি না। কর্নেল বাসুর নেতৃত্বে আপনি কাজ শুরু করুন। প্রথম পনেরো দিন দেখে আপনাকে কনফার্ম করা হবে।"
অর্জুন তাকাতে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ হাসলেন, কিন্তু যুবক গম্ভীর হয়ে রইল।
প্রৌঢ় বৃদ্ধকে নিচু গলায় কিছু বলতে তিনি মাথা নাড়লেন। প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন, "চলুন, আমি আপনাকে রেস্টি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।" টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে উনি বেরিয়ে আসতেই অর্জুন বৃদ্ধকে নমস্কার করল, যুবকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।
ঘরের বাইরে এসে প্রৌঢ় বললেন, "এইটে হল রেস্টির ম্যাপ। কিপ দিস উইদ ইউ।"

আধঘণ্টা ধরে এই বিশাল আধুনিকতম রিসর্টটি ঘুরে দেখে অর্জুন সত্যি অবাক হয়ে গেল। এই উত্তরবাংলায় যেখানে কোনও ভাল হোটেল শিলিগুড়ি শহরের বাইরে নেই সেখানে এমন আয়োজন চোখ ধাঁধিয়ে দেবেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এইরকম নির্জনে এত টাকা খরচ করে রিসর্ট তৈরি করলেন কেন এঁরা? যতই প্রচার করুন কে এসে থাকবে এখানে? উত্তরবাংলায় এই অঞ্চলে যদি টুরিস্টরা এসে থাকতে চাইত তা হলে ছোটখাটো হোটেল নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে যেত।
"গুড মর্নিং স্যার!"
গলার স্বর শুনে পেছনে তাকাল ওরা। অর্জুন দেখল মেদহীন শরীরের এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে মিলিটারি কায়দায় দাঁড়ালেন। প্রৌঢ় বললেন, "গুড মর্নিং।"
"গুড মর্নিং স্যার।"
"কর্নেল বাসু, এই তরুণটির নাম অর্জুন। এর কথা আপনাকে বলেছি।"
কর্নেল বাসু অর্জুনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, অর্জুন একটু হাসল।
"আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন।" প্রৌঢ় বললেন, "অর্জুন যাওয়ার আগে দেখা করবেন।" প্রৌঢ় ফিরে গেলেন সোজা হয়ে।
কর্নেল বাসু বললেন, "ওয়েল জেন্টলম্যান, আমরা আবার ঘরে গিয়ে কথা বলতে পারি।"
কর্নেল বাসুর ঘরে ঢুকে অর্জুন দেখল দেওয়াল জুড়ে রেস্টির ছবি, যার দিকে তাকালে এই রিসর্টের সমস্ত আনাচকানাচও দেখা যাবে। কর্নেল বাসু বললেন, "সিট ডাউন প্লিজ।"
টেবিলের উলটো দিকে বসল অর্জুন। কর্নেল বাসু বললেন, "আমি শুনেছি আপনি একজন রহস্যসন্ধানী এবং এ-ব্যাপারে বেশ সাকসেস পেয়েছেন। বিদেশেও গিয়েছেন। সিকিউরিটি জবের সঙ্গে রহস্যসন্ধানের সম্পর্ক কিছুটা থাকলেও ফারাক অনেক। তবু বোর্ড অফ ডিরেক্টার্স চান আপনাকে নিয়ে আমি কাজ শুরু করি। আপনার কোনও পুলিশ বা মিলিটারি ট্রেনিং নেই। তাই তো?"
"হ্যাঁ।"
"আমি মিলিটারি ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত, সিভিলিয়ানদের সঙ্গে কাজ করতে খুব অসুবিধে হয়। আমাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হত তা হলে আপনাকে আমি সুযোগ দিতাম না। কিছু মনে করবেন না। আমি সত্যি কথাটাই বললাম।" গম্ভীর হলেন কর্নেল বাসু।
"ধন্যবাদ।" অর্জুন বলল।
"যা হোক, এই রিসর্টের ভিজিটার্স, এমপ্লয়িজ, এস্টাব্লিশমেন্টের সিকিউরিটির ব্যাপারে আমি একটা মাস্টার প্ল্যান করেছি। তার একটা পার্ট দেখার দায়িত্ব আপনাকে দেব। আপনাকে দু'বেলা আমার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আমার স্টাফদের ইতিমধ্যে রিক্রুট করা হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত এবং কর্মঠ।" কর্নেল বাসু বোতাম টিপতেই সামনের দেওয়ালে সাজানো মনিটারগুলো চালু হয়ে গেল। সেখানে এই রিসর্টের সর্বত্র কী ঘটছে তা দেখা যাচ্ছে।
কর্নেল বাসু বললেন, "ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করবে কিন্তু সেটা দেখার দায়িত্ব নিতে হবে। ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর ভিজিটার্সরা কী করছেন তা আমরা জানতে পারি না এবং চাই না। কারণ কারও প্রাইভেসিতে নাক গলানো অন্যায়। আপনি কবে জয়েন করছেন?"
"আমি জানি না। আমি এখনও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাইনি।"
"এতক্ষণে বোধ হয় তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনাকে নিশ্চয়ই সোমবারের আগেই জয়েন করতে বলা হবে। আশা করি আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব। হাত বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল বাসু করমর্দনের জন্যে। হাতে হাত মিলিয়ে উঠে দাঁড়াল অর্জুন। তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।
লম্বা করিডর। চারপাশ শব্দহীন। সামনের সোমবার এই রিসর্ট চালু হবে। গর্ভনরসাহেব যখন উদ্বোধন করতে আসছেন তখন বোঝাই যাচ্ছে রেস্টির মালিকদের ক্ষমতা কতখানি। বাঁ দিকে তাকাতেই অর্জুনের মনে হল কেউ যেন ঝট করে আড়ালে চলে গেল। কেউ তাকে লক্ষ করছিল এবং তার দৃষ্টির সামনে দাঁড়ানো পছন্দ করেনি। এখানে এরকম কে থাকতে পারে।
আরও আধঘণ্টা বাদে অর্জুনের বাইক চালসা বাসস্ট্যান্ডে এসে যখন থামল তখন তার পকেটে একটা খাম। খামের ভেতর ভাঁজ করা

সুদৃশ্য কাগজে তাকে জানানো হয়েছে রেস্টি কর্তৃপক্ষ তাকে ডেপুটি সিকিউরিটি ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ করতে চান। প্রথম পনেরো দিনের কাজের খতিয়ান দেখে পাকা চুক্তি হবে। তাকে বিনামূল্যে থাকার জায়গা, খাবার দেওয়া হবে। পনেরো দিনের পর তার মূল্যায়ন করার পর প্রতি মাসে কুড়ি হাজার টাকার শর্তে দু'বছরের জন্য চুক্তি করা হবে। কোম্পানি যদি চায় তাকে দু'মাসের নোটিস দিয়ে বরখাস্ত করতে পারে, আবার প্রয়োজন বোধ করলে সে-ও দু'মাসের নোটিস দিয়ে কাজটা ছেড়ে দিতে পারে। সে যদি কাজটা নিতে ইচ্ছুক হয় তা হলে আগামীকাল বিকেল তিনটের মধ্যে যেন অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার নিয়ে রেস্টিতে চলে আসে।

চালসা বাসস্ট্যান্ড তিন রাস্তার মোড়ে। ওদিকে নাগরাকাটা, এদিকে ময়নাগুড়ি আর ওপাশে মালবাজার। বেশ জমজমাট জায়গা। বাইক থেকে নেমে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে এক কাপ চা দিতে বলল অর্জুন। এখন প্রায় দপুর। কিন্তু তার গলা শুকিয়ে গেছে।

এইসময় একটা বাস ময়নাগুড়ির দিকে থেকে এল। লোকজন নামছে। সেই ভিড়ে উপেনকে দেখতে পেল অর্জুন। একটা কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ নিয়ে উপেন একটু ফাঁকায় আসতেই খাটো চেহারার রোগা একটি লোক তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। উপেন তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ জানাল। লোকটি সোজা হয়ে গদগদ ভঙ্গিতে কিছু বলতে লাগল আর উপেন মাতব্বরের মতো মাথা নাড়ছিল। এই সময় উপেনের নজর পড়ল অর্জুনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পা চালিয়ে কাছে এল, "শুনেছেন?"

"কী?"

"অঘোরবাবু ফরসা হয়ে গিয়েছেন।"

"বুঝলাম না।"

"হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শরীরে বিষক্রিয়া। ডাক্তাররা কিছু করতে পারেনি।"

"এটা কখন হল?" অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"এই তো, আসার আগে শুনলাম।"

অঘোরবাবুকে বিষ দিয়ে কে মারল? অর্জুন মানুষটার মুখ মনে করল। অল্প আলাপেই তার উপকার করেছেন ভদ্রলোক।

উপেন বলল, "সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলেন, ওই ভোলা মহারাজ দু'নম্বরি মাল।"

ধাক্কা খেল অর্জুন। উপেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কত নম্বরি মিথ্যে কথা?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করল উপেন, "ছি ছি। মানুষের জীবন নিয়ে মিথ্যে কথা বলব কেন? নিজের কানে সব শুনে এলাম। তা আপনি এখানে?"

"কাজে এসেছিলাম।" চায়ের দোকানের ছেলেটা কাপ নিয়ে এল।

"চা খাচ্ছেন?" উপেন হাসল।

"খাবেন?"

"যখন বলছেন তখন না বলি কী করে?"

অর্জুন ছেলেটাকে ইশারা করল কাপ উপেনকে দিতে। উপেন সেটা নিয়ে বলল, "আপনি?"

"আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি যেন কোথায় থাকেন?"

"যে যেখানে ডাকে। আজ ওদের ওখানে ধর্মসভা। থাকা-খাওয়া পঞ্চাশ টাকা।" চায়ে চুমুক দিল উপেন। দাম দিয়ে বাইকে উঠল অর্জুন। বেঁটে রোগা লোকটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ব্রেক চেপে দাঁড়াল, "আপনাদের জায়গাটার নাম কী?"

"আজ্ঞে, খুনিয়ার মোড়।"

অর্জুন দাঁড়াল না। যে লোক নিজের কাছেই মিথ্যে বলে তাকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। ভোলা মহারাজের কথকতার পর রাত্রেই ট্রাক ধরে নাগরাকাটায় চলে যাবে বলেছিল উপেন, যায়নি। হয়তো গিয়ে দেখাব অঘোরবাবু বহাল তবিয়তে আছেন। দু'পাশে জঙ্গল, মাঝখানে রাস্তা। ছুটন্ত বাইকে বসে অর্জুন সেই জায়গাটা পেরিয়ে এল যেখানে আহত হাতি দাঁড়িয়েছিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন বা গাড়ি চোখে পড়ল না।

কদমতলার মোড়ে পৌঁছে অর্জুন দেখল চায়ের দোকানের সামনে বেশ ভিড়। উত্তেজিত কথাবার্তা চলছে। তাকে দেখে জগুদা বেরিয়ে এলেন, "শুনেছ?"

তা হলে উপেন সত্যি কথাই বলেছে। সে মাথা নাড়ল।

জগুদা বললেন, "শুনলাম দুটো লোক গতকাল সন্ধ্যায় গিয়েছিল অঘোরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তারা বেশ উত্তেজিত ছিল। কাজের লোকজন শুনেছে ওরা ভোলা মহারাজের নাম বারংবার বলছিল, অঘোরবাবুকে শাসাচ্ছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর ভদ্রলোক আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন।"

"বিষ খেয়ে?"

"হ্যাঁ, বিষই বলতে পারো। প্রচুর ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। সেগুলোর খালি পাতা বাড়িয়ে কারও নজরে পড়ায় ওঁকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।"

"পোস্টমর্টেম কখন হবে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"তার মানে?"

"এরকম মৃত্যু হলে পোস্টমর্টেম তো করবেই।"

"কী বলছ তুমি?" জগুদা খুব রেগে গেলেন, "জীবিত মানুষের পোস্টমর্টেম হয় নাকি?"

"তার মানে?" অর্জুন হতভম্ব, "অঘোরবাবু মারা যাননি?"

জগুদা তাকালেন। "তোমার গায়ে উপেনের হাওয়া লাগল নাকি?"

"ভগবান!" মাথা নাড়ল অর্জুন, "চালসায় উপেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা মিথ্যে কি না? উপেন বলেছিল, মানুষের জীবন নিয়ে সে কেন মিথ্যে বলবে। ইস্, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হল। এখন কেমন আছেন উনি?"

"একটু ভাল, তবে এখনও পুরো জ্ঞান ফেরেনি।"

"কেন ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন?"

"জানি না ভাই। যাকগে, তোমার ইন্টারভিউ কীরকম হল?"

"হল। ওরা টেম্পোরারি অ্যাপয়ন্টমেন্ট দিয়েছে। তবে চাকরিটা হচ্ছে সহকারী সিকিউরিটি অফিসারের। মাথার ওপরে একজন রিটায়ার্ড কর্নেল আছেন।"

জগুদা বললেন, "এ তো ভালই হল। এই কাজে তোমার যখন অভিজ্ঞতা নেই তখন ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। কী বলে এলে?"

"কিছু বলিনি। এখন ভাবছি।"

"আরে! ভাবছ কেন? কিছু ভাবার নেই।"

"ধরুন, আমার কাজ ওদের ভাল লাগল, আমারও কাজটা করতে পছন্দ হল। তারপর কী হবে? ওই বাঁধাধরা চাকরি, যেখানে কোনও বৈচিত্র্য নেই, একঘেয়ে জীবন কাটানো, কতদিন সম্ভব? শুধু ভবিষ্যতের কথা ভেবে জীবনের সব অ্যাডভেঞ্চার, সব স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হবে আমাকে?" বলতে বলতে মাথা নাড়ল অর্জুন।

"দ্যাখো, এই চাকরিতেও অ্যাডভেঞ্চার বা থ্রিল আছে কি না দেখার জন্যে তোমার ওখানে জয়েন করা উচিত। অভিজ্ঞতাও হবে।" জগুদা বললেন।

চাকরি হয়ে গিয়েছে শুনে মা খুব খুশি। তবে অর্জুনকে ওখানেই থাকতে হবে, ছুটিছাটার কথা ছেলে জিজ্ঞাসা করে আসেনি, প্রথম দিকে ছুটি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাই মনটা একটু বিষণ্ণ হয়েছিল! পরক্ষণেই মনে হল, ছেলে যেরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সত্য উদ্ঘাটন

www.boiRboi.blogspot.com

...তে যায় তা এই চাকরি নিলে আর থাকবে না। চালসা থেকে জলপাইগুড়ির দূরত্ব এত কম যে, ইচ্ছে হলেই তিনি সেখানে গিয়ে ...কে দেখে আসতে পারেন।

মাকে খুশি হতে দেখে অর্জুন তার মনের কথা বলতে পারল না। ...ক্ষেত্রে অমলদার উপদেশ শোনাই ঠিক হবে বলে মনে হল তার। হঠাৎ ...পেনের কথা মনে আসতেই হাসি পেল। সেই সঙ্গে উষ্ণও হল। এ ...রকম রসিকতা। অবশ্য লোকটা যে রসিকতা করার জন্য করেছে তা ...নে হয়নি। মিথ্যে বলতে এমন অভ্যস্ত যে, কল্পনাকে সত্যি বলে মনে করে।

কিন্তু অঘোরবাবু হাসপাতালে এবং তাঁর জ্ঞান এখনও ফেরেনি। কিন্তু দুটো লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর অঘোরবাবুর মতো বিচক্ষণ মানুষ কেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন? অর্জুনের মনে হল, তার হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

বিকেলে সে হাসপাতালে এল। শহরের কিছু গণ্যমান্য মানুষ বাইরে অপেক্ষা করছেন। অঘোরবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন বলে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। ওঁর আত্মীয়স্বজনদের সে চেনে না। তারা নিশ্চয়ই এই ভিড়ের মধ্যে রয়েছে।

"আরে, অর্জুন রায়, আপনি এখানে! কেউ অসুস্থ?" গলায় স্টেথো ঝোলানো এক তরুণ ডাক্তার হেঁটে যেতে যেতে দাঁড়ালেন।

অর্জুন তাঁকে চিনতে পারল। এর আগে দু-তিনবার দেখা হয়েছে। সে এগিয়ে গেল, "অঘোরবাবুকে দেখতে এসেছিলাম।"

"অঘোরবাবু! ও। এর মধ্যে রহস্য আছে নাকি?"

"কেউ যখন আত্মহত্যা করতে চায় তখন তার পেছনে কোনও-না-কোনও রহস্য থাকেই। ওঁর জ্ঞান কি ফিরেছে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল?

"দেখা করবেন?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

"যদি অসুবিধে না হয়—!"

"আসুন।"

ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটতে লাগল অর্জুন। পেছনের দরজা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। ডাক্তার বললেন, "ওর জ্ঞান দুপুরেই ফিরেছে। পুরো ব্যাপারটা ওঁকে বেশ লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। নিজেই আমাদের অনুরোধ করেছেন সবাইকে বলতে যে উনি ঘুমোচ্ছেন। অন্তত আজ উনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না।"

"তা হলে আমি।"

"আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক ভাল, নইলে আসবেন কেন? আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি।" ডাক্তার কেবিনে চলে গেলেন।

অর্জুন অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে একজন নার্স তাকে চিনতে পেরে সহকর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দূর থেকেই উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন অর্জুনের দিকে। ডাক্তার ফিরে এলেন, "যান। একটু পরে থানা থেকে অফিসার আসবেন, তার আগে কথা বলে নিন।"

অর্জুন কেবিনে ঢুকে অঘোরবাবুর দিকে তাকাতেই বেশ অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকের কী চেহারা হয়ে গেছে। রীতিমত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওঁকে। চোখের তলা ফোলা। শুয়ে ছিলেন, অর্জুনকে দেখে ক্লান্ত গলায় বললেন, "আসুন।"

"কথা বলতে অসুবিধে হলে বলবেন না।" অর্জুন কাছে গেল।

"না। বসুন। ওবেলায় পুলিশ আসতে চেয়েছিল, তখন ঠেকিয়েছি। এবেলায় আসতে কথা তো বলতেই হবে।" হাত নেড়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন অঘোরবাবু।

চেয়ার টেনে বসল অর্জুন। অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আত্মহত্যা করতে চাওয়া নাকি আইনের চোখে অপরাধ, এর জন্যে কী শাস্তি হতে পারে বলুন তো?"

অর্জুন হাসল, "এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?"

ম্লান হাসলেন অঘোরবাবু। তারপরেই মনে পড়ে যাওয়ায় বেশ উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, "আপনি তো রহস্যের সমাধান করেন, তাই না? আপনি আমায় সাহায্য করবেন?"

"নিশ্চয়ই। আমি চেষ্টা করব।"

"তা হলে প্রথমে বলুন, পুলিশকে আমি কী বলব?"

"যা ঘটেছিল তাই বলবেন।"

"না।" মাথা নাড়লেন অঘোরবাবু, "সেটা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

অঘোরবাবু ঠোঁট কামড়ালেন। ঠিক তখনই নার্স কেবিনে এল, "পুলিশ অফিসার এসেছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

মাথা নাড়লেন অঘোরবাবু। নার্স বেরিয়ে যেতে বললেন, "আপনি চলে যাবেন না। ওই চেয়ারে বসুন।"

অর্জুন চেয়ার বদল করতে সেকেন্ড অফিসার ঢুকলেন। অর্জুনকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, "আপনি এখানে?"

"আমরা পরিচিত।" অর্জুন হাসল।

অফিসার অর্জুনের ছেড়ে আসা চেয়ারে বসলেন, "কেমন আছেন?"

অঘোরবাবু মাথা নাড়লেন। ঠিক কী বললেন বোঝা গেল না।

"কর্তব্য পালন করতে আসা, বুঝতেই পারছেন। আপনি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্যে। কেন?" অফিসার নোটবুক খুলে কলম বের করলেন।

"আত্মহত্যা করতে চাইনি। ওটা অ্যাকসিডেন্ট।" অঘোরবাবু বললেন।

"মানে!" অফিসার হতভম্ব।

"ক'দিন থেকে ভাল ঘুম হচ্ছিল না বলে বলে একটু বেশি খেয়েছিলাম। ডোজটা বুঝতে পারিনি বলে এই অবস্থা।" হাসলেন অঘোরবাবু।

"কিন্তু আমরা শুনলাম গতকাল দু'জন অচেনা লোক আপনার বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা করেছিল, আপনাকে শাসিয়েছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর আপনি ঘুমের ওষুধ খান। ওরা কারা?" অফিসার চোখ ছোট করলেন।

"দু'জন লোক দেখা করতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে নয়, ভোলা মহারাজের সঙ্গে। ওঁকে না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন তাঁরা। কেউ আমাকে শাসায়নি, ঝামেলা করেনি। ওঁদের আমি চিনি না।" বললেন অঘোরবাবু।

"আপনার বাড়িতে ভোলা মহারাজ অতিথি হিসেবে ছিলেন। তাঁর কোনও কথা বা কাজে বিরূপ হয়ে কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?"

"অফিসার, আপনাকে আমি বলেছি যে, আত্মহত্যা করার জন্যে যে কারণগুলো ঘটে তা আমার ক্ষেত্রে ঘটেনি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

"না। ঠিক আছে। প্রয়োজন হলে পরে যোগাযোগ করব।" অফিসার উঠে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অঘোরবাবু চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। শায়িত অবস্থায় জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "অন্যের প্রাণ তো নয়, নিজের প্রাণ নিয়ে কিছু করার ক্ষমতা সভ্য মানুষের নেই।"

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল অর্জুন। এবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি তা হলে ঠিক যা ঘটেছিল তা পুলিশকে জানালেন না?"

ধীরে ধীরে উঠে বসলেন অঘোরবাবু। বালিশে হেলান দিয়ে বললেন, "না। বলিনি। পুলিশকে বলা মানে অনর্থক ঝামেলা ডেকে

www.boiRboi.blogspot.com

আনা।"

রহস্যের গন্ধ বেশ জমজমাট। অর্জুন বিছানার পাশের চেয়ারে এসে বসল, "তা হলে আপনি আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন?"

"গতকাল দুটো লোক এসেছিল আমায় কাছে। তাদের কখনওই দেখিনি আমি। নিজেদের পরিচয় দিল ভোলা মহারাজের শিষ্য বলে। মহারাজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যরা এসেছে জেনে আমি সানন্দে তাদের বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম। ওরা আমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইল। ঘরে এসে ওরা বলল ভোলা মহারাজের আশ্রমের জন্যে আমি দশ লক্ষ টাকা দান করব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেটা চেকের বদলে ক্যাশে দিতে হবে। শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ওরকম কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। তখন ওরা একটা কাগজ দেখাল। এফিডেভিট করে যেরকম কাগজে, সেরকম কাগজ। তাতে ইংরেজিতে টাইপ করা হয়েছে, যার বক্তব্য, আমি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে এ জন্মের যাবতীয় ঋণ শোধ করার জন্যে হিমাচল প্রদেশের গোমুখের ভোলা মহারাজের আশ্রমে দশ লক্ষ টাকা আগামী দশদিনের মধ্যে দান করার অঙ্গীকার করলাম। যেহেতু গোমুখে চেক ভাঙাবার সুবিধে নেই তাই টাকাটা এক হাজার টাকার নোটেই দিতে চাই। তলায় আমার সই।" অঘোরবাবু ঘটনাটা বলে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগলেন।

"আপনার সই?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি করিনি। অবিকল আমার সই। ওই সই চেকে দেখলে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করবে না।"

"এই ডিক্লারেশন আপনার নয়?"

"না। এরকম কথা ভোলা মহারাজের সঙ্গে হয়নি।"

"আপনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন?"

"করেছি। ঝগড়া হয়েছিল। এই স্টেটমেন্টটাকে ওরা এফিডেভিট করিয়েছে।"

"অর্থাৎ আমি আইনকে সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার করেছি।"

"আশ্চর্য। এফিডেভিট করতে তো কোর্টে যেতে হয়। নোটারি পাবলিকের কাছে করলেও তো হাজিরা দিতে হয়।" অর্জুন বলল।

"সেটাই নিয়ম এবং আইন। কিন্তু মফস্বলের কোর্টে জানাশোনা থাকলে অসুস্থতার বাহানা দেখিয়ে না গিয়েও অনেকে এফিডেভিট করিয়ে নিতে পারে। এখন তো সবই হয়।" অঘোরবাবু বললেন।

"ওরা আপনাকে কী বলল?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"শাসাল। আমার বিরুদ্ধে শুধু আইনের ব্যবস্থাই নেবে না, ভোলা মহারাজকে এনে শহরে নাম কিনেছি অথচ তাঁকে আইনসম্মতভাবে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দিচ্ছি না, এই খবর জনসাধারণকে জানিয়ে আমার মুখোশ খুলে দেবে। শুনে আমি বেশ আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। তারপরেই ফোনগুলো এল। তিনজন লোক পরপর ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন খবরটা সত্যি কি না। ব্যস, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল সমস্ত শহরের লোক আমার দিকে অবিশ্বাসের আঙুল তুলবে। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু মরলাম কোথায়।" অঘোরবাবুর গলায় বিষাদ।

অর্জুন ভাবল খানিক, তারপর বলল, "আপনাকে এরা কবে ছাড়বে?"

"সম্ভবত আগামীকাল।"

"আগামীকাল আমি আপনার বাড়িতে যাব। তার আগে কারও সঙ্গে আপনি ওই ব্যাপারে কথা বলবেন না।"

"কিন্তু এর মধ্যে তো শহরের সবাই জেনে যাবে।"

"আমার বিশ্বাস তা জানবে না।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

অঘোরবাবু অর্জুনের হাত জড়িয়ে ধরলেন, "ভাই, তোমার কথা অনেক শুনেছি। এই অল্প বয়সে তুমি নাকি অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছ। তুমি আমাকে বাঁচাও। পারিশ্রমিক বাবদ তুমি যা চাইবে তা আমি দেব।"

অর্জুন হাসল। তারপর ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

অমিত বাগচি শহরের খুব ব্যস্ত আইনজ্ঞ। সকালে বিকেলে তাঁর চেম্বারে ভিড় ঠাসা থাকে। রাত এগারোটার সময় ভদ্রলোক কাজ থেকে ওঠেন। অর্জুন সেসময় তাঁকে ফোন করল। অমিত বললেন, "আরে কী খবর?"

"আমি জানি আপনি এখন খুব ক্লান্ত।"

"তা একটু। কিন্তু তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো," অমিত হাসলেন।

"প্রথম কথা, কেউ যদি কোনও বক্তব্য কোর্টে এফিডেভিট করতে চায় তা হলে তাকে কি সেখানে থাকতে হবে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়ই। সেটাই আইন।"

"এ ছাড়া এফিডেভিট করা সম্ভব নয়?"

"অসম্ভব বলছি না। প্রভাবশালী উকিলকে বিশ্বাস করে ক্লায়েন্টের অনুপস্থিতিতেও এফিডেভিট করে দেন কর্মচারীরা। অবশ্য একথা ওঁরা স্বীকার করবেন না। তবে ব্যাপারটা চালু আছে। তা ছাড়া অজানা একটি মানুষকে সবাই নিয়ে গিয়ে যদি কোনও উকিল বলেন, ইনি এফিডেভিট চ্যালেঞ্জ করেন না," অমিত বললেন।

"কেন?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"কারণ একজন আইনজ্ঞ দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন বলেই ওঁরা ধরে নেন," অমিত বাগচি হাসলেন, "সমস্যা কী?"

"ধরুন, কেউ কোনও উকিলের সাহায্য নিয়ে কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করল আমার নামে। আমার সই হুবহু জাল করল। সেই এফিডেভিটে বলা হল আমি দশ লক্ষ টাকা কাউকে দেব বলে অঙ্গীকার করছি। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?" অর্জুন অঘোরবাবুর ঘটনাটাকে ঘুরিয়ে বলল।

"খুব সোজা। প্রথমে থানায় গিয়ে ডায়েরি করবে। জাল সই দিয়ে মিথ্যে এফিডেভিট করা হয়েছে বলে মামলা করতে হবে।"

"আর একটা এফিডেভিট করে আগেরটাকে বাতিল করা যায় না?"

"যায়। তার জন্যে আগাম নোটিস দিতে হবে। তা ছাড়া আগেরটা বাড়িতে করতে চাওয়া মানে সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। তাই না?"

"হ্যাঁ। তা হলে মামলা করা ছাড়া উপায় নেই।?"

"হ্যাঁ। প্রতিপক্ষ লড়ে যাবে। বিচারক হ্যান্ডরাইটিং স্পেশ্যালিস্টকে সই জাল কিনা পরীক্ষা করতে বলবেন। তিনি জাল বললে অভিযুক্তদের জেল হবেই। কিন্তু তিনি যদি তা না বলেন তা হলে তুমি মামলায় হেরে যাবে," অমিত বাগচি বললেন, "তোমার ক্ষেত্রে এমন কিছু হয়েছে নাকি?"

অর্জুন বলল, "না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক এরকম একটা চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলার পর আপনার কাছে যায়। আচ্ছা—।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে অর্জুন চোখ বন্ধ করল, অঘোরবাবু গভীর চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছেন।

অঘোরবাবুর বাড়ির সামনে যখন অর্জুন পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাড়ির গেটে দু'জন লোক পাহারায়। তারা জানাল বাবু সকালবেলায় বাড়িতে ফিরেছেন, কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব এখানে দাঁড়িয়ে কোনও লাভ নেই। অর্জুন অনেক চেষ্টার পর বোঝাতে পারল সে নিজের প্রয়োজনে আসেনি, অঘোরবাবুর অনুরোধেই আসতে হয়েছে। দু'জনের একজন

www.boiRboi.blogspot.com

ভেতরে বলে গেল। মিনিটপাঁচেক বাদে সেই লোকটাই দৌড়তে দৌড়তে এসে জানাল ভেতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। গেট খুললে অর্জুন ভেতরে ঢুকল। যেখানে উপদেশসভা হয়েছিল তার পাশে গাছের তলায় একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় পাহারাদার।

অঘোরবাবুর কাজের লোক তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আজ অঘোরবাবুকে অনেকটা তাজা দেখাচ্ছে। বললেন, "এসো, এসো। কী খাবে বলো?"

"কিছু না। আপনি দেখছি আজ বেশ ভাল মুডে আছেন!" অর্জুন বলল।

"বাড়িতে ফেরার পর ভাল লাগছে। যদি মরে যেতাম তা হলে তো এসব দেখতে পেতাম না। কিছু ভাবলে?" অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ। আপনাকে ওই এফিডেভিটকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করতে হবে। আপনার পরিচয় না দিয়ে আমি বিখ্যাত উকিল অমিত বাগচির সঙ্গে কথা বলেছি। মামলা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।" অর্জুন বলল।

"উনি কী বললেন? মামলায় জিতব?"

"লড়াই জোর হবে। ওরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে আপনি নিজে আদালতে গিয়ে এফিডেভিট করবেন, সইটা আপনার।"

"এটা তো একদম মিথ্যে কথা!" হতভম্ব অঘোরনাথ।

"কিন্তু মিথ্যেকে সত্যি করতে অনেক সাক্ষী আনা হবে। তারা আসবে নিজেদের স্বার্থে। তবে শেষ পর্যন্ত হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট যদি বলেন সইটা জাল, তা হলে আপনি জিতে যাবেন এবং ওরা জেলে যাবে।" অর্জুন বলল।

"যদি তিনি মনে করেন ওটা আমারই সই, তা হলে?"

"তা হলে কিছু করার নেই।" অর্জুন জানাল।

"আমার নিজের চোখেই জাল না আসল সই তাই আলাদা করতে পারছিলাম না। একেবারে নিখুঁত," মাথা নাড়লেন অঘোরবাবু, "হেরে যাব মামলায়।"

"এফিডেভিটের কপি কি ওরা দিয়ে গেছে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ।" অঘোরবাবু উঠে একটা ড্রয়ার থেকে এফিডেভিটের জেরক্স কপি বের করে অর্জুনকে দিলেন। অর্জুন সই দেখল। তারপর বয়ান পড়ল। পড়ে বলল, "আপনি নিশ্চিত এটা আপনার সই নয়?"

"নো। নট অ্যাট অল। আমি করিনি, ওরা করেছে।"

"কারা?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

এই সময় দরজায় শব্দ হল। অঘোরবাবুর কাজের লোক বিনীত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে একটা মুখবন্ধ খাম এগিয়ে ধরল।

www.boiRboi.blogspot.com

"এটা কী?"

"গেটের দারোয়ানের হাতে একজন দিয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে, যাও।" খাম খুললেন অঘোরনাথ। পড়ে এগিয়ে দিলেন অর্জুনকে। ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠি। তার বক্তব্য হল, 'মরে গেলে টাকাটা দ্রুত পাওয়া যেত। তাই মরে গিয়ে আপনি লাভবান হবেন না। অনুগ্রহ করে দাম নির্ধারণ করুন। এক, বেশি হয় তা হলে সাতদিনের মধ্যে টাকাটা রেডি করুন।' চিঠির তলায় কোনও নাম নেই, সই তো দূরের কথা।

অর্জুন ইংরেজি অক্ষরগুলোর দিকে চোখ রাখল। ছোট হাতের টি-এর মাথা ভাঙা। সে চট করে এফিডেভিট দেখল। না, এই দুটো এক টাইপরাইটারে টাইপ করা হয়নি। চিঠিটা বহু ব্যবহৃত পুরনো টাইপরাইটারে টাইপ করা হয়েছে।

"আমি এরকম আশঙ্কা হাসপাতালে শুয়েই করেছিলাম। তাই বাড়ি ফিরেই পাহারাদার বাড়িয়েছি। আমায় খুন করলেই ওরা এফিডেভিট দেখিয়ে টাকা পেয়ে যাবে।" অঘোরবাবু বললেন, "আচ্ছা আর একটা এফিডেভিট করে এটাকে বাতিল করা যায় না?"

"যায়। সেক্ষেত্রে আপনাকে স্বীকার করতে হবে এই সইটা জাল নয়।"

"ওঃ!" মাথা নাড়লেন অঘোরবাবু, "ওরা আমাকে মেরে ফেলবেই।"

অর্জুন বলল, "আমাকে ভাবার সময় দিন, আর এই বাড়ি থেকে একদম বের হবেন না।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

খপ করে ওর হাত ধরলেন অঘোরবাবু, "আমাকে তুমি বাঁচাও। আমাকে নিশ্চয়ই ওরা খুন করতে চাইবে। তুমি দায়িত্ব নাও।"

"আমাকে যে আজই চালসায় যেতে হবে।" অর্জুন হাত ছাড়িয়ে নিল।

"চালসা? কেন? কখন ফিরবে?"

"আপনার খেয়াল নেই। আপনি একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আমি চালসায় নতুন তৈরি হওয়া রিসর্টে চাকরির জন্যে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। গতকাল ইন্টারভিউ হয়েছে। আমাকে আগামীকাল জয়েন করতে হবে।" অর্জুন বলল।

"কী চাকরি?"

"আপাতত সহকারী সিকিউরিটি অফিসার।"

"এ কী! তোমাকে ওই চাকরিতে কি মানায়? পৃথিবীর বিখ্যাত গোয়েন্দাদের কথা বাদ দাও, আমাদের কিরীটি রায়, ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলুদা কি চাকরি করতেন? এই যে সুনাম অর্জন করেছ তা নষ্ট হয়ে যাবে অত সাধারণ চাকরি করলে। না, না, এরকম ভুল কোরো না।" অঘোরবাবু আপত্তি জানালেন।

অর্জুন হাসল, "সবাই চাইছেন আমি চাকরি করি। বিশেষ করে আমার মা। তাই ঠিক করেছি ওখানে গিয়ে কিছুদিন কাজ করে দেখব, তারপরে সিদ্ধান্ত নেব।"

"তার মানে এই দাঁড়াল, তুমি আমার কেসটা নিচ্ছ না। এই চাকরিতে তোমার মাইনে কত আমি জানি না। কিন্তু যদি তুমি আমার সমস্যা সমাধান করে দিতে পার তা হলে আমি তোমাকে তোমার ছ' মাসের মাইনে দিতে রাজি আছি।" অঘোরবাবু বললেন।

"আমাকে ওঁরা মাসে কুড়ি হাজার দেবেন বলেছেন।"

"তা হলে এক বছর, এক বছরের মাইনে যা হয় তা তুমি পাবে।"

"কিন্তু আমি যে সফল হব তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেক্ষেত্রে তো আপনার কোনও দায়িত্ব থাকছে না। কিন্তু আপনার সমস্যা আমাকে খুব আকর্ষণ করছে।" অর্জুনের হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল, "রিসর্টের নাম রেস্টি। বিত্তশালী মানুষদের বিশ্রাম এবং আরামের ভাল ব্যবস্থা আছে। জায়গাটা ঘেরা এবং সিকিউরিটিতে কোনও ফাঁকি নেই। যিনি আমার সিনিয়ার তিনি একজন এক্স মিলিটারি অফিসার। নিরাপত্তার কথা ভাবলে আপনি ওখানে নিশ্চিন্তে থাকে পারবেন।"

"আমি! ওখানে?" অঘোরবাবু অবাক, "কীভাবে?"

"ওটা একটা রিসর্ট। আপনি ওখানে একটা ঘর বুক করুন। আপনার যাবতীয় ব্যবসা এবং কাজকর্ম থেকে দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে ওখানে চলে আসুন। আগামী সোমবার গভর্নর আসবেন উদ্বোধন করতে। বোধহয় মঙ্গলবার থেকে জনসাধারণের জন্যে রিসর্ট খুলে দেওয়া হবে। আপনি মঙ্গলবারই চলে আসুন।" অর্জুন বলল।

"গভর্নর উদ্বোধন করবেন? তা হলে কি জায়গা পাব?"

"এখনও তো তেমন প্রচারিত হয়নি, আমি গিয়ে আপনার নামে ঘর বুক করতে পারি যদি আপনি রাজি থাকেন।" অর্জুন বলল।

"মঙ্গলবার! এখনও—!"

"এই কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হবেন না, ফোন ধরবেন না, চিঠি রিসিভ করবেন না। ঠিক আছে?" অর্জুন বলল, "ও হ্যাঁ, ওই এফিডেভিটের কোনও জেরক্স কি ওরা আপনাকে দিয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।" অঘোরবাবু উঠে একটা টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। দুটো স্টেপ্‌ল করা কাগজ বের করে অর্জুনের হাতে দিলেন।

"এটা আমি একটু নিতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। ওটার দিকে তাকালেই আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হলে এখন এলাম।"

"কিন্তু অর্জুন, তুমি আমাকে ভরসা দিচ্ছ?"

"দেখুন, যারা অন্যায় করে তাদের অনেক ত্রুটি থাকে। টাকার প্রয়োজনে ওদের আপনাকে দরকার। আপনি এখানে নেই জানার পর ওরা নিশ্চয়ই তল্লাশি চালাবে। যতক্ষণ খুঁজে না পাবে ততক্ষণ দিশেহারা হয়ে থাকবে। যদি কোনও সূত্রে আপনার খবর পায় তা হলে রিসর্টে গিয়ে হাজির হবে। আমাদের সেই সময়টার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।" অর্জুন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আজ বিকেলে অর্জুন রিসর্টে পৌঁছেছে। অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটারকে গ্রহণ করে চিঠি দিতে হয়েছে। কর্নেল বাসু তাকে রিসর্টের যে ঘরে থাকতে দিলেন সেখান থেকে অনেকটাই দেখা যায়। কর্নেল বাসু বলেছেন, "আজ আপনি রেস্ট নিন। আমরা কাল থেকে কাজ শুরু করব।"

ভাল গেস্ট হাউসের ঘর যেমন হয় তেমনি অর্জুনের ঘর। রিসর্ট এখনও চালু না হলেও কর্মচারীদের নিয়োগ শেষ হয়ে গেছে। অতএব বিকেল থেকে খাবার আসতে কোনও অসুবিধে নেই। অর্জুন আলোর নীচে চেয়ার টেনে বসল। অঘোরবাবুর কাছ থেকে আনা এফিডেভিটের জেরক্স কপিটা সে মন দিয়ে পড়ল। যে মেশিনে টাইপ করা হয়েছে তার শুধু ছোট হাতের টি-এর মাথা ভাঙাই নয়, জি শব্দটিতে মোটা কালি পড়েছে। সইটা দেখল অর্জুন। দেখলেই বোঝা যায় যে সই করেছে তার একটুও দ্বিধা ছিল না। যদি অঘোরবাবু নিজে না করে থাকেন তা হলে জাল সইকারী কতবারে এই সই রপ্ত করেছে তা বলা অসম্ভব।

এফিডেভিট করা হয়েছে পাশের শহরের কোর্টে। নিজের শহরে অঘোরবাবুকে সবাই চিনে ফেলবে বা কথাটা চাউর হয়ে যাবে বলেই ওরা ঝুঁকি নিতে চায়নি। জেরক্স কাগজটা ভাল করে দেখল সে। কাগজের নীচে খুব ছোট্ট করে টি জেড্ ছাপা আছে। সাধারণ জেরক্স কাগজে এরকম কিছু ছাপা থাকে না। তবে কি যেখান থেকে জেরক্স করানো হয়েছিল তারা তাদের দোকানের আদ্যক্ষর কাগজে ছেপে রেখেছে এবারের জন্যে। এক্ষেত্রে পুরো নাম লিখল না কেন? খদ্দের বিরক্ত হবে এই কারণে?

টি জেড্। না। এটা যে কোম্পানি কাগজটা বের করেছে তাদের কর্ম নয়। তা হলে জেড্ মানে কি জেরক্স। টি তা হলে কী? নিজের শহরে এরকম কোনও জেরক্স সেন্টারের কথা মনে এল না অর্জুনের। তবে

www.boiRboi.blogspot.com

অলিতে গলিতে এত এস টি ডি বুথ আর জেরক্স সেন্টার হয়েছে তার চোখ এড়িয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। একবার জগুদাকে ফোন করলে কেমন হয়। জেরক্স সেন্টারগুলোর লিস্ট তো টেলিফোন অফিসে পাওয়া যেতে পারে।

ঘড়িতে এখন সন্ধে সাতটা, রিসর্টের অফিস থেকে ফোন করা যায়, কিন্তু এটা তার এত ব্যক্তিগত ব্যাপার যে, বাইরে গিয়ে করাই ভাল। পোশাক পালটে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। রিসর্ট এখন আলোকিত। সুইমিং পুলের পাশেও ফোয়ারা ছাড়া হয়েছে। তাতে আলো পড়ায় চমৎকার দেখাচ্ছে। সিকিউরিটির লোকজন বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। কর্নেল বাসু গেটটার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "ইয়েস অর্জুন, কোথায় চললে?"

"এই একটু ঘুরে আসি। জায়গাটা দেখে নেওয়া দরকার।"

"ও নিশ্চয়ই। শোনো, বড় কর্তার আদেশে, সিকিউরিটির ব্যাপারটা এমন গোপন রাখতে হবে যাতে গেস্টরা টের না পান। তা না হলে ওদের অস্বস্তি হবে। আমিও মনে করি, কথাটা ঠিক। পয়সা খরচ করে কে আর জেলখানায় থাকতে চাইবে। তাই না?" কর্নেল বাসু জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমারও তাই মনে হয় স্যার," অর্জুন বলল।

"কাল সকালে এ ব্যাপারে কথা বলব," কর্নেল বাসু বললেন, "ঠিক আছে, ঘুরে এসো। তবে বেশি রাত কোরো না।"

হাওয়া দিচ্ছিল। বাঁ দিকে অনেকটা নীচে চালসা শহরের আলো জ্বলছে। রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে এল। নামতেই যদি মিনিট তেরো লাগে, উঠতে কুড়ি লাগবে। চালসার মোড়ের দোকানগুলো খোলা যদিও কোনও বাস এখন দাঁড়িয়ে নেই। একটা টেলিফোনের বুথ দেখতে পেয়ে সেটায় ঢুকল অর্জুন। তখনই মনে হল জগুদাকে জিজ্ঞাসা করা অর্থহীন হবে। টি এবং জেড্ যে কোনও জেরক্স দোকানের নামের আদ্যক্ষর তারই তো ঠিক নেই। সে মাকে ফোন করে পৌঁছনোর খবর দিল। তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না এবং মা যেন কোনও চিন্তা না করে। ফোন পেয়ে মা খুশি। তারপর জানালেন, অঘোরবাবু ফোন করেছিলেন। সে নেই জেনে রেস্টির নাম্বার চেয়েছিলেন। সেটা জানা না থাকায় মা দিতে পারেননি। অর্জুন রেস্টির নাম্বার মাকে জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল। অঘোরবাবুর হঠাৎ কী দরকার হল? সে নাম্বার টিপল। একটু পরে কাজের লোক রিসিভার তুলল, "হ্যালো।"

"অঘোরবাবুর সঙ্গে চালসা থেকে কথা বলব। আমি অর্জুন।"

"বাবুর শরীর খারাপ, ঘুমোচ্ছেন।"

"আমি জানি। ওকে জিজ্ঞাসা করো কেন আমাকে ফোন করেছিলেন?"

ঠিক বত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় অঘোরবাবুর গলা পাওয়া গেল, "কে?"

"অর্জুন।"

"কী করে বুঝব? টেলিফোনে গলা বুঝতে পারি না।"

"আপনি আজ আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন।"

"ঠিক, ঠিক। তুমি ফোন ধরতে নিষেধ করার পর যাচাই না করে—। হ্যাঁ, তুমি কি চালসা থেকে কথা বলছ?"

"আমার মনে হচ্ছে ভোলা মহারাজ এসব কথা জানেন না। তাঁকে যদি জানাতে পারি তা হলে এরা জব্দ হবে।" অঘোরবাবু বললেন।

"এই কথা বলতে ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"এসব নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে আমি মঙ্গলবার রেস্টি রিসর্টে চলে আসতে বলেছিলাম। আপনি সোমবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় রওনা হবেন, তা হলে আটটা নাগাদ পৌঁছে যাবেন। চালসা বাজারে এসে রেস্টির নাম বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে। আর নিজের গাড়িতে আসবেন না।" অর্জুন বলল।

"তা হলে?"

"শর্টকাট না করে আপনার ড্রাইভারকে বলবেন ময়নাগুড়ির চৌমাথায় নামিয়ে দিতে। সে ফিরে গেলে ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে লাটাগুড়ি হয়ে চলে আসবেন।"

"কোথায় যাচ্ছি বাড়িতে বলে যাব না?"

"যাকে বিশ্বাস করেন তাকে বলতে পারেন। আর হ্যাঁ, আমাদের টেলিফোন অফিসে জানাশোনা আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"একটু খোঁজ নিন তো, টি জেড এই দুটি অক্ষর দিয়ে কোন জেরক্স সেন্টারের নামে টেলিফোন আছে কিনা!"

"ঠিক আছে।"

টেলিফোন রেখে দিল অর্জুন।

ছেলেটিকে চার্জ দিয়ে টাকা বের করতে সে বলল, "জেরক্স করবেন?"

"অ্যাঁ! না তো, কেন মনে হল?"

"ওই যে জেরক্স সেন্টারের খোঁজ নিতে বললেন।"

অর্জুন হাসল, "আমি একটা জেরক্স সেন্টারের খোঁজ নিচ্ছিলাম।"

"ও।" ছেলেটা একটা খাতা বের করল, "আমার কাছে জেরক্স সেন্টারের লিস্ট আছে, দেখতে পারেন।"

অর্জুন দ্রুত খাতাটা টেনে নিয়ে দৃষ্টি বোলাল। না। টি জেড্ অক্ষর দিয়ে কোনও সেন্টারের নাম নেই।

সে জিজ্ঞাসা করল, "এটা জলপাইগুড়ির?"

"হ্যাঁ।"

"শিলিগুড়ির আছে?"

"না। কী নাম বলুন তো?"

"আমি সেটাই খুঁজছি। প্রথম অক্ষর টি, পরেরটা জেড্।"

"নাঃ। মনে পড়ছে না।" ছেলেটা দুটো টাকা নিয়ে ড্রয়ারে রাখল।

"আসলে অনেক জায়গায় জেরক্স করিয়েছি কিন্তু এদের মেশিনটা বেশ ভাল, তা ছাড়া ওদের বিশেষত্ব হল খদ্দের যাই জেরক্স করতে দিক না কেন ওরা একটা বিশেষ কাগজে তার প্রিন্ট দেয়," অর্জুন বলল।

"বিশেষ কাগজ মানে? আমাদের কাগজ দেখুন, মোটেই খারাপ নয়।" ছেলেটি একটা সাদা কাগজ তুলে এনে দেখাল।

তার ওপর হাত বুলিয়ে অর্জুন বলল, "কাগজটা খারাপ নয়, তবে ওদের কাগজের তলার দিকে এই জায়গায় ছোট্ট করে টি আর জেড্ ছাপা থাকে।"

ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল। "ওহো, তাই বলুন। ওটা করতে গিয়ে ওদের ব্যবসা খুব চোট খেয়েছে। খদ্দের চায় অরিজিন্যাল কাগজের হুবহু কপি। তার নীচে কিছু লেখা থাকলে চলবে না। কোর্টের কাছে দোকান বলে ওরা পুরনো কাগজ তেমন খদ্দের পেলে এখনও চালিয়ে দিচ্ছে।"

"শিলিগুড়ির কোর্টের কাছে দোকান?"

"হ্যাঁ।"

অর্জুন বেরিয়ে এল। শিলিগুড়িতে গিয়ে দোকানটাকে এখন সে পেয়ে যাবে, কিন্তু কোনও দোকানদারের পক্ষে কি মনে করে রাখা সম্ভব কে কবে কোন পাতা জেরক্স করিয়ে নিয়ে গিয়েছে! সাধারণত কর্মচারীরাই মেশিন চালায়, সেই লোকটি কী বস্তু জেরক্স করছে তা তো খেয়ালই করবে না।

ব্যাপারটা ঠিক হলেও মন খুঁতখুঁত করছিল। তার গুরু অমল সোম বলতেন, যুক্তি যদি বলে এটা হয় না তা হলে থেমে যেও না। একটু উলটেপালটে দেখো।

সেটা দেখতে হলে শিলিগুড়িতে যেতে হয়। এখান থেকে অন্তত

www.boiRboi.blogspot.com

ঘন্টাছয়েকের রাস্তা। আজ রাত্রে সম্ভব নয়।

চৌমাথায় আসামাত্র পেছন থেকে ডাক শুনতে পেল অর্জুন। সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল উপেন দৌড়ে আসছে। কাছে এসে বলল, "আমার চ্যালা বলল এখানে আপনাকে দেখেছে। শোনামাত্র খুঁজছি আপনাকে। তা এসময় এখানে?"

"আপনি এখানে কেন?"

"আর বলবেন না। বিডিওসাহেব পাঠ শুনতে চেয়েছিলেন। এসে দেখি তিনি জলপাইগুড়িতে গিয়েছেন। আপনি?" উপেন জিজ্ঞাসা করল।

এই কথাটাও মিথ্যে। ভেবে নিল অর্জুন। বলল, "ওপরে একটা রিসর্ট হয়েছে জানেন?"

"রিসর্ট? সেটা কী জিনিস? ওপরে একটা বিশাল হোটেল হয়েছে শুনেছি। বড়লোকদের হোটেল," উপেন জানাল।

রিসর্ট আর হোটেলের পার্থক্য উপেনকে বোঝানোর কোনও মানে হয় না। অর্জুন মাথা নাড়ল, "ওখানে চাকরি করছি।"

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল উপেন, "আরে! কী সৌভাগ্য। তা হলে আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমি শুধু ধর্মের কথা বলি না, রসের কথাও বলি। আমার একটা আসর ওখানে বসিয়ে দিন। না, না, মাগনায় করতে বলছি না। যা পাব তার তিরিশ ভাগ আপনাকে দেব।"

উপেনকে বিশ্বাস করানো মুশকিল হয়ে পড়ল যে, ও ব্যাপারে অর্জুনের কোনও ক্ষমতা নেই। তার রসকাহিনী অতিথিরা শুনতে রাজি নাও হতে পারেন। কোনওক্রমে ছাড়া পেয়ে সে ওপরের রাস্তা ধরল। একটি মানুষ শুধু বিভিন্ন বিষয়ে সুন্দর কথা শ্রোতাদের শুনিয়ে বেঁচে আছে, এটা ভাবতে গিয়েই তার মনে হল উপেন তো একজন সামান্য কথক। একজন রাজনৈতিক নেতাও শুধু কথা বিক্রি করে বেঁচে থাকেন। ভোলা মহারাজের মতো শ্রদ্ধেয় গুরুরাও একই পথের পথিক। উপেন শুধু মিথ্যে বলে যায়। জীবনে যে মিথ্যে বলে, শ্রোতাদের সামনেও তাই বলবে।

গতকাল পুলিশ এবং সরকারি সিকিউরিটির লোকজন এসে রিসর্ট তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছে। কর্নেল বাসু এবং অর্জুন হিমশিম খেয়েছে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। রাজ্যপাল আসবেন। তাঁর নিরাপত্তার কোনও ত্রুটি যেন না থাকে।

আজ সকাল থেকে নিরাপত্তাবাহিনীর জোয়ানরা এসে রিসর্টের দখল নিয়ে নিল। রিসর্টের মাঝখানে লনের ওপর ডায়াস করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তাবাহিনীর আপত্তিতে সেটা ব্যাঙ্কোয়েট হলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আজ অর্জুনের কাজ হল টিভির মনিটারের সামনে বসে থাকা। ক্লোজ সার্কিটে ছ'টা মনিটারে রিসর্টের অনেকটাই ধরা পড়ছে। বিশেষ কোনও জায়গা দেখতে চাইলে নব ঘোরাতে হচ্ছে।

দুটোর মধ্যে ভিআইপি অতিথিরা এসে গেলেন। তাঁরা এসেছেন শিলিগুড়ি, কোচবিহার, গ্যাংটক থেকে। দু' তিনজন কলকাতা থেকেও। মোট অতিথির সংখ্যা বিয়াল্লিশ। এঁদের মধ্যে জেলাশাসক, পুলিশসুপার এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরাও আছেন।

ঠিক দু'টো পঞ্চাশ মিনিটে রাজ্যপালের কনভয় এসে গেল। রিসর্টের মালিকরা কেতাদুরস্ত পোশাক পরে রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজ্যপাল গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে নজর বুলিয়ে হাসলেন। তারপর প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেন। সমস্ত রিসর্টটা আর একবার দেখে নিল অর্জুন। সর্বত্র সিকিউরিটি গার্ডরা সশস্ত্র সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা রিসর্টের কর্মচারী নয়। রাজ্যপাল চলে গেলে এদের কাজ শেষ হবে এখানে।

অর্জুন ব্যাঙ্কোয়েট হলের ক্যামেরা অন করল। রাজ্যপালকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসানো হচ্ছে। তাঁর পাশের চেয়ারে রেস্টির নবীনতম মালিক। সামনে বসে আছেন অভ্যাগতরা। তাঁদের মুখগুলো ক্লোজআপে দেখতে লাগল অর্জুন। অনেককেই সে চেনে না। কোনও কোনও মুখকে চেনা চেনা লাগলেও নাম জানে না। তরুণ মালিক তাঁর বক্তব্য রাখছেন। কেন এরকম জায়গায় রেস্টি খোলার পরিকল্পনা করা হল তার কারণ জানালেন। প্রবীনতম মালিক রাজ্যপালকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানালেন। একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে ধরল ক্যামেরায়। ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

রাজ্যপাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করে ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন রেস্টির। হাততালি বাজল। এবার চা-পানের আমন্ত্রণ জানানো হল। অতিথিরা উঠলেন। অর্জুন সামনে রাখা ফাইলটা খুলল। এখানে আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিদের নামগুলো আছে। সে নামগুলোর ওপর চোখ রাখল! মাত্র আটজন বাঙালি। বেশিরভাগই শিল্পপতি, বাকিরা সরকারি বড়কর্তা। অর্জুন ক্যামেরার সুইচ টিপে চা-পানের জায়গাটাকে ধরল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অতিথিরা চা খেতে খেতে গল্প করছেন। নামগুলোকে দেখল সে, সন্দেহ করার মতো কাউকে পেল না।

রাজ্যপাল তাঁর কনভয় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতিথিরাও চলে গেলেন একের পর এক। মাত্র চারজন থেকে গেলেন যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন। তাঁদের জন্যে চারটে কটেজ বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্যপাল চলে যাওয়ার পর সরকারি সিকিউরিটি কর্মীরাও বিদায় নিলেন।

অর্জুন বেরিয়ে এল বাইরে। এখন বিকেলের রোদ মরে এসেছে। এই সময় রেস্টির সবকটা ডিপার্টমেন্ট সক্রিয়। কর্নেল বাসু এগিয়ে এলেন, "ওয়েল, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। কিন্তু এখন থেকে আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল।"

"আপনি বলেছিলেন সিকিউরিটির বাড়াবাড়ি যেন অতিথিরা বুঝতে না পারেন। কিন্তু সরকারি লোকজনের ব্যবহারে সেটা লুকনো ছিল না।" অর্জুন বলল।

"রাজ্যপালের জন্যে ওরা যা করেছে তা পাবলিক মেনে নেবে। আমাদের থাকতে হবে চুপচাপ। নইলে যারা টাকা খরচ করে থাকতে আসবে তারা মেনে নেবে না। চারজন গেস্ট থেকে গেছেন আজ। ওঁরা আমন্ত্রিত। দুটো গাড়ি গিয়েছে এয়ারপোর্টে। বিকেলের ফ্লাইটে দুটো ফ্যামিলি আসছে। প্রথম ক্লায়েন্ট হবেন এঁরা। ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে নিশ্চয়ই কাগজপত্র পেয়ে যাবে ঠিক সময়ে," কর্নেল বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন।

আজ সকালে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়েছে কর্নেল বাসুর সঙ্গে। রাতের বেলায় অর্জুনের দায়িত্ব রেস্টিকে রক্ষা করার। ক্লোজ সার্কিট টিভি তো আছেই, প্রতি ঘন্টায় একবার রাউন্ড দিতে হবে তাকে। ব্যাপারটা চলবে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

এখন পর্যন্ত চাকরিটাকে আঁচ করতে পারছে না অর্জুন। সিকিউরিটির ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বেড়াতে আসা টুরিস্টদের ওপর আক্রমণ করতে আসার তো কারণ থাকতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, রোমাঞ্চ বা উত্তেজনার স্বাদ এখানে পাওয়া যাবে না। শুধু টাকার জন্যে চাকরি করে যাওয়া।

রাত আটটা পনেরো মিনিটে ট্যাক্সি থামল রেস্টির গেটে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়েও দশ মিনিট অপেক্ষা করতে বললেন অঘোরবাবু ড্রাইভারকে। ড্রাইভার বলল, "ঠিক আছে। আপনি বলছেন যখন তখন অপেক্ষা করব।"

অঘোরবাবু অবাক হলেন। অর্জুনের কথামতো ময়নাগুড়িতে ঢুকেই নিজের গাড়ি ছেড়ে ড্রাইভারকে বলেছিলেন বাড়ি ফিরে যেতে। তারপর একটা রিক্শা নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে পৌঁছে এই ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন। ড্রাইভারকে বলেছিলেন, 'লাটাগুড়ির দিকে চলো।' লাটাগুড়িতে পৌঁছে সঠিক ঠিকানা বলেছিলেন। এতটা রাস্তায় আসার সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার একটাও কথা বলেননি। অতএব তিনি

www.boiRboi.blogspot.com

এখন ওর কাছে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে উঠলেন যে বলছে, 'আপনি বলছেন যখন তখন অপেক্ষা করব।' লোকটা কি তাকে চেনে? চিনলে এত সব করা বৃথা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার ঝুঁকি নিলেন না অঘোরবাবু। বেশি কথা না বলাই ভাল। একটা হ্যান্ডব্যাগে কিছু জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এসেছিলেন। সেটি নিয়ে তিনি গেটের পাহারাদারকে বললেন, "এখানে আমার নামে ঘর বুক করা আছে।"

লোকটি তাঁকে ভেতরে আসতে বলে নাম জিজ্ঞাসা করল। জবাব পেয়ে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে কাউকে জানাল। উত্তর শুনে মাথা নেড়ে বলল, "বাঁ দিকে রিসেপশন, যান।"

অঘোরবাবু আলোকিত লন, সুদৃশ্য বাড়িঘর দেখে পুলকিত হলেন। রিসেপশনে পৌঁছে দেখলেন দু'জন সুন্দরী কম্পিউটারে ব্যস্ত। একজন তাঁকে মাথা নেড়ে হাসিমুখে আপ্যায়ন করে এগিয়ে এল, "ইয়েস! আপনি?"

নাম বললেন অঘোরনাথ।

একটা ফর্ম এগিয়ে দিল সুন্দরী, "নাম, ঠিকানা, ভেজ না ননভেজ, স্মোকিং না নন-স্মোকিং রুম লিখে দয়া করে সই করুন।"

অঘোরনাথের সেসব করতে অসুবিধে হল না। সুন্দরী বলল, "আপনার নামে পাঁচ দিনের বুকিং আছে। যদি এক্সটেন করতে হয় তা হলে চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানাবেন স্যার।" বেল বাজালেই উর্দিপরা বেয়ারা ওপাশ থেকে এল হাসিমুখে, "সাহেবকে এগারো নাম্বারে নিয়ে যাও। ওহো, আপনি কি সব টেলিফোন কল অ্যাকসেপ্ট করবেন না স্ক্রুটিনি চান?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাইন দিলেই ভাল হয়," অঘোরবাবু বললেন।

বেয়ারা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করলেন অঘোরবাবু। সুন্দর ঘর। বাথরুমও বড় এবং পরিষ্কার। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এখানেই মুশকিল। ঠান্ডা ঘরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই অঘোরবাবুর। সারাক্ষণ গায়ে চাদর জড়িয়ে থাকতে হবে। এই ঘরের ভাড়া কত তা জিজ্ঞাসা করা হল না। কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে এখানে এসে ভাল করেছেন। কেউ চাইলেই তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবে না। অর্জুনের পরামর্শ শুনে লাভই হয়েছে। কিন্তু সে কোথায়? তাঁর নামে যখন ঘর বুক করে রেখেছে তখন নিশ্চয়ই জেনেছে তিনি এসেছেন। একবার রিসেপশনে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবেন? না। সেটা ঠিক হবে না। অর্জুন হয়তো চাইছে না ওর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এটা প্রকাশ করতে। কিন্তু ফোন করা দরকার। তখনই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুললেন অঘোরবাবু, "গুড ইভনিং, স্যার। আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না। এখনও পর্যন্ত হয়নি।"

"স্যার, ডিনার কি ডাইনিং রুমে খাবেন?"

"আমার ঘরে সার্ভ করা যাবে না?"

"নিশ্চয়ই। ঠিক ন'টায় সার্ভ করা হবে।"

"একটা কথা। বাইরে একটা ট্যাক্সি হয়তো অপেক্ষা করছে। ওকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। জানিয়ে দিন, অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

"নিশ্চয়ই।" লাইন কেটে গেল।

টেবিলের ওপর একটা সুদৃশ্য কার্ডে ফোন নাম্বারে কাকে পাওয়া যাবে তা ছাপা রয়েছে। বাইরে ফোন করতে হলে জিরো + ওয়ান + নাম্বার। একবার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেবেন নাকি চিন্তা না করতে? না, ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে আরাম করে বিছানায় বসে কার্ডটার দিকে তাকালেন। ফ্রন্ট ডেস্ক, ম্যানেজার, অপারেটার, হাউসকিপিং, গেট, সিকিউরিটি। অর্জুন তো এখানে সিকিউরিটির চাকরিতে জয়েন করেছে। এই নাম্বারে ফোন করলে ওকে পাওয়া হয়তো সম্ভব। অঘোরবাবু ইতস্তত করতে লাগলেন।

ন'টায় ডিনার এল। খাবারের মান খুব ভাল। খুব তৃপ্তি করে খেলেন। বেয়ারা ট্রেটা নিতে এল আধঘণ্টা পরে। অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের এখানে এখন কীরকম অতিথি আছেন?"

"আজ দশজন। তবে কাল থেকে ফুল হয়ে যাওয়ার কথা।"

"সবাই বাঙালি?"

"আমি ঠিক জানি না স্যার।"

"এরকম নির্জন জায়গা, চুরি- ডাকাতির ভয় নেই?"

"একদম না স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কর্নেল বাসু আর অর্জুনবাবু দায়িত্ব নিয়েছেন।" লোকটি মাথা নাড়ল।

"অর্জুনবাবু?"

"খুব নামকরা গোয়েন্দা বলে শুনেছি।"

"জলপাইগুড়ির অর্জুন?" অঘোরবাবু অভিনয় করলেন।

"আমি ঠিক জানি না স্যার।"

"ওঁকে জিজ্ঞাসা করো তো উনি জলপাইগুড়ির লোক কি না?"

"ও কে স্যার।" বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

নিজের অভিনয়ে খুশি হলেন অঘোরবাবু। এখন আর কোনও অস্বস্তি নেই। বেয়ারা অর্জুনকে বললেই সে বুঝে যাবে তিনি চলে এসেছেন। অঘোরবাবু এসি বন্ধ করে দিলেন। শোয়ার আগে মনে হল একটু হাঁটাহাঁটি করতে কীরকম হয়! খাওয়ার পর হাঁটতে ঘুম জমবে। লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে তিনি বাইরে এলেন। লম্বা করিডর। আলো জ্বলছে। অল্প অল্প হাওয়া। করিডর ধরে হাঁটতে ভাল লাগছিল। বেশ কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু কোনও মানুষ চোখে পড়ছে না। তিনবার ঘোরাঘুরি করার পর ঘরের দিকে ফিরলেন তিনি। হ্যাঁ। এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই সময় দু'জন লোক একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে উলটোদিকে চলে গেল। ঘরটির ওপর লেখা ডাইনিং হল। রাতের খাওয়া খেতে গেল ওরা। কিন্তু সুটপরা দুটি লোকের একজনের হাঁটার ধরন যেন তাঁর খুব চেনা। কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারলেন না তিনি।

অঘোরবাবুকে বেশ অবাক হয়ে দুটি লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল অর্জুন। তাঁর মুখের ওপর ক্যামেরা ক্লোজ-আপ ধরতে অবাক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হল। লোকদুটোর মুখ দেখতে পায়নি সে। সুটপরা দু'জন মানুষের একজনের মাথায় টুপি। শৌখিন টুপি। লোকদুটোকে অনুসরণ করে দেখা গেল ওরা বাইশ এবং তেইশ নম্বর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালা খুলছে। চার্ট বলছে এরা আজ বিকেলের ফ্লাইটে যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে ছিল। বাইশ নম্বর ঘরে আছে এস কে শর্মা, তেইশ নম্বর ঘরে এস দত্ত। শর্মাকে অবাঙালি ভেবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দত্ত বাঙালি হতেই পারে, নাও হতে পারে। এদের দেখে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। এরা আসছে কানপুর থেকে। সম্ভবত সেখানকার কাগজে এই রিসর্টের বিজ্ঞাপন দেখে ইন্টারনেটে ঘর বুক করেছে প্রথম রাতেই থাকবে বলে। আসার উদ্দেশ্য বেড়ানো।

অঘোরবাবুকে করিডরে দেখতে পেল না অর্জুন। তিনি ফিরে গিয়েছেন তাঁর ঘরে।

সকালে চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঢুকলে অঘোরবাবু দেখতে পেলেন তার সঙ্গে খবরের কাগজ এবং একটি বই রয়েছে। আজকাল শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার বড় দৈনিকগুলোর উত্তরবঙ্গ সংস্করণ বের হয় তাই সাতসকালেই কাগজ পাওয়া যাচ্ছে। বেয়ারা চলে গেলে তিনি চা খেতে খেতে বইটা খুললেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'কালো ভ্রমর'। অবাক হলেও এই বই তিনি কৈশোরে পড়েছিলেন। পড়ার পর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলেন। কারণ জমজমাট বই। এত বছর পরে এই বই তাকে কে পাঠাল? পাতা ওলটাতে গিয়ে চিরকুট দেখতে পেলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

'আপনি এসেছেন তা আমি জানি। আপনার সঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া দেখা করব না। তবে ঘরের ভেতর আপনি একদম নিরাপদ, সন্ধের পর বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। এখানে ভয়ের কিছু নেই। হ্যাঁ, গতরাত্রে ওই দুই ভদ্রলোককে দেখে অবাক হয়েছিলেন কেন? দিনটা যাতে ভাল কাটাতে পারেন তাই এই বইটা পাঠালাম। কিছু জানাবার থাকলে এই বই-এর শেষ পাতায় সংক্ষেপে লিখতে পারেন।'

কোনও সম্বোধন নেই, শেষে নামও নেই, কিন্তু চিঠিটা যে অর্জুন লিখেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চিরকুটটাকে পকেটে রেখে দিলেন অঘোরবাবু, তারপর খবরের কাগজে চোখ রাখলেন। কিন্তু মন দিতে পারলেন না। অর্জুন কেন লিখেছে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া দেখা করবে না। এখানে যখন কোনও শত্রু নেই তখন দেখা করতে অসুবিধে কোথায়? দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরোতে নিষেধ করেছে, পাছে কেউ তাঁকে চিনে ফেলে। কিন্তু তাকে চিনবে নর্থ বেঙ্গলের লোকজন। এত দামি জায়গায় নিজের বাড়ি ছেড়ে এসে তাদের কেউ নিশ্চয়ই থাকবে না। এখন অর্জুন যা লিখেছে তাই মেনে চলতে হবে।

সকাল সাতটায় অর্জুন তার ঘরে এল। এখন বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম যদি জরুরি কিছু না ঘটে। সারারাত জাগার পর যে ক্লান্তি আসে সেটা আরও বেড়ে যায় যদি রাতটা অলসভাবে কাটে। কোনও ঘটনা ঘটেনি, উত্তেজনার আগুন পোয়ানোর মতো ব্যাপার ছিল না তাই এই রাত জাগা বেশ বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছিল তার। কর্নেল দাস দিনের বেলায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। বয়স্ক মানুষকে রাত জাগার কথা বলা যায় না।

জামা ছেড়ে প্যান্ট পরেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল সে। তারপর অঘোরবাবুর ব্যাপারটা মনে মনে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল। ভদ্রলোক এখানে নিরাপদ। কিন্তু এই নিরাপত্তার মধ্যে তো চিরকাল থাকা সম্ভব নয়। আসল ব্যাপারটার তো সমাধান হচ্ছে না। কারণ জাল সই করে টাকা দাবি করছে তাদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত তো সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই চাকরিতে ঢুকে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। শিলিগুড়ির আদালতের কাছে জেরক্স সেন্টারে গেলে হয়তো কোনও হদিস পাওয়া যেত। কোনও ক্লু পেলে চারদিকে ছোটাছুটি করতে পারত। সেসব কিছুই সে এখন করতে পারবে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইল সে, কিন্তু ঘুম আসছিল না। হঠাৎ মনে হল, ব্যাপারটা যদি উলটো হয়। অপরাধীদের পেছনে না ছুটে যদি ওদের এখানে নিয়ে আসা যায়! অপরাধীরা যদি জানতে পারে অঘোরবাবু রেস্টিতে আছেন তা হলে ওরা নিশ্চয়ই এখানে আসতে চাইবে। কিন্তু কীভাবে ওদের জানানো যায়? যারাই অপরাধী হোক তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই জলপাইগুড়ির মানুষের যোগাযোগ আছে। জলপাইগুড়ির লোকজন এখনও জানে না অঘোরবাবু কোথায় আছেন। ব্যাপারটা গোপন করতে চেয়েছিল ওঁর নিরাপত্তার জন্যে। এখানে উনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন যদি খবরটা চাউর করা যায় তা হলে নিশ্চয়ই অপরাধীরা জানতে পারবে। তখন শুধু ওদের জন্যে অপেক্ষায় থাকা। এই সময় ইন্টারকমের আওয়াজ হল।

রিসিভার তুলল অর্জুন। প্রধান গেট থেকে সিকিউরিটি জানাচ্ছে একজন এসেছে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে। অর্জুন তার নাম জিজ্ঞাসা করলে লোকটি জেনে নিয়ে বলল, 'উপেন'।

অর্জুন অবাক হল। তার সঙ্গে উপেনের এমন কোনও দরকার থাকতে পারে না যে, রেস্টিতে এসে দেখা করতে হবে। একবার ভাবল, ব্যস্ত বলে কাটিয়ে দেবে। তারপরেই মনে হল মন হালকা করা যাক। যে লোক কথা বললেই মিথ্যে বলে তার কথা শোনার মধ্যে একটা মজা তো থাকেই। রিসেপশনে বসাতে বলল সে উপেনকে।

ইচ্ছে করেই মিনিট পনেরো দেরি করল অর্জুন। রিসেপশনের একপাশে যে সোফাটা রয়েছে তাতেই জমিয়ে বসেছে উপেন। চোখ বন্ধ। প্রবল বিস্ময়ে পান চিবোচ্ছে। যেন নিজের বাড়ির বৈঠকখানা। কাছে গিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"মা জরদা খেয়েছেন?" উপেন চোখ খুলল না।

"না।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে ছাড়ল আমাকে। বাপ রে বাপ। কী মাথা ঘুরছে। আর এক মিনিট। আদ্দিন বাবা জরদা খেতাম, কেন যে মা জরদা খেতে গেলাম।"

"আমার সঙ্গে কি আপনার কোনও দরকার আছে?"

চোখ খুলল উপেন, "এই দেখুন, একটা মিনিট অপেক্ষা করতে পারলেন না। হৃষীকেশের এক যোগী আমাকে শিখিয়েছিলেন কী করে সংযম আয়ত্ত করতে হয়।" উঠে দাঁড়াল উপেন, "চলুন।"

"কোথায়?"

"আপনার ঘরে। এরা নিশ্চয়ই আপনাকে একটা ঘর দিয়েছে। দেয়নি?"

"ঘরে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধে আছে। চলুন গেস্টরুমে গিয়ে কথা বলবেন।" অর্জুন এগোল।

গেস্টরুম ফাঁকা। সুদৃশ্য চেয়ারগুলো শূন্য। তার দুটোতে বসল ওরা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "বলুন, আমার সঙ্গে কী দরকার পড়ল?"

"কোনটা আগে বলব?" উপেন পান চিবোচ্ছিল, "প্রথমে নিজের কথাই বলি। আমি এতদিন যেসব কথা বলতাম তা ভগবানের কথা। মানুষ পালটে যাচ্ছে, ধর্মে মন নেই। তাই আমি হাসির কথা বলব বলে ঠিক করেছি। আমার হাসির কথা শুনে একজন আমেরিকান সাহেব নিজে থেকে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন। তা আপনার এখানেও আমি অনুষ্ঠান করতে পারি। আমেরিকায় না গিয়ে দেশের সেবা করতে পারি।"

কথাগুলোর মধ্যে অন্তত আশিভাগ মিথ্যে মিশে আছে। অর্জুন মাথা নাড়ল। "আমি মালিককে বলব, কিন্তু কতটা কাজ হবে বলতে পারছি না। একথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি।"

"বলেছেন। কিন্তু—।"

"কিন্তু কী?"

"অঘোরবাবু ভোলা মহারাজকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। লোকটা এই রাম বলল তো তারপরেই মরা বলছে। লোকটা চলে গেল তো অঘোরবাবু করলেন আত্মহত্যা। করলেন কিন্তু মরলেন না। উধাও হয়ে গেলেন। কেন গেলেন?" হাসল উপেন।

"কেন?"

"ওই ভণ্ড মহারাজের কীর্তি এটা।"

"কিন্তু এসব কথা জেনে আমি কী করব?"

আর একটু এগিয়ে এল উপেন, "জলপাইগুড়ির হদিস জেনে অঘোরবাবু সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ভোলা মহারাজের শিষ্য হয়েছেন। কথাটা মিথ্যে।"

"সত্যি কথাটা আপনি জানেন?"

"জানি। তিনি একটা খুব দামি গাড়িতে চেপে চালসায় এসেছিলেন। আমার মনে হয় আপনার এখানে তিনি নাম ভাঁড়িয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভোলা মহারাজের ভণ্ডামি বুঝতে পেরেছিলেন বলে লজ্জায় জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না।" উপেন বলল।

"এখানে আছেন উনি?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

"তা হলে গাড়িটা কোথায় গেল?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"সেটাই তো রহস্য।" মাথা নাড়ল উপেন।

"ঠিক আছে, আমি খোঁজ করছি।"

"করুন। আর হ্যাঁ, অঘোরবাবু কিন্তু ভক্ত মানুষ। আমি যদি সত্যিকারের ভগবানের নামগান করি তা হলে উনি তৃপ্তি পাবেন। ওঁর

দেখি অনেকেই তৃপ্ত হবেন।"

"ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে?"

"কী তা হলে?"

"অঘোরবাবু এখানে আছেন তা কখন জানলেন?"

"জানার দরকার নেই। উনি এখানে নেই।"

"হে হে। মিথ্যে কথা বলার দুর্নাম তো আমার একার, আপনি কেন কথা বাড়াচ্ছেন। না, না। এমন হতে পারে আপনি জানেন না তাই বলছেন, কিন্তু উনি এখানে চলে এসেছেন। সুট পরে, মাথায় টুপি। সাহেবদের মতো।" উপেন উঠল।

হেসে ফেলল অর্জুন, "আপনি কল্পনা করতে খুব ভালবাসেন।"

"কল্পনা? দূর। নিজের চোখে দেখলাম। গাড়ি থামল পানের দোকানের সামনে। একজন নেমে সিগারেট কিনল। ভেতরে বসেছিল লোকটা। চোখ হাত ঠোঁট দেখে চিনে ফেললাম।" উপেন জোর দিয়ে বলল।

"বেশ করেছেন। আমাকে এখন অন্য কাজে যেতে হবে। আপনি আসুন। আর হ্যাঁ, আমি এখানে চাকরি করি। আপনি খামোখা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না।" উপেনকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল অর্জুন। উপেন বেরিয়ে গেলে গেটের পাহারাদারদের সে বলল, "এই লোকটি এলে আমাকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। ওকে ভেতরে ঢুকতে দিও না।"

নিজের বিছানায় শুয়ে অর্জুন উপেনকে নিয়ে ভাবছিল। লোকটা যা বলে তা মিথ্যে। কিন্তু অঘোরবাবু এখানে এসেছেন এই কথাটা তো মিথ্যে নয়। কিন্তু অঘোরবাবু এসেছেন ট্যাক্সিতে, দামি গাড়িতে নয়। এসেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, উপেন বলছে সুট এবং টুপি মাথায় বসেছিলেন অঘোরবাবু গাড়ির ভেতরে। তার ওপর সঙ্গে নাকি একজন ছিল যে সিগারেট কিনতে নীচে নেমেছিল। হ্যাঁ, এগুলো সব বানানো, মিথ্যে কথা, উপেনের কল্পনা। কিন্তু আসল সত্যি হল অঘোরবাবু রেস্টিতে এসেছেন, মিথ্যেবাদী উপেন যে এই সত্যিটা বলে গেল। কী করে সম্ভব! বোঝাই যাচ্ছে উপেন অঘোরবাবুকে এখানে আসতে দেখেনি। তা হলে জানল কী করে?

হঠাৎ গতরাতের কথা মনে পড়ল। অঘোরবাবু ডিনার খেয়ে যখন তাঁর ঘরের সামনে পায়চারি করছিলেন তখন সুটপরা দু'জন লোককে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তাঁর মুখে সেটা স্পষ্ট হয়েছিল। লোকদুটো উঠেছে বাইশ এবং তেইশ নম্বর ঘরে। উপেনের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে লোকদুটোর পোশাক মিলে যাচ্ছে। তা হলে উপেন কি এদেরই দেখেছিল? গাড়িতে বসে থাকা টুপি পরা লোকটির নাক মুখ দেখে তার মনে হয়েছে অঘোরবাবু? সেটাও মিথ্যে কথা। কিন্তু ওঁদের দেখে অঘোরবাবু চমকে উঠবেন কেন? খচখচ করছিল মনের ভেতর প্রশ্নটা। 'কালো ভ্রমর' ফেরত পাঠালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

বিকেলে রেস্টি অতিথিতে ভরে গেল। কর্নেল বসু বললেন, "এম ডির সঙ্গে কথা বলতে হবে। যাঁরা এখানে এত পয়সা খরচ করে আসবেন তাঁদের তো মদ্যপান করতে নিষেধ করা যায় না। এটা হস্টেল নয়। কিন্তু সেটা রেস্টির বার বা নিজের ঘরে বসে করতে অনুরোধ করা যায়। লনে বা বাগানে মদ্যপান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার। নেশার ঘোরে কে কখন কী করে ফেলে তা সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে।"

"সমস্যাটা আগে ভাবা হয়নি?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"না। অনেক কিছুই কাজ করতে করতে মাথায় আসে। আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো, আজ তোমার সঙ্গে স্থানীয় একটি লোক দেখা করতে এসেছিল, লোকটা কে?"

"জলপাইগুড়িতে কয়েকদিন আগে পরিচয় হয়েছে। ও জেনেছে আমি এখানে কাজ করছি।"

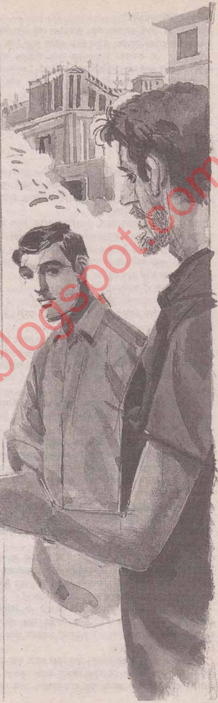

www.boiRboi.blogspot.com

"আসার উদ্দেশ্য কী?"

"লোকটার পেশা কথকতা করা। ভগবানের গল্প এবং সাধুদের উপদেশ শ্রোতাদের শোনায়। গ্রামে গ্রামে ওইসব করে টাকা নেয়। এখানে এসে সে কথকতা করতে চায় বলে অনুরোধ জানাতে এসেছিল। সেটা সম্ভব নয় বলে আমি জানিয়ে দিয়েছি," অর্জুন বলল।

"ও। আমার উপদেশ, স্থানীয় লোকদের এখানে আসতে না দেওয়াই ভাল।"

"সেটাও বলে দিয়েছি। তবে লোকটা একটু মজার। ও কখনও সত্যি কথা বলে না।"

"অ্যাঁ, বলো কী!" কর্নেল বসু অবাক, "কখনও না?"

"না।" অর্জুন হাসল।

"ইন্টারেস্টিং।"

"আচ্ছা, গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে যেসব গেস্ট এসেছেন, তাঁদের তো আমাদের সুমো নিয়ে এসেছে, তাই না?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"না সবাই আসেননি। দু'জন লাক্সারি ট্যাক্সিতে এসেছেন। আলাদা।" কর্নেল বসু বললেন।

এই সময় বাইশ নম্বর ঘরের লোকটিকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল অর্জুন। ভদ্রলোকের পরনে এখনও সুট। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। মাঝারি উচ্চতার লোকটি আদৌ স্মার্ট নয়। সামনে এসে বলল, "একটা গাড়ি চাই। কয়েক ঘণ্টার জন্যে। রিসেপশনে ফোন করেছিলাম ওরা রাজি হচ্ছে না।"

"সে কী! কেন?" কর্নেল বসু জিজ্ঞাসা করল।

"ওদের জিজ্ঞাসা করুন।" ভদ্রলোক খুব ক্ষুব্ধ।

"আপনি বিশেষ কোনও গাড়ি চেয়েছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"না। যে কোনও মারুতি হলেই চলবে। কিন্তু ওরা বলছে ড্রাইভার নিতে হবে। হোয়াই? পৃথিবীর কোনও দেশে কার রেন্ট করার সময় ড্রাইভার চাপিয়ে দেয় না। আমরা নিশ্চয়ই ওই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাব না। এইরকম কথায় আমরা অপমানিত বোধ করছি।" ভদ্রলোক জানাল।

কর্নেল বসু বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য ওদের নেই। রিসর্ট ওদের যে অর্ডার দিয়েছে তাই ওরা পালন করেছে।"

"তা হলে বলব আপনাদের উচিত এমন অর্ডার চেঞ্জ করা।"

অর্জুন বলল, "কিছু মনে করবেন না, এখানে আপনারা বেড়াতে এসেছেন। জায়গাটা নিশ্চয়ই আপনারা ভালভাবে জানেন না। স্থানীয় ড্রাইভার গাড়ি চালালে তো আপনাদেরই সুবিধে। তা ছাড়া রাত্রে পথ চেনাও একটা ঝামেলার ব্যাপার।"

"ঠিক। কিন্তু আমি এই অঞ্চলে প্রথমবার আসছি না। তার ওপরে আমরা তো চাইতেই পারি গাড়ি, চলার সময় আমাদের যে আলোচনা হবে তা কোনও তৃতীয় ব্যক্তি যেন না শোনে। আন্ডারস্ট্যান্ড," ভদ্রলোক বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

"আপনি আপনার ঘরে অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে জানাচ্ছি।" কর্নেল বসু অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "এই সময় নিশ্চয়ই কোনও টুরিস্ট স্পটে যাবেন না, কতদূরে যেতে চাইছেন?"

"ডিনারে যাব। নেমন্তন্ন আছে। জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি, যেখানেই যাই, রাত বারোটার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। যদি গাড়ি না পাওয়া যায় তা হলে অন্যকিছু ভাবতে হবে।" ভদ্রলোক হনহন করে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

অর্জুন ভদ্রলোকের যাওয়া দেখল। কিছু মানুষ আছে যারা যুক্তির ধার ধারে না। এও তেমনি। সে পেছন ফিরতে একজন বেয়ারা এসে সেলাম করে বইটা দিল। জানাল পড়া হয়ে যাওয়ায় গেস্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। বইটা খুলল অর্জুন। তারপর করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে শেষের পাতায় চলে গেল। সেখানে অঘোরবাবুর হাতের লেখা, 'এই বইটির প্রথম পাঠের স্মৃতি আজও স্পষ্ট। সেদিন কী শিহরিত হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল পরে আজ দ্বিতীয়বার পাঠ একদম জমল না। কাল রাত্রে আমার মুখে বিস্মিতভাব ফুটেছিল তা তুমি জানলে কী করে? হ্যাঁ, ওই দুটো সুট পরা লোকের হাঁটার ভঙ্গি খুব চেনা বলে মনে হয়েছিল। হয়তো মনের ভুল। কবে দেখা হবে? কখন?"

কর্নেল বসু ফিরে এলেন, "ভদ্রলোক জেদ ধরেছেন, নিয়মটা তাই পালটাতে হল। একটা পুরনো গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই ওঁরা পালিয়ে যাবেন না। কিন্তু ওঁদের ফিরতে হবে রাত বারোটার মধ্যে।"

"গাড়ির জন্যে নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছেন?"

"নিশ্চয়ই, পেট্রল ছাড়া ঘণ্টায় একশো টাকা দিতে রাজি হয়েছেন," কর্নেল বসু বললেন, "তুমি যাও, রেস্ট নাও। আর একঘণ্টা বাদে তো তোমার শুরু।"

এই সময় একজোড়া নারী পুরুষ হাসতে হাসতে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সম্ভবত বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। এদিকে মাঝে-মাঝেই নানারকম হামলার কথা শোনা যায়। কর্তৃপক্ষ সেগুলোকে আমল দিতে চান না। তা হলে লোকে ভয় পাবে এখানে আসতে।

অর্জুন লনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ধে গাঢ় হচ্ছে। যদিও পশ্চিম আকাশে এখনও একটু একটু আলো। সে মুখ নামিয়ে লোকদুটোকে দেখতে পেল। দু'জনের পরনে সুট, একজনের মাথায় টুপি।

কোনও কথা না বলে গেটের দিকে চলে গেল।

রাত তখন বারোটা। মনিটারের সামনে বসে না থেকে অর্জুন করিডরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে লনের ওপর হালকা হলদে আলো নেতিয়ে রয়েছে। চারধার চুপচাপ, নিঝুম। অর্জুন ভাবছিল, এইভাবে দিনের পর দিন অঘোরবাবুকে ঘরবন্দি করে রাখা ঠিক নয়, উনি থাকতেও চাইবেন না। উপেন যদি চারদিকে রটিয়ে দেয় যে, অঘোরবাবু এখানে আছেন তা হলে একটা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল যারা জানে উপেন যা বলে তা মিথ্যে, তা হলে কথাটাকে কেউ বিশ্বাস করবে না।

এই সময় একটা গাড়ি গেটের ওপাশে এসে হর্ন দিল। হেডলাইটের জোর আলো লোহার গেটের ফাঁক গলে ভেতরে আসছে। বোধ হয় সেই সুটপরা ভদ্রলোকেরা ফিরল। ঘড়ি দেখল সে। ওরা কথা রেখেছে। রাত দশটার পর মূল গেট খোলা হয় না। পাশের ছোট গেট দিয়ে ওরাই ঢুকল। সিকিউরিটির হাতে চাবি দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল লনের মধ্যে দিয়ে। অর্জুন একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। না, ওরা নেশা করে আসেনি। টুপি পরা লোকটির হাঁটার ভঙ্গিটা একটু অন্যরকম। কিন্তু এখন যে দু'জনেই টুপি পরে আছে। যাওয়ার সময় গত রাতেও একজনের মাথায় টুপি ছিল। শখ হয়েছে বলে দ্বিতীয়জন কি কোনওখান থেকে টুপি কিনেছে। ঠিক সামনে দিয়ে ওরা যখন যাচ্ছে তখন অর্জুনের মনে হল দ্বিতীয় লোকটি হঠাৎ এত লম্বা হয়ে গেল কী করে। দু'জনে তো মাথায় মাথায় ছিল! হাতদশেক দূর দিয়ে ওরা চলে গেল নিজেদের ঘরের দিকে। একজন চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল। অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে। যে দরজা খুলল সে সঙ্গীকে পাশের দরজাটা হাত তুলে দেখিয়ে দিতে সে এগোল। লোকটি দরজা খুলল। সঙ্গীর দিকে হাত নাড়ল। তারপর ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালতে সময় নিল। তার অনেক আগেই পাশের ঘরের আলো জ্বলে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার দরজা বন্ধ করতে এসে লোকটা চারপাশে তাকাতেই অর্জুন ওর মুখ দেখার চেষ্টা করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এই লোকটি কে? যে বিকেলে কর্নেল বসু এবং তার কাছে গাড়ি না পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে এসেছিল তার চেহারার সঙ্গে এর কোনও

www.boiRboi.blogspot.com

অঘোরবাবু বললেন।

"খুব দুঃখিত। আপনি শুধু ভাবুন সেইসব মানুষের কথা যারা আধা-অন্ধকার ছোট্ট কুঠুরিতে আমৃত্যু থাকতে বাধ্য হচ্ছে আদালতের রায়ে।" অর্জুন বলল।

"তারাও নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যায়। তা ছাড়া তারা অন্যায় করেছে বলেই শাস্তি পাচ্ছে। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। তা ছাড়া এভাবে ঘরে আটকে থাকলে ওদিকে কী হচ্ছে তা জানতেও পারব না।" অঘোরবাবু অর্জুনের হাত ধরে বললেন, "অন্য কোনও রাস্তা ভাবো ভাই।"

"আমি চাইছি আপনি যে রেস্টিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন তা লোকে জানুক।" অর্জুন বলল।

চমকে উঠলেন অঘোরবাবু, "তা হলে আমি এখানে এলাম কেন? বাড়িতেই থাকলে হত।"

"এখানে আপনার কাছে পৌঁছতে অনেকগুলো বাধা ডিঙোতে হবে। অথবা রেস্টিতে অতিথি হয়ে উঠতে হবে। আপনার বাড়িতে একটা ফোন বা চিঠি পাঠালেই কাজ হয়ে যায়।"

"তারপর?"

"আমি চাইছি ওরা আসুক।"

"বুঝলাম না।"

"দেখুন, আপনি মারা গেলে টাকাটা পেতে ওদের অসুবিধে হবে না। আপনি বেঁচে থেকে যদি ওদের হাতে টাকা তুলে দেন তা হলে আলাদা কথা, যা ওরা আশা করছে না বলেই মনে হয়। এ ছাড়া টাকা পেতে হলে আপনার বিরুদ্ধে ওদের মামলা করতে হয়। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ ওই ভুল করবে না," অর্জুন বলল।

"কেন?"

"প্রথম কথা, ওদের প্রকাশ্যে আসতে হবে। মামলা হলে আপনি নিশ্চয়ই কনটেস্ট করবেন। এমনি ছেড়ে দেবেন না। লোয়ার কোর্টে যদি ওরা জিতে যায় তা হলে আপনি আপিল করবেন। সেখানে হারলে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রয়েছে। এই মামলার নিষ্পত্তি হতে কুড়ি পঁচিশ বছর লেগে যাবে। যারা কারচুপি করে টাকা হাতাতে চায় তাদের এতটা ধৈর্য থাকার কথা নয়। তাই মামলার পথে হাঁটবেই না।" অর্জুন মাথা নাড়ল, "আপনি আর ক'টা দিন কষ্ট করে এখানে থাকুন।"

"বুঝলাম। কিন্তু তুমি রেস্টিতে আছ অথচ আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছ না, এটাও আমার কাছে খারাপ লাগে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি কেন কথা বলো না, তবু—।" অঘোরবাবু কথা শেষ করলেন না।

"ঠিক আছে, আপনি সকাল বিকেল লনে ঘুরবেন, লাইব্রেরিতে যাবেন। দিনে একবার, এইসময়, এদিকে বেড়াতে আসবেন। যার সঙ্গে দেখা হবে তার সঙ্গে হেসে কথা বলবেন। আমার সঙ্গেও। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আপনি ডাক্তারের পরামর্শে রেস্টিতে এসেছেন বিশ্রাম নিতে। শরীর ঠিক হলেই ফিরে যাবেন। নিজে থেকে কাউকে বলবেন না, কেউ জিজ্ঞাসা করলে জানাবেন।" অর্জুন বলল।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ কানে এল। নীচ থেকে উঠছে গাড়িটা। তারপরেই বাঁকের মুখে সেটাকে দেখা গেল। এটা রেস্টির মারুতি। আড়ালে চলে যাওয়ার মুহূর্তে বোঝা গেল ড্রাইভার ছাড়া একজন আরোহী রয়েছে গাড়িতে।

গাড়ি ওপরে উঠে গেলে অর্জুন বলল, "চলুন ফেরা যাক। আপনি ধীরে হাঁটুন, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, ওপর থেকে নেমে আসা গাড়ির আওয়াজ পেতে রাস্তার পাশে যে কোনও একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবেন যাতে আপনাকে গাড়ি থেকে দেখা না যায়।"

অর্জুন পা চালাল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে রেস্টিতে পৌঁছে গেল। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানল তার সন্দেহ ঠিক। রেস্টির গাড়ি আবার আজ ভাড়া করেছে মিস্টার শর্মা। সামসিং বেড়াতে গিয়েছে। সঙ্গী তার বন্ধু।

এরা বেশ সাহসী লোক। একজনের বদলে আর একজনকে সাজিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে সে দেখতে পেল বাইশ এবং তেইশ নম্বর ঘরের দরজা খোলা। এমন তো হওয়ার কথা নয়। বাইরে বেরোবার সময় কেউ ঘরের দরজা খুলে রেখে যায় না। তার মানে কি শর্মার নাম করে ভাড়া নেওয়া গাড়িতে অন্য কেউ গেল? অর্জুন বাইশ নম্বরের দিকে এগোল। শর্মা ঘরে থাকলে হেস্তনেস্ত করা যাবে।

দরজায় পৌঁছে সে হতাশ হল। হাউস কিপিং-এর মহিলা বিছানা ঠিক করছে। ঘরে আর কেউ নেই। তাকে দেখে মাথায় হাত ছোঁয়াল মহিলা।

"তুমি যে ঘর পরিষ্কার করছ তা সাহেবরা জানেন?"

"না স্যার। ওঁরা চলে যাওয়ার পর এসেছি। এটাই টাইম।"

"ঠিক আছে, তোমার কাজ করো।" অর্জুন পাশের ঘরের দরজায় গেল। সামসিং থেকে ফিরে আসতে ওদের কিছুটা সময় লাগবে। সে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা সুটকেস, টেবিলের ওপর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক কিছু পেল না সে। তেইশ নম্বরের লোকটি গোড়া থেকেই মাথায় টুপি রাখছে। একটা বিলিতি মদের বোতল পাওয়া গেল যার কিছুটা খাওয়া।

ততক্ষণে হাউস কিপিংয়ের মহিলা বাইশ নম্বর গুলিয়ে ফেলে তেইশ নম্বরের দরজায় চলে এসেছে। তাকে কাজ করতে দিয়ে অর্জুন আবার বাইশ নম্বরে ঢুকল। খোঁজা শুরু হতেই প্রথমে যে টোলট্যাক্স দেওয়ার টিকিট হাতে এল সেটি জলপাইগুড়ি শহরের মুখে তিস্তা ব্রিজের টোল পেমেন্ট করার রসিদ। অর্থাৎ ওরা জলপাইগুড়িতে গিয়েছিল গতকাল অথবা জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়িতে এখান থেকে ফলবাজার হয়ে যাওয়াই সহজ, কম রাস্তা। ওরা খামোখা ঘুরতে যাবে কেন? তারপর তিনটে টাইপ করা কার্ডের সঙ্গে কয়েকটা সাদা নেমকার্ড পাওয়া গেল। অর্থাৎ কেনা হয়েছিল কিন্তু সবগুলোতে টাইপ করা হয়নি। তারপরে যে বইটি হাতে এল তা দেখে চমকে উঠল অর্জুন। মিস্টার শর্মা বাংলায় কথা বলে না, কানপুর থেকে এসেছে। অথচ তার সুটকেসে সত্যজিৎ রায়ের বাংলা বই। 'সোনার কেল্লা'। বইটার একটা পাতার কোনা মোড়া আছে, যা প্রমাণ করছে ভদ্রলোক এটি পড়েছে। অবশ্য অনেক অবাঙালি মানুষ বাংলা বই পড়েন, বললে ভুল হতে পারে ভেবে বলেন না। মিস্টার শর্মা সেই রকম একজন হতে পারে। বইয়ের শেষ পাতায় ক্যাশমেমো পেয়ে গেল অর্জুন। জলপাইগুড়ির পাহাড়িপাড়ায় জীবনদার দোকানের রসিদ। তারিখ গতকালের।

আর ঝুঁকি না নিয়ে বেরিয়ে এল অর্জুন। এখনও ওরা ফেরেনি।

টোলট্যাক্সের রসিদ বললে ওরা তিস্তা ব্রিজ পেরিয়েছিল। কিছু সাদা কার্ড আর কয়েকটি টাইপ করা কার্ড প্রমাণ করছে যে, তাড়াহুড়োয় ওটা করা হয়েছে। সোনার কেল্লা বইটা এই বয়সে শর্মা পড়ছে কারণ তার যে কোনও রকম থ্রিলার ভাল লাগে এবং বাংলা পড়তে জানে। আর বইয়ের ক্যাশমেমো কালই জীবনদার দোকান থেকে ইসু হয়েছে, কারণ ওরা ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনদার দোকান বন্ধ হয় ঠিক আটটায়। এরা সন্ধের মুখে এখান থেকে বেরিয়ে ওখানে কখন পৌঁছেছিল? নাকি কালই অন্য কেউ দোকান থেকে বইটা কিনেছিল। যে অবধি পড়া হয়েছে বইটা তা শর্মা কখন পড়ল? ফিরেছে তো মাঝরাতে। তা হলে পড়ে পাতা মুড়েছে কে?

জলপাইগুড়ির ভেতর কাউকে ফোন করলে অর্জুন অনুমতি ছাড়াই করতে পারে। ওটাকে লোকাল কল বলে ধরা হয়। ব্যক্তিগত যা অন্য কেউ শুনুক কাম্য নয়, তেমন ফোন এখান থেকে না করে চালসার এস টি ডি বুথে গিয়ে করাই উচিত, যেমন সে অঘোরবাবুকে করেছে। কিন্তু এখন এই চড়া রোদে আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না।

রেস্টির অতিথিদের জন্যে করিডরের দেওয়ালে পয়সা ফেলে

www.boiRboi.blogspot.com

ফোন করার ব্যবস্থা আছে। সেখানে গিয়ে ফোন করলে অনেকের চোখে পড়বে। বিনা পয়সায় যে ফোন করতে পারে সে কেন পয়সা খরচ করছে? অর্জুন রিসেপশনে গেল। কাউন্টারের একপাশে রাখা ফোন তুলে ডায়াল করল ক্যাশমেমো দেখে। কোনও শব্দ নেই। দ্বিতীয়বারেও তাই। রিসেপশনিস্ট হেসে বলল, "আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"না, না। দেখছি।" আবার বোতাম টিপল অর্জুন।

"এখান থেকে কলকাতা দিল্লি একবারে পাওয়া যায়, লোকাল কলের প্রবলেম হয়।"

কথাটা কানে তুলল না অর্জুন, কারণ ওপাশে রিং হচ্ছে। তারপরেই জীবনদার গলা শুনতে পেল সে, "হ্যালো!"

"জীবনদা, আমি অর্জুন।"

"অর্জুন? ওহো! হ্যাঁ। কোত্থেকে বলছ?"

"চালসার কাছ থেকে। একটা খবর চাই। কাল আপনি সোনার কেল্লা বিক্রি করেছেন যাকে, তার চেহারা মনে করতে পারবেন?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"কাল? গতকাল সোনার কেল্লার তিন কপি বিক্রি হয়েছে। তার কথা বলছ?"

"যাচ্চলে! শেষ কপি কখন বিক্রি হয়েছে?"

"দাঁড়াও।" জীবনদা তাঁর কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন। লোকটা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে তিনি উত্তেজিত হলেন, "হ্যাঁ। কাল দুপুরে। তুমি তো জানো দুটো থেকে পাঁচটা দোকান বন্ধ রাখি। খেতে যাব বলে দরজা বন্ধ করছি তখনই লোকটা এল। যত বলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, পরে আসুন, তবু নাছোড়বান্দা। দিতেই হল শেষ পর্যন্ত। ওই শেষ।"

"বাকি দুই কপি?"

"সকালে বিক্রি হয়েছে। আমাদের পাড়ারই দুটো বাচ্চা ছেলে। কেন বলো তো?"

"দুপুরের লোকটাকে কি আপনি চেনেন?"

"আমার কর্মচারী চেনে। থ্রিলার কেনে মাঝে-মাঝে। তবে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা নয়। কোনও কোম্পানির রিপ্রেজেন্টিভ।" জীবনদা বললেন।

"লোকটা দেখতে কেমন?"

জীবনদা যে বর্ণনা দিলেন তার সঙ্গে মিস্টার শর্মার চেহারার কোনও পার্থক্য নেই।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "লোকটা কি স্পষ্ট বাংলা বলছিল?"

"হ্যাঁ। বাঙালি, বাংলায় কথা বলবে না কেন?"

"ঠিক আছে। আপনি একটু খোঁজ নেবেন লোকটা সম্পর্কে?"

"চেষ্টা করব। নতুন কোনও কেস নাকি?"

"বোধ হয়। রাখছি।"

ঘরে চলে এল অর্জুন। বিছানায় শুয়ে সে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাথায় ভাবনাগুলো মারপিট করছে এখন। কাল দুপুরে শর্মা এই বইটা কিনেছে। কোন শর্মা? যে এখানে ওই পরিচয় দিয়ে উঠেছে সে দুপুরে জলপাইগুড়ির দোকান থেকে বই কিনতে পারে না। সে তার সঙ্গীর সঙ্গে সন্ধের মুখে এখান থেকে বেরিয়েছিল। ওদিকে যিনি বইটা কিনেছেন তিনি পরিষ্কার বাংলা বলেছেন। এর আগেও জীবনদার দোকান থেকে থ্রিলার কিনেছেন। দুপুরে বই কেনার পর নিশ্চয়ই যেখানে থাকেন সেখানে ফিরে গিয়ে কিছুটা পড়েওছিলেন। আর জীবনদার বর্ণনামতো ওঁর চেহারার সঙ্গে এই শর্মার হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে, তাই রাত্রে এখানকার শর্মা জলপাইগুড়িতে থেকে গিয়েছেন আর জলপাইগুড়ির লোকটি শর্মা সেজে চলে এসেছে।

কিন্তু কেন এই লুকোচুরি? সেটা না জানা পর্যন্ত ওদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোনও লাভ নেই। একমাত্র টি শব্দটির ভাঙা অক্ষর ছাড়া ওদের সঙ্গে অঘোরবাবুর কোন সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া পুলিশ কিছুই করবে না। জাল পরিচয় দিয়ে এখানে থাকার জন্য রিসর্ট ওদের বের করে দিতে পারে এই পর্যন্ত।

রাত জাগার ধকলে স্নান-খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্জুন। ঘুম ভাল যখন তখন দিন যায় যায়। জিন্স আর লাল গেঞ্জি পরে সে বেরিয়ে এল। ফিরে আসছে সাইট সিয়িং-এর গাড়িগুলো। হইহই করতে করতে অতিথিরা নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেলেন। অর্জুন দেখল এক ভদ্রলোক গেট দিয়ে ঢুকছেন, তাঁর সুটকেস বয়ে নিয়ে আসছে বেয়ারা। ভদ্রলোক সাদা রুমালে তাঁর টাক মুছছেন। বোঝাই যাচ্ছিল ভদ্রলোক বেশ নার্ভাস। বেয়ারা ওঁকে রিসেপশনে নিয়ে গেল।

অর্জুন কৌতূহলী হল। রিসেপশনে ঢুকে কাউন্টারের ওপর রাখা খবরের কাগজ তুলে তা দেখার ভান করে ভদ্রলোকের কথা শুনতে চাইল।

"আমাকে বলা হয়েছে এই রিসর্টে আগের নামে ঘর বুক করে রাখা হয়েছে।" ভদ্রলোক মিনমিনে গলায় বললেন।

রিসেপশনিস্ট কম্পিউটারের চার্ট দেখতে দেখতে বলল, "আর এন গুপ্তা?"

"রবীন্দ্রনাথ গুপ্তা।" ভদ্রলোক অকারণে বললেন।

"হ্যাঁ স্যার। আপনার জন্যে কটেজ বুক করা হয়েছে।"

"কটেজ?"

"হ্যাঁ। যে সমস্ত গেস্ট একটু ভালভাবে থাকতে চান তাঁরা কটেজে থাকেন। বেডরুম ছাড়া একটা সিটিংরুম পাবেন ওখানে। দুটো টয়লেট।"

"হুঁ। চার্জ কত?"

"সাড়ে তিন হাজার পার ডে।"

"মাই গড!"

"কিন্তু এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আপনি যদি আজ সন্ধের মধ্যে না আসেন তা হলে বুকিং ক্যানসেল করে দেওয়া হবে। আসলে একটা দিনের চার্জ যিনি বুক করেছেন তিনিই পে করবেন। ক্যানসেল চার্জও তিনিই দিতেন।' রিসেপশনিস্ট জানাল।

"আপনাদের এমনই ভাল ঘর নেই?"

"না স্যার। আজ আমরা পুরোপুরি অকুপাইড।"

"তা হলে তো আমার কোনও চয়েস নেই। কটেজই দিন। কিন্তু আর কেউ পে করুক আমি চাই না। আমার ব্যাপারটা আমিই দেখব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনার পুরো ঠিকানা বলুন।"

"আর এন গুপ্তা, তিনশো তিরিশ বাই ওয়ান বি, সল্টলেক, কলকাতা।"

"টেলিফোন নাম্বার?"

"টু থ্রি থ্রি সেভেন জিরো জিরো জিরো জিরো।"

"এখানে সই করুন প্লিজ।"

মিস্টার গুপ্তা সই করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি জানতে পারি মিস্টার শর্মা নামের এক ভদ্রলোক কি এখানে এসে গেছেন?"

"মিস্টার শর্মা? ও হ্যাঁ। উনি আছেন।"

"তা হলে দয়া করে তাঁকে জানিয়ে দেবেন আমি পৌঁছে গিয়েছি।"

বেয়ারা মিস্টার গুপ্তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এক নম্বর কটেজে। অর্জুন রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার শর্মা এই ভদ্রলোকের জন্যে কটেজ কবে বুক করেছেন?"

কম্পিউটারের বোতাম টিপে রিসেপশনিস্ট জানাল, "গতকাল রাত আটটায়।"

"তখন তো উনি বাইরে গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। টেলিফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে বুক করতে বলেছিলেন।"

"কোত্থেকে ফোন করছিলেন বলেছিলেন?"

"না স্যার।"

অর্জুন বেরিয়ে এল। শর্মারা যদি কাল রাত্রে জলপাইগুড়ি অথবা

www.boiRboi.blogspot.com

শিলিগুড়ি থেকে ফোনে কটেজ বুক করে থাকে তা হলে আর এন গুপ্তার সঙ্গে কথা বলেই করেছে। অর্থাৎ গুপ্তার এখানে আসাটা হঠাৎ ঠিক হয়েছে। গুপ্তা নিশ্চয়ই সকালের প্লেন ধরে বাগডোগরায় চলে এসেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এতই জরুরি হয় তা হলে মিস্টার গুপ্তার কথায় এত বিচ্ছিন্নভাব কেন? এখানে এসেই তো শর্মার সঙ্গে কথা বলা স্বাভাবিক, রিসেপশনিস্টকে বলবেন কেন খবর দিতে?"

অর্জুনের ডিউটি শুরু হয়ে গেল। মনিটারগুলোর সামনে বসে সে রেস্টির সর্বত্র চোখ বোলাতে লাগল। লনে এখন অনেকেই হাঁটছেন। চারপাশের জোরালো আলোয় লন আলোকিত যদিও ক্যামেরায় তাঁদের মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ অঘোরবাবুকে দেখতে পেল অর্জুন। লনে পায়চারি করছেন। ভদ্রলোকের জন্যে মায়া হচ্ছিল ওর। কিন্তু অন্য কোনও পথ তো মাথায় আসছে না।

রাত ন'টা। যারা ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে এল তারা খেয়ে চলে গেল। এই সুটপরা দু'জনের একজনকে দেখতে পেল অর্জুন, মাথায় টুপি পরা লোকটি মুখ নামিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকে গেল। এই লোকটাই গোড়া থেকে টুপি পরে আছে। শর্মা তো কাল টুপিধারী হল।

ডাইনিং রুমের ভেতরটা দেখল সে। বিভিন্ন টেবিলে অতিথিরা খাচ্ছে। টুপিওয়ালা বসেছে এক কোনায়, একা টেবিলে। ওর সঙ্গী খেতে এল নাকি? লোকটা শর্মা অথবা শর্মা নাই হোক, রাত্রে খিদে তো পাবেই। রেস্টুরেন্টে ফোন করে অর্জুন জানল, শরীর ভাল নয় বলে বাইশ নম্বর ঘরে ডিনার সার্ভ করতে বলেছে। আর এক নম্বর কটেজ রাত্রে খাবে না।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে অর্জুন এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজটা করল। রেস্টির বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোনও অতিথিকে ফোনে বিরক্ত করা নিষেধ। তবু এক নম্বর কটেজে ফোন করল সে।

চারবার রিং হওয়ার পর একটু জড়ানো গলা কানে এল, "হ্যালো!"

"নমস্কার মিস্টার গুপ্তা। রেস্টিতে আসার জন্যে অভিনন্দন। আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?" অর্জুন খুব নম্র গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"ঠিক আছে।"

"আপনি কি আগামীকাল লোকাল সাইট সিয়িং-এ যেতে চান?"

"এই প্রশ্নটা আধঘণ্টা আগে আর একজন করেছিলেন। না। আমি কাল কলকাতার প্লেন ধরব। আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে খুশি হব।" আর এন গুপ্তা বললেন।

"নিশ্চয়ই।" অর্জুন কথাটা বলতেই ওপাশে ফোন রেখে দেওয়ার আওয়াজ হল।

কী এমন জরুরি ব্যাপার যে, গুপ্তার মাত্র একরাতের জন্যে প্লেনে চেপে বাগডোগরায়, তারপর গাড়িতে এতটা পথ আসতে হয়েছে?

রাতটা কাটল ভালভাবেই। ঘরে ফিরে অর্জুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। এখন দশটা বাজে। সে রিসিভার তুলতে কর্নেল বসুর গলা পেল, "বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। তোমাকে আজ রাত্রে ডিউটি করতে হবে না। তার বদলে এখনই কি বাগডোগরায় যেতে হবে, আশা করি আপত্তি করবে না।"

"বাগডোগরা!" অর্জুন হতভম্ব।

"হ্যাঁ। আমাদের একজন অতিথি প্লেন ধরতে যাচ্ছেন। উনি একজন এসকর্ট চাইছেন।"

"মনে হচ্ছে নার্ভাস টাইপের মানুষ। কোনও কারণে একা যেতে সাহস পাচ্ছেন না।"

"আমি আসছি।"

মিনিটদশেকের মধ্যে সে কর্নেল বসুর সামনে পৌঁছে গেল, "ভদ্রলোক কি মিস্টার গুপ্তা?"

অবাক হলেন কর্নেল বসু, "তুমি জানলে কী করে?"

"কাল যখন উনি এলেন তখনই ওঁকে দেখে বেশ নার্ভাস লাগছিল।" অর্জুন বলল।

"ও। তুমি তো আবার গোয়েন্দা।"

"না স্যার। সত্যসন্ধানী।"

"ও। হ্যাঁ। মিস্টার গুপ্তা এসকর্ট চাইছেন।"

"কিন্তু আমি ওঁকে বিপদে পড়লে সাহায্য করব কী করে? আমার তো আর্মস নেই।'

"যদি থাকত তা হলেও কি তুমি ব্যবহার করতে পারতে? ড্রাইভার ছাড়া সঙ্গে একজন যাচ্ছে এতেই ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হবেন।" কর্নেল বসু বললেন, "ওঁকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়েই ফিরে এসো। সিকিউরিটির কাউকে সঙ্গে দিতে পারতাম, কিন্তু তারা ওঁর পছন্দ নয়।"

ঔৎসুক্য ছিলই, অর্জুন গেটের দিকে এগোল। একেবারে সামনে অঘোরবাবু। বোধ হয় বাইরে হাঁটতে যাচ্ছেন। অর্জুন হাসল, "আজ রেস্টির মধ্যেই হাঁটাহাঁটি করুন, বাইরে বের হবেন না। আমি বেরুচ্ছি।"

"কোথায়?"

"বাগডোগরায় যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?" মুখে আলো ফুটল অঘোরবাবুর।

"না। আমি যাকে এসকর্ট করছি তিনি ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"তুমি নামিয়ে দিয়েই ফিরবে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমি আর একটা গাড়ি নিই। ফেরার পথে একসঙ্গে গল্প করতে করতে আসা যাবে। জলপাইগুড়িতে যাওয়া আমার খুব দরকার। তুমি সঙ্গে থাকলে যাওয়া যেতেই পারে।"

"অনর্থক এত খরচ করবেন?"

"অনর্থক! এখানে বসে থেকে থেকে হাত পা মনে মরচে পড়ে গেল, তুমি অনর্থক বলছ?"

অতএব রেস্টি থেকে আর একটি গাড়ি নেওয়া হল। যাওয়ার আগে অঘোরবাবু বলে গেলেন তিনি মালবাজারের পেট্রল পাম্পের সামনে অপেক্ষা করবেন। অর্জুনের গাড়ি বেরিয়ে গেলে অনুসরণ করবেন। অঘোরবাবুর উৎসাহে জল ঢালতে পারল না অর্জুন।

আর এন গুপ্তা এলেন সাদা রুমালে টাক মুছতে মুছতে। বেয়ারা তাঁর সুটকেস তুলে দিয়েছিল ডিকিতে। অর্জুন নমস্কার করল, "আমি অর্জুন। আমাকে রেস্টি থেকে আপনার সঙ্গে যেতে বলা হয়েছে।"

মাথা নাড়লেন গুপ্তা। তারপর পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়লেন। অর্জুন ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, গুপ্তা বললেন, "নো। পেছনে আসুন।"

অর্জুন অবাক হল। সাধারণত বিত্তবান মানুষ অপরিচিত ভাড়া করা লোককে দূরেই রাখতে চান।

"আমার ফ্লাইট ঠিক দেড়টায়। পৌঁছে যাব তো?"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, "অনায়াসে।"

গাড়ি নেমে এল চালসায়। মিস্টার গুপ্তা বললেন, "আমি একটা পান খাব ড্রাইভার। মিঠা পাতা, এলাচ, সুপারি, চবনবাহার। খয়ের এবং জরদা চাই না।"

গাড়ি থামল একটা দোকানের সামনে। মিস্টার গুপ্তা ড্রাইভারকে পাঁচটা টাকা দিতে সে নেমে গেল। মিস্টার গুপ্তা বললেন, "এই জায়গার নাম চালসা, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"রিসর্টটি চমৎকার জায়গায় হয়েছে। তুমি ওখানে চাকরি করো?"

"হ্যাঁ। দু'দিন হল।"

"নামটা অর্জুন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তোমাকে আমার পাশে বসতে বললাম কেন তা জানানো

www.boiRboi.blogspot.com

দরকার। ডিটেলসে বলছি না, আমি কাল কলকাতা থেকে এসেছিলাম একটা নোংরা সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু সমাধান হল না।"

"কেন?"

"কারণ যে লোকটা কলকাতায় আমার সঙ্গে কথা বলেছিল সে আসেনি। তার বদলে যে এসেছিল তাকে আমি চিনি না। মজার ব্যাপার, নিজেকে ও বদলে যাওয়া লোক বলে স্বীকার করল না। দাবি করল সে কলকাতায় আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু আমি আর কথা বলতে চাইনি। চলে যাওয়ার আগে লোকটা যেভাবে আমাকে শাসিয়ে গেল তাতে মনে হল ও প্রতিশোধ নেবেই। রাস্তায় যদি গুলি চালায় তাই তোমাকে পাশে বসালাম। তুমি বসে আছ দেখলে ওরা বোধহয় গুলি চালাবে না।" মিস্টার গুপ্তা বললেন।

"আমি তো আপনার বাঁ দিকে বসে আছি, ডানদিক দিয়ে যদি গুলি করে?"

"হ্যাঁ, পারে, তবে সম্ভাবনা কম। ওরা যদি চালসা থেকে আসে তা হলে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে বাঁ দিকেই নামবে। সেটাই স্বাভাবিক।"

"আপনি পুলিশকে ইনফর্ম করলেন না কেন?"

"সেটা সম্ভব ছিল না। আমি মিথ্যেবাদী হিসেবে চিহ্নিত হতাম। একজনের ধর্ম-উপদেশ শুনে মোহিত হয়ে তাঁকে আমার বালিগঞ্জের বাড়িটা দান করব বলে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। বাড়িটি খালি আছে, তিনি সেখানে আশ্রম করতে পারেন। আমি যখন কথাগুলো বলেছিলাম তখন কয়েকজন শিষ্য তা শোনেন। পরদিন থেকেই শিষ্যরা চাপ দিতে আরম্ভ করল দানপত্র লিখে দেওয়ার জন্যে। আমার খেয়াল ছিল না বালিগঞ্জের বাড়িতে আমার বড় মেয়ের অংশ আছে। সে আপত্তি করল। আমারও মনে হল চটজলদি কথা দেওয়া ঠিক হয়নি। যিনি উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি আচমকা উধাও হয়ে গেলেন। তার বদলে—।" হঠাৎ দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল, "দাদাভাই, ও দাদাভাই।"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল উপেন দৌড়তে দৌড়তে আসছে। জানলার কাছে পৌঁছে বলল, "আপনার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। আমার খুব জরুরি কাজ আছে এখানে,"

"এই গাড়ি আমার নয়। আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না।" অর্জুন বলল।

উপেন সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে মিস্টার গুপ্তাকে বলল, "গুড মর্নিং স্যার। আই অ্যাম উপেন, উপেনকথক। কথকতা করি। এই দাদা নোজ মি। আমি সামনে বসতে পারি?"

মিস্টার গুপ্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কথকতা করেন মানে?"

"উপদেশ স্যার। ভাল ভাল গল্পের মধ্যে দিয়ে উপদেশ। আপনি যদি একবার শোনেন তা হলে মনে হবে কথামৃত শুনছেন।" উপেন হাতজোড় করেই রইল।

"ইন্টারেস্টিং। তুমি একে ভাল করে চেনো?" মিস্টার গুপ্তা অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুনের ইচ্ছে হচ্ছিল না উপেনকে গাড়িতে তুলতে। কিন্তু সে বলতে বাধ্য হল, "চিনি।"

এর মধ্যে ড্রাইভার পান নিয়ে এল। সেটা মুখে পুরে মিস্টার গুপ্তা বললেন, "লোকজন বেশি থাকা ভাল। বেশ, উঠে পড়ুন।"

বলামাত্র উপেন তার ঝোলা নিয়ে সামনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসন্তুষ্ট অর্জুন বলল, "উপেনবাবু, আপনি চুপচাপ বসে থাকুন, কথা বলবেন না।"

"কথা বলতে নিষেধ করছ কেন?" গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুন কিছু বলার আগেই উপেন মুখ খুলল, "দাদাকে একজন বলেছে আমি কথা বললেই নাকি মিথ্যে বলি। সেই থেকে দাদা—।"

"ওর প্রসঙ্গ থাক," অর্জুন হাসল। গাড়ি তখন চলছিল মালবাজারের দিকে। অর্জুন বলল, "আপনার গল্পটা শেষ হয়নি এখনও।"

"গল্প নয়। আমার জীবনের অভিশাপ। থাক ওসব কথা," মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মিস্টার গুপ্তা। অর্জুন ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত ছিল গল্পটা শোনার পর থেকেই। অঘোরবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন মিল খুঁজে পাচ্ছিল সে। কিন্তু বাকি গল্পটা না জানলে কোনও সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। অথচ মিস্টার গুপ্তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারে তিনি কথা বলতে চাইছেন না। ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেন মুখ খুলেছিলেন অযাচিতভাবে আবার কেনই বা বন্ধ করলেন তা বুঝতে পারছিল না অর্জুন। হয়তো উপেনের কানে কথাগুলো যাক তা উনি চান না। যাকে তিনি অভিশাপ বলছেন তা নিশ্চয়ই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অবশ্য উপেন এবং তার মধ্যে ওঁর কাছে তো কোনও পার্থক্য থাকার কথা নয়। দু'জনেই তো ওঁর সদ্যচেনা।

মালবাজারের মোড় এবং পেট্রল পাম্প এসে গেল। অর্জুন দেখতে পেল অঘোরবাবুর গাড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই অঘোরবাবুর গাড়ি ওদের পিছু নিল। সামনের সিটে বসে উপেন চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। মিস্টার গুপ্তা সেটা লক্ষ করে বললেন, "উনি কী করছেন? ধ্যান নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হাসল উপেন, "না স্যার, মুখস্থ করছিলাম।"

"কী?"

"আজ আসরে যা বলব। এমনিতে আমি রামকৃষ্ণদেবের বাণী, যিশুর বাণী, শ্রীকৃষ্ণের লীলা পাবলিককে শোনাতাম। ইদানীং কিছু বুড়োবুড়ি ছাড়া ওসব শুনতে যে পাবলিক চাইছে না তা বুঝতে পারছিলাম। জলপাইগুড়িতে এক মহারাজ এসেছেন শুনে গিয়েছিলাম তাঁর কথা শুনতে। আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু পরের আসরে তাঁর বাণী একটু উগরে দিতেই দেখলাম পাবলিক খাচ্ছে। কী কাণ্ড। মনে করে করে লিখে ফেললাম সবটা। আমার ভাল না লাগলেও যদি ওই বাণী শুনিয়ে বেশি আদর পাওয়া যায় তো মন্দ কী?"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি যখন মনে করে করে লিখেছেন তখন আবার সেটাকে মুখস্থ করার দরকার কী? খামোখা মিথ্যে বলে চলেছেন!"

"সত্যি বলছি, একদম সত্যি।" উপেন দু'কানের লতি স্পর্শ করল।

মিস্টার গুপ্তা হাসলেন, "বেশ তো, আজ আসরে যা বলবেন তা আমাদের একটু শোনান। আপনারও ভাল মুখস্থ হয়ে যাবে।"

সোজা হয়ে বসল উপেন। দু'হাত মাথার ওপর তুলতে গাড়ির ছাদে ধাক্কা খেল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলা শুরু করল, "মায়েরা, আপনারা আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। উপস্থিত শ্রোতাদের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। ভগবানকে সৃষ্টি করেছে কে? না মানুষ। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে। এই দাবি মানুষই করতে পারে। আবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান। কিন্তু কোথায় সৃষ্টি করেছেন তিনি? এই পৃথিবীর বিশেষ কোন জায়গায়? সেখানে জন্মে ক্রমশ মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে? না। তা হলে চিনের মানুষের চেহারার সঙ্গে আফ্রিকার মানুষের চেহারার কোনও মিল থাকত। বনমানুষ থেকে মানুষের যে বিবর্তন ঘটেছিল তা পৃথিবীর সর্বত্র, যেখানে জল মাটি অরণ্য ছিল, সেখানে একইভাবে ঘটেছে। শিশু জন্মে কেঁদেছে ওঁয়া বলে। এক ভঙ্গিতে। তখন জাপানের মানুষ জানত না ইংল্যান্ডের মানুষের কথা, ভারতের মানুষ জানত না অস্ট্রেলিয়ার কথা। তাই প্রত্যেকে সৃষ্টিকর্তার নাম রেখেছে যে যার নিজের মতো করে। কিন্তু সবাই তাকে প্রথম ডেকেছে ভয় পেয়ে। রাতের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে সূর্যকে দেবতা হিসেবে ডেকেছে। কিন্তু যেহেতু তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে তাই ভগবানকে এক নামে ডাকা সম্ভব হয়নি। নাই হোক, জলকে পানি বা ওয়াটার বললে কি জলের স্বাদ বদলে যায়?"

www.boiRboi.blogspot.com

"দাঁড়াও," মিস্টার গুপ্তা উত্তেজিত গলায় বললেন, "এই সব কার কথা?"

"আজ্ঞে, মহারাজের," উপেন হাতজোড় করে বলল।

"কোন মহারাজ?" ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার গুপ্তা। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

অর্জুন বলল, "জলপাইগুড়িতে কিছুদিন আগে ভোলা মহারাজ নামে একজন এসেছিলেন। তিনি কালীবাড়িতে যা বলেছেন তা দেখছি উপেনবাবু প্রায় হুবহু বলতে পারছেন।"

"ভোলা মহারাজ? নো। মিথ্যে কথা। ঠিক এইসব বাক্য, মায় শব্দ আমি শুনেছি গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর মুখে। যা শুনে মুগ্ধ হয়ে আমি বালিগঞ্জের বাড়িটা ওঁকে দান করতে চেয়েছিলাম আশ্রম করার জন্যে। একই কথা দু'জন মানুষ বলতে পারে না।" মিস্টার গুপ্তা তখনও উত্তেজিত।

"হয়তো দু'জনে একই গুরুর শিষ্য। ভোলা মহারাজ হিমালয়ে আশ্রম করে আছেন।"

"ও। কিন্তু ওঁর কোনও গুরু আছেন বলে শুনিনি। গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর আশ্রম গোমুখের কাছে।" মিস্টার গুপ্তা চিন্তায় পড়লেন।

"কী বললেন?" চেঁচিয়ে উঠল অর্জুন, "ভোলা মহারাজের আশ্রমও সেখানেই। তা হলে ভোলা মহারাজ আর গম্ভীরানন্দ সরস্বতী কি একই মানুষ?"

"মে বি। ক'দিন পরে গম্ভীরানন্দ উধাও হয়ে যান। হয়তো তিনি ভোলা মহারাজ নামে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন। আমি ওঁর দেখা পাই গোমুখ বেড়াতে গিয়ে।"

অর্জুন ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। সেবক প্রায় এসে গিয়েছে। দু'পাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল এখানে। এতক্ষণ পেছনে পেছনে আসা অঘোরবাবুর গাড়ি অর্জুনদের থামতে দেখে গতি কমিয়েও শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আঘোরবাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখতে পেল অর্জুন।

মিস্টার গুপ্তা বললেন, "এ কী! সামনের গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল কেন?"

"হয়তো নেচারস কল। ওই গাড়িটা আমাদের রিসর্টের। একজনই পেছনে বসে আছেন। ভদ্রলোক আমার পরিচিত। কিন্তু মিস্টার গুপ্তা, আপনাকে কি ওই বাড়ির যে দাম তা ওদের দিতে বলা হয়েছে? ওরা সেই টাকার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আপনাকে এখানে ডেকেছিল?" অর্জুন সরাসরি প্রশ্ন করল।

মিস্টার গুপ্তা অবাক হয়ে তাকালেন, "তুমি জানলে কী করে?"

"কিন্তু কেউ টাকা চাইলেই আপনি আলোচনা করার জন্যে এতটা দূরে আসবেন না যদি আসতে বাধ্য না হন। তাই না? আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা আপনার কাছে একটা এফিডেভিটের কপি দিয়েছে যাতে আপনি স্বেচ্ছায় ওদের টাকা বা বাড়িটি দিচ্ছেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। এফিডেভিট সাধারণত কোর্টে গিয়ে করতে হয় এবং আপনি সাধারণত যে সই করেন তার সঙ্গে এফিডেভিটের সইয়ের কোনও পার্থক্য নেই। ঠিক বলছি কি?" অর্জুন দেখল শুনতে শুনতে মাথা নাড়ছেন ভদ্রলোক।

"নো। আমি সই করিনি। ওটা আমার সই নয়। ওরা নকল করেছে। আমি কোনও কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করিনি। ওটা সাজানো ব্যাপার," তীব্র প্রতিবাদ করলেন মিস্টার গুপ্তা।

"সাজানো ব্যাপার যদি হয় তা হলে আপনি এখানে এলেন কেন?"

"কারণ আমার ল-ইয়ার বললেন, ওটা যে আমার সই নয় তা কোর্টে প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। অনেক সময় হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টও পার্থক্য ধরতে পারবেন না।"

"তা হলে আপনি ওদের দাবি মেনে নিতেই এসেছিলেন?"

"নো। দিতে যদি বাধ্য হই তা হলে টাকার অঙ্ক কমাতে চেয়েছিলাম। আজ আমি যদি মারা যাই তা হলে ওদের পক্ষে দাবি অনুযায়ী টাকা পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। তাই ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু শর্মা বলে যে লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করেছিল তার চেহারার সঙ্গে এখানে যে কথা বলতে এল সেই শর্মার কোনও মিল নেই। আমি সেটা বলতেই লোকটা খেপে গেল। বলল, সোনার কেল্লার দখল ওরা নেবেই।" মিস্টার গুপ্তা বললেন।

"সোনার কেল্লা! মানে?"

"বালিগঞ্জের বাড়িটা যখন তৈরি হল তখন সত্যজিৎ রায় সোনার কেল্লা লিখেছিলেন। আমার মেয়ে তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিল। সে বাড়ির নাম ওই উপন্যাসের নামে রেখেছিল।"

অর্জুনের মনে পড়ল শর্মার সুটকেসে সোনার কেল্লা বইটা আধপড়া হয়ে পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ খেয়াল হল মিস্টার গুপ্তার, "তুমি এত সব খবর কী করে পেলে?"

"ওই যে গাড়িটা দেখছেন, ওখানে বসে আছেন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত ব্যবসায়ী অঘোরবাবু। ওরা তাঁরও সই জাল করে এফিডেভিট করিয়ে টাকা চেয়েছে। আমার পরামর্শে উনি রিসর্টে আত্মগোপন করেছিলেন। আমি দেখতে চাইছিলাম ওঁর খোঁজ না পেয়ে ওরা কী করে!"

"তুমি কে?"

অর্জুন হাসল, "আমি একজন সত্যসন্ধানী। এটাই আমার প্রফেশন।"

"তার মানে তুমি শখের গোয়েন্দা?"

"গোয়েন্দা শব্দটায় আমার আপত্তি আছে।"

"কিন্তু তুমি তো রেস্টির এমপ্লয়ি!"

"সদ্য চাকরি নিয়েছিলাম। কিন্তু ভাল লাগছে না। যাকগে, যারা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা চাইছে তারাই অঘোরবাবুকে চাপে ফেলেছে। ওই দলের সঙ্গে মহারাজ বা সরস্বতী জড়িত। হয়তো তিনিই দলের পাণ্ডা। মজার কথা হল, ওই লোকটি কিন্তু টাকা আদায়ের জন্যে কখনওই সামনে আসছেন না, কিন্তু আমার ধারণা তিনিই পরিকল্পনা করেন," অর্জুন বলল।

হঠাৎ মিস্টার গুপ্তা অর্জুনের হাত ধরল, "আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। তুমি আমাকে পরামর্শ দাও। ওরা এবার আমার ওপর আঘাত করবেই।"

"সেটা করার আগে আপনাদের আক্রমণ করতে হবে। এই যে শর্মা লোকটা বদলে গেল, কেন? আপনি আজকে ফিরে যাবেন ওরা জানে। আমার মনে হয় অরিজিনাল শর্মা আপনার জন্যে সেবক ব্রিজের কাছে কোথাও অপেক্ষা করছে। এক কাজ করুন, আপনি নেমে আসুন। উপেনবাবু, আপনি পেছনে এসে বসুন," অর্জুন বলল।

এতক্ষণ উপেন চুপচাপ কথা শুনছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, "পেছনে? কেন?"

"আরাম করে বসবেন। আমরা সামনের গাড়িতে উঠছি। আসুন মিস্টার গুপ্তা।"

মিস্টার গুপ্তার সুটকেস ডিকি থেকে নামিয়ে অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, "আপনি গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি চলে যান। ওখানে উপেনবাবুকে নামিয়ে ফিরে যাবেন।"

ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে একটা খাতা এগিয়ে দিতে মিস্টার গুপ্তা তাতে সই করে দিলেন।

অঘোরবাবু ওদের দেখে বেশ অবাক। অর্জুন মিস্টার গুপ্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশে বসল। সে দেখল, মিস্টার গুপ্তার গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনের সিটে আধশোয়া হয়ে রয়েছে উপেন। অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, গাড়িটাকে অনুসরণ করতে, যেন দুটো গাড়ির মধ্যে তিরিশ গজের বেশি ফাঁক না

www.boiRboi.blogspot.com

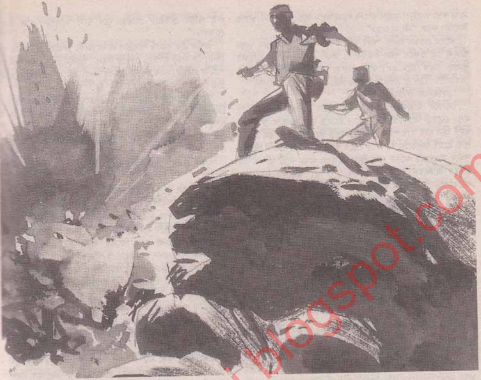

থাকে। গাড়ি চললে সে অঘোরবাবুকে সব জানাল। অঘোরবাবু বললেন, "সর্বনাশ! তা হলে তো একটা চক্র সারাদেশে ঘুরে সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে। ওদের ধরে এখনই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কীভাবে প্রমাণ করবেন ওরা ব্ল্যাকমেল করছে। উলটে ওরাই আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে টাকা দিতে হবে বলে আপনারা মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতে চাইছেন।"

মিস্টার গুপ্তা ঘড়ি দেখলেন, "আমি কি প্লেন ধরতে পারব?"

"পারবেন। তবে ধরবেন কিনা আপনি ভেবে দেখুন," অর্জুন বলল।

"তার মানে?"

"আজ আপনি চলে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। বরং থাকলে তার সম্ভাবনা আছে।"

"তুমি তো বলছ প্রমাণ করতে পারা যাবে না।"

"শর্মার বদল হয়ে যাওয়াতে প্রমাণের সুযোগ থাকছে।" অর্জুন বলল।

মিস্টার গুপ্তা বললেন, "তাই তো। পুলিশকে বলা যায় লোকটার নাম শর্মা নয়। নাম ভাঁড়িয়ে রিসর্টে উঠেছে বদ মতলব নিয়ে। রিসর্টও আমাদের পাশে দাঁড়াবে।"

"বেশ। তাতে কী লাভ হবে? রিসর্টে অন্যের নামে থাকার জন্যে পুলিশ কি শাস্তি দেবে? রিসর্ট জানতে পারলে বের করে দিতে পারে। এই পর্যন্ত। তা ছাড়া আপনারা তো জানবেন না এই লোকটাই আসল শর্মা কিনা! আপনার সঙ্গে কলকাতায় যে দেখা করেছিল শর্মা পরিচয় দিয়ে সে নকল শর্মা হতে পারে। তা হলে তো বোকা বলতে হবে।" অর্জুন বুঝিয়ে বলল।

গাড়ি দুটো তখন সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠছে। এদিকের পাহাড় দার্জিলিং, কালিম্পং-এর মতো বড় নয়। কিন্তু রাস্তায় বাঁক আছে প্রচুর। সামনের গাড়িটা দ্রুত যাচ্ছে তবে এক একটা বাঁক ঘুরতে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। অর্জুন গতি বাড়াতে বলল ড্রাইভারকে।

হঠাৎ সামনের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে অর্জুনদের ড্রাইভার ব্রেকে পা দিল। অর্জুন দেখল সামনের সমস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত দু'পাশে কিছু হয়েছে। ধস নামলে বা পাথর ভেঙে পড়লে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তারই সম্ভাবনা বেশি, কারণ ওপাশ থেকে কোনও গাড়ি আসছে না। অর্জুন গাড়ির দরজা খুলল, "আপনারা বসুন, আমি দেখে আসছি।"

রাস্তার ডান দিকে, যেদিকটায় পাহাড় সেই দিক ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন। দুটো বাঁক পার হওয়ার পর সে অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছল। দুটো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘাত হয়েছে। অত্যন্ত জখম অবস্থায় তারা রাস্তা জুড়ে থাকায় দু'পাশের গাড়িগুলোকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছে। আহত যাত্রীদের শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যদিও পুলিশ এখনও এসে পৌঁছয়নি।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। একদিকে অতল খাদ, অনেক নীচে তিস্তা নদীর জলের শব্দ গোঙানির মতো মনে হচ্ছে। পেছনে পাহাড়। মিস্টার গুপ্তাকে গাড়িসমেত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই জায়গাটা আদর্শ ছিল। কিন্তু এখন এত গাড়ি জমে গেছে রাস্তায়, এত লোকজন যে, সেরকম কিছু করতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আততায়ী সেই ঝুঁকি নেবে না।

স্থানীয় কিছু মানুষ যারা রাস্তা সারাইয়ের কাজ করে তারা নিজেদের

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যে কথা বলছিল। অর্জুন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেপালি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

ওদের একজন বলল, "গাড়ি দুটো যখন অ্যাকসিডেন্ট করল, তখন আমরা ওই ওখানে কাজ করছিলাম। তখন একজন সাহেব ওপরের পাহাড় থেকে নেমে এল। তাঁর গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তিনি আহতদের দিকে না তাকিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।"

"কোনদিকে গেলেন?"

লোকটা মালবাজারের দিকে হাত তুলে দেখাল। অর্জুন হতাশ হল। যেহেতু অ্যাকসিডেন্ট যেখানে হয়েছে তার ওপাশে লোকটার গাড়ি ছিল তাই তার পক্ষে সেবক ব্রিজের দিকে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়েই মালবাজারের দিকে যেতে হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আসার সময়ে তারা ওই গাড়ির পাশ দিয়ে এসেছে। এখন গাড়ি ঘুরিয়ে খুব জোরে চালিয়েও ওকে ধরা সম্ভব হবে না। অর্জুনের মনে হল অ্যাকসিডেন্টের কারণে হতাশ হয়ে লোকটা ফিরে গেছে। আর এই লোকটা মিস্টার গুপ্তার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

অর্জুন ফিরে এল গাড়ির কাছে। অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা জানিয়ে সে মিস্টার গুপ্তাকে বলল, "মনে হচ্ছে আপনি প্লেন ধরতে পারবেন না। তা ছাড়া আজ চলে গেলে আপনার সমস্যারও সমাধান হত না। এখানে আর না দাঁড়িয়ে চলুন ফিরে যাই।"

"ফিরে গিয়ে কী করব? বরং শিলিগুড়িতে পৌঁছে রাত্রের ট্রেন ধরা যেতে পারে।"

"যারা আপনাকে মারার জন্যে এই পাহাড়ে অপেক্ষা করতে পারে তারা ট্রেনে পেলে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় আপনার?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

অঘোরবাবু বললেন, "মিস্টার গুপ্তা, আপনার আমার পরিস্থিতি তো এক, আপনি বরং আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ির বাড়িতে চলুন। কাল না হয় প্লেন ধরবেন।"

প্রস্তাব পছন্দ করলেন না মিস্টার গুপ্তা। শেষপর্যন্ত অর্জুনের কথায় রাজি হলেন। সামনের গাড়ি থেকে নেমে এসে উপেন জিজ্ঞাসা করল, "আমার কী হবে? শিলিগুড়িতে কীভাবে যাব?"

অর্জুন বলল, "হাঁটুন। অ্যাকসিডেন্টের জায়গা পেরিয়ে সেবক ব্রিজে গেলে কালিম্পং থেকে আসা শিলিগুড়ির বাস পেয়ে যাবেন!"

"অতদূর হাঁটব?" উপেন চোখ পিটপিট করল।

"যা ইচ্ছে করুন।" অর্জুন প্রথম গাড়ির ড্রাইভারকেও গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল। রাস্তা বেশি চওড়া নয়, তবু ড্রাইভার দু'জন দুটো গাড়িকে অসীম দক্ষতায় মালবাজারমুখী করতে সমর্থ হল। শেষ মুহূর্তে উপেন দৌড়ে এসে খালি গাড়িতে উঠে পড়ল।

চলন্ত গাড়িতে বসে মিস্টার গুপ্তা বললেন, "দিনটা মিছিমিছি নষ্ট হল।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "যে-কোনও খারাপ ঘটনার একটা ভাল দিক থাকে। হয়তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলে আপনার আজ কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না, কিন্তু এমনও তো হতে পারে শুধু ওই কারণে আপনি বেঁচে গেলেন।"

মিস্টার গুপ্তা কিছু বললেন না।

মালবাজারে ঢুকে উপেনের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। হাত নেড়ে সে থামাল অর্জুনদের। তারপর কাছে এসে বলল, "সত্যি বলছি, মিথ্যে বলছি না, ওই গাড়িটাকে যাওয়ার সময় এদিকে আসতে বলেছি।" সে হাত বাড়িয়ে টুরিস্ট লজের সামনে দাঁড়ানো একটা মারুতি ভ্যানকে দেখাল।

"ওই গাড়ির মাহাত্ম্য কী?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"একা গাড়িতে উঠলে আমি সামনে থেকে আসা সব গাড়ির ড্রাইভারকে দেখে হাত নাড়ি। পাহাড়ে তেমন করে কিনা, যারা আসছিল তাদের সবাই আমার হাত নাড়া দেখে হাত নাড়ছিল। কিন্তু ওই গাড়ির ড্রাইভার গোমড়া মুখে চলে এসেছিল বলে চিনতে পারলাম।"

অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না উপেনকে বিশ্বাস করা উচিত হবে কিনা। সে একটু বাজিয়ে দেখতে বলল, "আপনি গিয়ে খোঁজ নিন যে গাড়িটা এখনই সেবক থেকে এসেছে কিনা। যদি না হয় ওখান থেকেই হাত নেড়ে জানিয়ে দেবেন।"

উপেন উৎসাহিত হয়ে চলে যেতে অঘোরবাবু বললেন, "আন্দাজে ঢিল ছোড়া হচ্ছে না? যদি গাড়িটা এসেও থাকে তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?"

"তা ছাড়া তুমি তো বললে লোকটা মুখ খুললেই মিথ্যে বলে," গুপ্তা বললেন।

অর্জুন হাসল, "মরা মরা বলতে বলতেও তো রাম রাম বলা হয়ে যায়।"

ওরা দেখল উপেন টুরিস্ট লজের দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই বেশ উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে ওদের ডাকতে লাগল। খালি গাড়িটা থেকে গেল হাইওয়েতে, অর্জুনদের গাড়িটা টুরিস্ট লজের সামনে পৌঁছে মারুতি ভ্যানের ঠিক সামনে গিয়ে থামল। উপেন ছুটে এসে বলল, "বোকা হয়ে গিয়েছি দাদা। নিজের মনেই কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু এখন শুনছি সেটাই সত্যি। যাঁর গাড়ি তিনি গতকাল রাত্রে টুরিস্ট লজে এসেছিলেন। ঘণ্টাতিনেক আগে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেছেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলে যেতে পারেননি।"

"মিথ্যে বলছেন না তো?"

"সত্যি বলছি। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।"

অর্জুন দারোয়ানের দিকে তাকাতে সে কথাটাকে সমর্থন করল মাথা নেড়ে।

অর্জুন একটু চিন্তা করল, তারপর সঙ্গীদের দাঁড়াতে বলে ওপরে উঠে গেল। সামনেই রিসেপশন। টাকমাথা এক ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, "সরি, আজ কোনও ঘর খালি নেই। সকালে যে ঘরটা খালি হয়েছিল সেটা একটু আগেই ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

"যিনি ছেড়েছিলেন তিনিই ফিরে এসে পেয়ে গেছেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আপনি দেখছি মিস্টার রায়কে চেনেন!" টাকমাথা হাসল।

"কত নম্বরে আছেন?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"ছয় নম্বরে।"

"আপনাদের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে চাই!"

"লোকাল ছাড়া পাবেন না।" টাকমাথা টেলিফোন দেখিয়ে দিল।

মালবাজার থানায় ফোন করল অর্জুন। যে সাব ইনস্পেক্টর ডিউটিতে ছিলেন তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কী বলবেন? অর্জুন? অর্জুন কী? পুরো নাম বলুন! আঃ। কী? টুরিস্ট লজে যেতে হবে? আপনি বললেই চলে যাব ভাবলেন কী করে? হ্যাঁ, আমি বাইরে থেকে এসেছি, মালদায় ছিলাম!" বিরক্ত হয়ে অর্জুন শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হল, "বড়বাবু আছেন? নেই। অন্য কোনও অফিসারকে দিন, না হলে এইরকম ব্যবহার করার জন্যে পরে আপনি আফসোস করবেন। আমাকে আপনার অনেক বড় ওপরওয়ালাও অর্জুন বলেই চেনেন।" কথাগুলো বলার পর ওপাশে রিসিভার হাতবদল হল, "স্যার, আপনি কি জলপাইগুড়ির অর্জুন? সরি স্যার, উনি নতুন, চিনতে পারেননি। আমি এখনই বড়বাবুকে বলছি। আপনি কোথায় যেতে বলছেন? টুরিস্ট লজে। ঠিক আছে স্যার। আমার নাম সান্যাল, একটু মনে রাখবেন।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে নীচে নেমে এল অর্জুন। "যতদূর মনে হচ্ছে এখানে যিনি মিস্টার রায় পরিচয় দিয়ে রয়েছেন তিনিই মিস্টার শর্মা। আপনারা দু'জন গাড়িতে উঠে বসুন। লোকটা কতটা বিপজ্জনক তা আমি জানি না। তাই সতর্ক থাকা উচিত।"

www.boiRboi.blogspot.com

মিস্টার গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী করে বুঝলে ইনিই মিস্টার শর্মা?"

"শ্রমিকরা বলেছিল দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছে তার এপাশে গাড়ি চালাচ্ছেন যিনি, তাঁকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাহায্যের হাত বাড়াননি। তার মানে লোকটা নিজেকে এক্সপোজ করতে চায়নি। সেখান থেকেই আমার সন্দেহ শুরু। আমি ভেবেছিলাম জলপাইগুড়িতে থেকে গিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই মালবাজার টুরিস্ট লজে থাকাটাই বেশি স্বাভাবিক। ওই দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ওঁর পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। "যান আপনারা।" অর্জুনের কথা মান্য করে দুই প্রৌঢ় গাড়িতে উঠে বসলেন। অর্জুন উপেনকে বলল, "আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, ছ'নম্বর ঘরে গিয়ে নক করবেন। যিনি দরজা খুলবেন তাকে এনগেজ্‌ড করে রাখতে হবে কিছুটা সময়। বলবেন, আপনার কাছে বিদেশি সিগারেট এবং বিদেশি দামি মদ আছে। উনি নেবেন কিনা। যদি রাজি না হন তা হলে শস্তার বিদেশি সোনার বিস্কুট আপনি দিতে পারবেন। যে করেই হোক লোকটাকে লোভী করাতে হবে।"

"বাঃ, বাঃ। এ তো তরল জল। তারপর?" উপেনের মুখ ঝকমক করছিল।

"তারপর আমাকে ডাকবেন!"

ঘাড় নেড়ে উপেন উঠে গেল ওপরে। অর্জুন ঘড়ি দেখল। এদিকে পুলিশের জিপের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না এখনও। শর্মা নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের জানিয়েছে যে, অপারেশন সম্ভব হয়নি। মোবাইল ফোন ব্যবহার করা তো এদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মিস্টার গুপ্তা আজ প্লেন ধরতে যেতে পারছেন না বলে ধরে নেবে ওরা। কিন্তু নকল শর্মা এবং তার সঙ্গী কি এখনও রেস্টিতে আছেন?

দশ মিনিট হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারছিল না উপেন কী পরিমাণ মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে যে, শর্মা তা মুগ্ধ হয়ে শুনছে! এই সময় পুলিশের জিপটাকে দেখতে পেল স্বয়ং বড়বাবু নেমে এসে হাত বাড়ালেন, "কেমন আছেন? হঠাৎ তলব।"

করমর্দন করে অর্জুন খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, "বিস্তারিত ঘটনা পরে শুনবেন।"

"তা হলে চলুন না, মহাপুরুষের দর্শন করে আসি," বড়বাবু বললেন।

ওরা ওপরে উঠল। টাকমাথার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ওরা ছ' নম্বরের বন্ধ দরজায় নক করল। কোনও সাড়া নেই। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। অর্জুন ছুটে গেল মেঝের ওপর শুয়ে থাকা উপনের কাছে। পরীক্ষা করে বুঝল অজ্ঞান হয়ে আছে। ঘরে আর কেউ নেই।

"লোকটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে পালিয়ে গেছে। জলদি, বাইরে চলুন।"

একজন সেপাইকে উপেনের জ্ঞান ফেরানোর দায়িত্ব দিয়ে বড়বাবু বাইরে বেরিয়ে আবিষ্কার করলেন লজের পেছনদিকে একটা সিঁড়ি আছে। একজন রাঁধুনি বলল, "এক সাহেব এদিক দিয়ে মাঠে বেড়াতে গেছেন।"

পুলিশবাহিনী নিয়ে বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন মাঠ খুঁজে দেখতে। ঢালু জমিতে অনেক গাছ। অর্জুন চটপট সামনে চলে এসে দেখল শর্মার গাড়িটা তেমনই পড়ে আছে। মিস্টার গুপ্তা তাঁদের গাড়িতে বসে উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইলেন, "কী হয়েছে?"

অর্জুন হাত নেড়ে কিছু হয়নি বলে তাঁকে শান্ত করতে চাইল।

শর্মা লোকটাকে অবহেলা করা ভুল হয়েছিল। অর্জুন ওপরে উঠে এসে দেখল সেপাইয়ের সঙ্গে উপেন বেরিয়ে আসছে মাথায় হাত চেপে। ভেজা মাথা, জামা দেখে বোঝা যাচ্ছে সেপাই ভাল জল ঢেলেছে।

অর্জুনকে দেখে উপেন প্রায় কেঁদে ফেলল, "আচমকা মেরেছে আমাকে, উঃ।"

"আপনি ওকে ঠিক কী বলেছিলেন?"

"প্রথমে তো আপনার শেখানো কথা বলেছিলাম। বিলিতি মদ, বিলিতি সিগারেট, তারপর লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল কত টাকা রোজগার করি প্রত্যেকদিন। হঠাৎ মনে হল, সারাজীবন তো মিথ্যে বলে যাচ্ছি, আজ সত্যি বলি। সত্যিটা বলে ফেললাম। কথকতা করি। তাকে কী বা আয় হয়। আজ আপনাদের সঙ্গে শিলিগুড়ি যেতে গিয়ে না পেরে ফিরে এসেছি। কিন্তু দেখুন, সত্যি বলে আমার কী লাভ হল? আমি তো মরে যেতে পারতাম।" উপেন ককিয়ে উঠল।

অর্জুন হতভম্ব। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "সত্যি বলার জন্যে ওকেই বেছে নিলেন? দয়া করে হাসপাতালে নিয়ে দেখিয়ে আসুন আঘাতটা।"

সে পেছনের মাঠের দিকে তাকাল। মনে হল শর্মা নিশ্চয়ই জানে এখন ওর জন্যে খোঁজাখুঁজি হবেই। ওদিকে থাকতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

সে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। ছয় নম্বর ঘরে ঢুকে চারপাশ দেখতে গিয়ে ব্রিফকেসটাকে দেখতে পেল। তাড়াহুড়োয় শর্মা কি এটাকে নিয়ে যেতে পারেনি? বাক্সটাকে খুলল সে। একটা পাজামা-পাঞ্জাবি, কিছু কাগজপত্র, সেই কার্ড যার ওপর টাইপ করে নাম লেখা।

অর্জুন ওটাকে নিয়ে নীচে নেমে আসতে বড়বাবু দেখা পেল, "লোকটা যদি মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তা হলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। এখন বুনো হাঁসের পেছনে না ছুটে থানায় চলুন, পুরো ব্যাপারটা শোনা যাক।"

কিছু করার নেই আর। উপেন টুরিস্ট লজের সিঁড়িতে বসে আছে মাথায় হাত চেপে। সে হাসপাতালে কেন, কোথাও যাবে না।

মিস্টার শর্মা আর অঘোরবাবুর গাড়ির সামনের সিটে বসল অর্জুন। বসে ড্রাইভারকে বলল পুলিশের জিপকে অনুসরণ করতে।

দুটো গাড়ি চলা শুরু করা মাত্র উপেনের চিৎকার কানে এল। প্রাণপণে চিৎকার করছে। গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে নেমে অর্জুন দেখল একটা লোককে জড়িয়ে ধরে উপেন চেঁচাচ্ছে। সে ছুটে গেল। লোকটা কিছুতেই উপেনের হাত ছাড়াতে পারছে না।

সামনে পৌঁছে অর্জুনের চিনতে অসুবিধা হল না। সজোরে ঘুসি মারল লোকটার চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল লোকটা। উপেন ধরে থাকায় মাটিতে পড়ে গেল না। ইতিমধ্যে বড়বাবুর জিপ ফিরে এসেছে। সেপাইরা এসে লোকটাকে ধরল। বড়বাবু বললেন, "একেই খুঁজছিলেন?"

"হ্যাঁ। ইনি মিস্টার শর্মা।"

"এ তো সেন্স হারিয়ে বসে আছে। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে জ্ঞান ফেরাও।"

অর্জুন উপেনকে জিজ্ঞাসা করল, "একে পেলেন কী করে?"

"হঠাৎ দেখছি গাড়ির পেছনের চাকাটা নড়ছে। কৌতূহল হল। দরজা খুলতেই লোকটাকে দেখতে পেলাম সিটের নীচে ঘাপটি মেরে বসে আছে।" হাসল উপেন। অনেকক্ষণ পরে।

বড়বাবুর সৌজন্যে শর্মা তাদের যাবতীয় দুষ্কর্মের পূর্ণ বয়ান দিতে বাধ্য হল। শারীরিক অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা লোকটার ছিল না। এও জানা গেল সেবক ব্রিজে ওঠার আগে যদি মিস্টার গুপ্তা বেঁচে যেতেন ওর হাত থেকে তা হলে পাহাড় থেকে সমতলে নামতেই ওঁর গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশ্য এই কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ির এক কুখ্যাত মাফিয়াদলকে। শোনামাত্র বড়বাবু শিলিগুড়িতে খবর পাঠালেন যাতে রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকা লোকগুলোকে ধরা যায়। শর্মা স্বীকার করল, যে লোকটি তার পরিচয় নিয়ে রেস্টিতে গিয়েছে সে থাকে কলকাতায়। মাসে

www.boiRboi.blogspot.com

একবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে যায়। খুব সম্প্রতি লোকটার সঙ্গে শর্মার পরিচয় হয়েছে।

থানায় কথা বলতে বলতেই শর্মার মোবাইল বেজে উঠল, অর্জুন তার কাছ থেকে সেটটা নিয়ে দেখল নাম্বারটা। তারপর বলল, "যে ফোন করছে তাকে মালবাজার রেস্টিতে থাকতে বলুন। জানিয়ে দিন মিস্টার গুপ্তা অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে প্লেন ধরতে না পেরে রেস্টিতে ফিরে যাচ্ছেন।" সেট শর্মার হাতে দিল সে।

"অ্যাক্সিডেন্টের কথা ওরা জানে।" ফোন অন করল শর্মা, "হ্যালো, আমি এখনও মালবাজারে। না। আপনারা রেস্টিতে থাকুন। হ্যাঁ, গাড়ি ফিরে গেছে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "চলুন।"

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায়?"

"রেস্টিতে।"

পরিকল্পনামতো মিস্টার গুপ্তাকে নিয়ে গাড়ি রেস্টিতে গেটে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি নেমে রিসেপশনে গিয়ে নতুন ঘর বুক করে সেখানে চলে গেলেন। নকল শর্মা তখন লনে দাঁড়িয়ে। ওঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিত হয়ে সে তার সঙ্গীর ঘরের দরজায় টোকা দিতে দরজাটা খুলল। নকল শর্মা ভেতরে চলে যেতেই গাড়িতে বসা হ্যান্ডকাপ পরা আসল শর্মার মোবাইল বেজে উঠল, "তুমি কোথায়? ও এসে গেছে?"

"জানি," আসল শর্মা বলল।

"তুমি গাড়ি নিয়ে রেস্টির নীচে অপেক্ষা করো। আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।"

"কেন?"

"কাজ শেষ করে যেতে চাই। লাইন কেটে গেল। এত জোরে কথা বাজছিল যে, প্রতিটি শব্দ শুনতে অর্জুনের অসুবিধে হয়নি। সে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে বড়বাবুকে বলল অনুসরণ করতে। সিকিউরিটি তাকে দেখে বড়বাবুকেও ছেড়ে দিল। যতটা স্বাভাবিক অথচ দ্রুত হেঁটে ওরা চলে এল মিস্টার গুপ্তার দরজায়। শব্দ করতেও দরজা খুলল না। এবার বেশ জোরে আওয়াজ করতে কর্নেল বসুকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, "কী ব্যাপার? কী হয়েছে?"

"মিস্টার গুপ্তা বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে। ইনি মালবাজার থানার ওসি।"

"হাউ ডু ইউ নো যে উনি বিপদে পড়েছেন?"

ঠিক তখনই দরজা খুলল। মিস্টার গুপ্তা দাঁড়িয়ে আছেন, "কী ব্যাপার?"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কিছু হয়েছে?"

"না।"

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি এত বদলে গেছে যে, অর্জুনের সন্দেহ হল। সে আচমকা মিস্টার গুপ্তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাইরে বের করে আনতে ওঁর আড়ালে লুকিয়ে থাকা নকল শর্মাকে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

আড়াল সরে যেতে লোকটা হুঙ্কার দিল, "সরে যান। বাধা দিলেই গুলি করব। সরে যান।" বাধ্য হয়ে বড়বাবু সরে দাঁড়ালেন। এক লাফে লোকটা বারান্দায় নেমে চিৎকার করল, "চলে আসুন।" সঙ্গে সঙ্গে পাশের ভেজানো দরজা খুলে টুপি এবং সুটপরা লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁটে গেটের দিকে এগোতে লাগল। নকল শর্মা তখন রিভলভার উঁচিয়ে চিৎকার করতে করতে গেটের দিকে যাচ্ছিল। কর্নেল বসু চট করে সরে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো সুইচ টিপতেই সাইরেন বেজে উঠল। টুপি মাথায় লোকটা গেট পার হওয়ার আগেই সেটা ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে বড়বাবুর হাতে অস্ত্র চলে এসেছে। তিনি চিৎকার করলেন, "রিভলভার ফেলে দিন। নইলে আপনার খুলি উড়িয়ে দেব।"

লোকটা আচমকা চুপ করে গিয়ে বন্ধ গেটের দিকে তাকাল।

তারপর ছুটে গেল টুপি মাথার দিকে, "আপনার জন্যে, আপনার জন্যে। নইলে কালই লোকটাকে খতম করে কেটে পড়তে পারতাম। একটায় হচ্ছিল না, আপনার দু'জনকেই চাই।" রাগের মাথায় লোকটা টুপিওয়ালার টুপি খামচে তুলে নিতেই অঘোরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "ভোলা মহারাজ।" সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার গুপ্তার উত্তেজিত গলা, 'গম্ভীরানন্দ সরস্বতী।"

মিনিট দেড়েকের মধ্যে ওদের ধরে ফেলল রেস্টির সিকিউরিটিরা। বাইরে দাঁড়ানো গাড়ি ভেতরে নিয়ে আসা হলে আসল শর্মাকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড় করানো হল। বড়বাবু বললেন, "থানায় নিয়ে যাই ওদের। জালিয়াতির অভিযোগের সঙ্গে খুনের চেষ্টাও যোগ হল। আপনারা যদি বিকেলের দিকে থানায় একবার দয়া করে আসেন তা হলে ভাল হয়।"

উপেন দাঁড়িয়েছিল দূরে। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না। সে একটু একটু করে ন্যাড়ামাথা ভোলা মহারাজ বা গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর সামনে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করল, "দাদা, আপনিও কথক আমিও কথক। কিন্তু আমি শুধু মিথ্যে কথা বলি, কেন বলি তা জানি না। আপনি আমার চেয়ে হাজারগুণ বেশি মিথ্যে নিয়ে কারবার করেন। আপনাকে প্রণাম।"

বড়বাবু উপেনকে ধমকালেন। হাতকড়া পরিয়ে ওদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন থানায়। মিস্টার গুপ্তা অর্জুনের হাত জড়িয়ে ধরলেন, "আমি কৃতজ্ঞ।" অঘোরবাবুও একই কথা বললেন। দু'জনেই অর্জুনকে মোটা টাকা পুরস্কার দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। অর্জুন হাসল। তারপর কর্নেল বসুকে বলল, "আমি এই চাকরিটা করতে চাই না আর। আমাকে মুক্তি দিন।"

কর্নেল বসু মাথা নাড়লেন, "ঠিক, ঠিক।"

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

www.boiRboi.blogspot.com

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইলঃ ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইলঃ ayan.00.84@gmail.com